স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল বিধিমালা, ২০২৪ এর খসড়া

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে সরকার

ভূমি মন্ত্রণালয়

আইন অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

এস.আর.ও নম্বর .... -আইন/২০২০।- স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ২১ নং আইন) এর ৪৯ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:-

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন।- (১) ইহা** স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল বিধিমালা, ২০২৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই বিধিমালা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।-** বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায় –

(ক)**“অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ ”** অর্থ অধিগ্রহণকৃত স্থাবর সম্পত্তির নির্ণীত মূল্যের উপর নির্দিষ্ট হারে প্রদেয় অতিরিক্ত অর্থ, যাহা মোট ক্ষতিপূরনের অংশ বা আইন ও এই বিধি দ্বারা নির্ণীত পরিমানের অতিরিক্ত অর্থ যাহা অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদেয় ।

(খ)**“অধিগ্রহণ''** অর্থ আইনের ধারা (২) এ উল্লিখিত অধিগ্রহণ;

(গ)**“আইন”** অর্থ স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ২১ নং আইন);

(ঘ)“**আপিলেট ট্রাইবুনাল**” অর্থ আইনের ধারা ৩৬ এর উপধারা (২) এর অধীনে গঠিত আপিলেট ট্রাইবুনাল;

(ঙ)“**জনপ্রয়োজন”** অর্থ জনগণের সাময়িক বা সর্বজনীন ব্যবহারের জন্য সাধারণ চাহিদা, যা জরুরি হিসাবে বিবেচনা করা হয়;

(চ)“**জনস্বার্থে**” অর্থ জনগণের কাল উত্তীর্ণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট;

(ছ)“**ডিজিটাল পদ্ধতি**” অর্থ কম্পিউটার এবং তথ্য ও যোগযোগ প্রযুক্তি ও মোবাইল ফোন প্রযুক্তি ব্যবহার করিয়া তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ, নোটিশ ও পত্র জারি এবং অর্থ বিতরণ বা যে কোন এক বা একাধিক কাজ সম্পাদন।

(জ)“**পুনর্বাসন**” অর্থ কোন স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহনের কারণে উহার অধীন কোন ভূমিতে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ভূমির মালিক যিনি পরিবারসহ বাস্তুহীন হইয়াছেন তাহাকে আইন ও এই বিধির অধীনে বা সরকারের কোন আদেশে বাস্তুভিটা প্রদানসহ বসবাস উপযোগী গৃহের সংস্থানসহ দখল প্রদান;

(ঝ)**“ফরম”** অর্থ এই বিধির তফসিলভূক্ত কোন ফরম;

(ঞ)**“বিধি”** অর্থ এই এই বিধিমালার যে কোন বিধি;

(ট)"**বেসরকারি প্রত্যাশী সংস্থা**" অর্থ কোন ব্যক্তি বা বলবৎ আইন দ্বারা সৃষ্ট কোন প্রতিষ্ঠান যেখানে বিনিয়োগকৃত সরকারি মূলধনের পরিমান শতকরা ৫০ ভাগের কম।

(ঠ) "**ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা**" অর্থ কোন জেলার ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা এবং আইন বা বিধির অধীন এক বা একাধিক দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য জেলা প্রশাসক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অতিরিক্ত ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তাও উহার অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(ড) "**ধারা**" অর্থ আইনের যে কোন ধারা;

(ঢ) "**রেকর্ডপত্র বা কাগজপত্র**" অর্থ যে কোন রেকর্ড, লিখিত বা মুদ্রিত বা নক্সা বা অন্য কোনভাবে প্রস্তুতকৃত কাগজ, যাহা সত্যায়িত হোক বা না হোক আইন ও এই বিধিমালার অধীন যে কোন বিষয় প্রমান বা অপ্রমান করিতে ব্যবহৃত হয় বা হইবে;

(ণ) '**রোয়েদাদ**' অর্থ ফরম-১১তে প্রস্তুতকৃত প্রতি ক্ষতিগ্রস্তকে প্রদেয় ক্ষতিপূরণের বাবদ অর্থের বিবরণী ।

(ত)"**হুকুম দখল**" অর্থ আইনের ধারা ২ এর উপধারা (১৩) উল্লিখিত হুকুম দখল;

(থ) "**স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা**" অর্থ যে কোন কর্তৃপক্ষ, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান,যাহার কার্যাবলী বা প্রধান প্রধান কার্য কোন আইন অধ্যাদেশ আদেশ, বা বাংলাদেশ আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন চুক্তিপত্র দ্বারা অর্পিত হয়।

(দ) "**ক্ষতিপূরণ**" অর্থ আইন ও এই বিধিমালা আওতায় অধিগ্রহণকৃত বা হুকুম দখলকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিপরীতে ক্ষতিগ্রস্ত মালিক বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রাপ্য ।

(ধ) "**ক্ষতিপূরণ প্রাক্কলন**" অর্থ ফরম-১০ প্রস্তুতকৃত ক্ষতিপূরণের প্রাক্কলন।

(২) এই বিধিমালায় অন্য যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু সংজ্ঞায়িত হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, এই বিধিমালায়ও উক্ত অর্থ বুঝাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
প্রাক অধিগ্রহণ কার্যক্রম

৩। স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ প্রস্তাবনা প্রস্তুত ও দাখিল ইত্যাদি।- (১) সরকারি অধিদপ্তর বা দপ্তর ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা বা উহাদের যে কোন একটির নিয়ন্ত্রণাধীন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক এবং বেসরকারি ব্যক্তি বা সংস্থা, অতঃপর প্রত্যাশী সংস্থা হিসাবে আখ্যায়িত, অধিগ্রহণ প্রস্তাব প্রস্তুতকালে নিচে বর্ণিত বিষয়াদি বা কার্যক্রম বিবেচনা করিবেন-

(ক) যে উদ্দেশ্যে ভূমি অধিগ্রহণ করা হইবে, জনপ্রয়োজনে বা জনস্বার্থে উহার আবশ্যকতা;

(খ) যে এলাকার ভূমি অধিগ্রহণ করিবার প্রস্তাব করা হইবে উক্ত এলাকায় প্রত্যাশী সংস্থার নিজস্ব মালিকানাধীন ভূমি থাকিলে অধিগ্রহনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে উহা ব্যবহারের সুযোগ ও সীমাবদ্ধতা।

(গ) অধিগ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তাব করা হইবে ঐ জেলার এইরূপ একাধিক এলাকা গোপনে সরেজমিন পরিদর্শন করিয়া উহার প্রাপ্যতা, উপযুক্ততা, অবস্থাগত সুবিধা-অসুবিধা ও পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয়তা, উহাতে বিদ্যমান স্থাপনা ও দণ্ডায়মান শস্য বা বৃক্ষাদি এবং আর্থ-সামাজিক সীমাবদ্ধতা ।

(ঘ) প্রাথমিকভাবে বিবেচিত ও উহার বিকল্প ভিন্ন এলাকার বিবেচ্য ভূমির সর্বশেষ রেকর্ডগত মালিকানা, পরিমান ও শ্রেণি, সরকারি স্বত্ব বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ভূমি তথ্য ইউনিয়ন ভূমি অফিস বা ভূমি মন্ত্রণালয়ের স্মার্ট ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা সিস্টেম হইতে তথ্য ও রেকর্ডপত্র বা কাগজপত্র সংগ্রহ।

(ঙ) অধিগ্রহণের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় বা বিভাগের প্রশাসনিক মঞ্জুরি।

(চ) প্রস্তাবিত ভূমির পারিপার্শ্বিক পরিবেশের অনুকুল এবং প্রতিকুল অবস্থা।

(ছ) আইন ও এই বিধির আলোকে অধিগ্রহণ কার্যক্রম নিষ্পত্তিতে প্রয়োজনীয় রেকর্ডপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সংগ্রহে প্রয়োজনীয় সময়।

(২) উপবিধি (১) বিষয়াদি ও কার্যক্রম বিবেচনা করিয়া সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা বা বেসরকারি ব্যক্তি বা সংস্থা সিটি কর্পোরেশনভুক্ত এলাকা বা একই প্রস্তাবের সহিত সিটি কর্পোরেশনের সীমানা বহির্ভূত কিন্তু সংযুক্ত যে কোন এলাকা বা পরবর্তীতে সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপনজারির মাধ্যমে ঘোষিত কোন জেলার অধীন উপজেলার সকল মৌজা বা উহার অংশ বিশেষ এলাকার জন্য সরাসরি ভূমি মন্ত্রণালয়ে এবং অন্যান্য এলাকার ক্ষেত্রে এখতিয়ার সম্পন্ন জেলা প্রশাসকের নিকট উপবিধি (৪) মোতাবেক প্রয়োজনীয় কাগজাদিসহ ফরম-১ এ প্রস্তাবনার আবেদন প্রস্তুত করিয়া প্রত্যাশী সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের প্রধান বা তদকর্তৃক ক্ষমতাসম্পন্ন জেলা বা বিভাগীয় বা আঞ্চলিক অফিসের অফিস প্রধান বা কোন প্রকল্পের পরিচালক বা বেসরকারি সংস্থার প্রধান বা কোন ব্যক্তি স্বাক্ষরপুর্বক দাখিল করিবেন।

(৩) সরকার ফরম-১ এর অনুরূপ ডিজিটাল ফরম-১ ও ডিজিটাল পদ্ধতিতে উহা দাখিলের আদেশ জারি করিলে উক্তরূপ ডিজিটাল ফরমে ও পদ্ধতিতে অধিগ্রহণের প্রস্তাবনা দাখিল করিতে হইবে।

(৪) অধিগ্রহণ প্রস্তাবের সহিত প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র [প্রত্যেকটির ৫ (পাঁচ) কপি করিয়া] সংযুক্ত করিতে হইবে এবং ডিজিটাল ফরমে আবেদন করা হইলে নির্দেশনা মোতাবেক উক্ত কাগজাদি স্ক্যান করে আপলোড করিতে হইবে । যথা:-

(ক) অধিগ্রহণ প্রস্তাবের জনপ্রয়োজনে বা জনস্বার্থে আবশ্যকতা, প্রস্তাবিত ভূমির প্রাপ্যতা ও উপযোগিতা প্রশ্নে যুক্তিসমেত সার সংক্ষেপ;

(খ) ফরম-২ এ প্রস্তাবিত ভূমির তফসিল ও বিবরণী;

(গ) প্রত্যাশী সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয় বা বিভাগ কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত প্রশাসনিক অনুমোদন;

(ঘ) যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত লে-আউট প্ল্যান;

(ঙ) অধিগ্রহণের জন্য মঞ্জুরিকৃত অর্থের পরিমান উল্লেখসহ আর্থিক মঞ্জুরিপত্র ;

(চ) ন্যূনতম ভূমির প্রয়োজনীয়তা সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র;

(ছ) রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বা অনুরূপ নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের এলাকাভূক্ত হইলে উক্ত কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র;

(জ) উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপি (Draft Project Paper) অনুমোদন সংক্রান্ত পত্র ও ডিপিপি এর ভূমি অধিগ্রহণ ও বরাদ্দ সংশ্লিষ্ট অংশের কপি;

(ঝ) প্রযোজ্যক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র;

(ঞ) ট্রেসিং ক্লথে প্রস্তুতকৃত মৌজা ম্যাপে প্রস্তাবিত ভূমির অবস্থানসহ প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয় লাল কালিতে চিহ্নিতকরণ (ভূমির সীমানার ভিতরে ধর্মীয় উপাসনালয়, কবরস্থান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, শ্মশান, সিমেট্রি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান থাকিলে বা বিদ্যমান কোনো আইনে সংরক্ষণযোগ্য ভূমি থাকিলে তাহা ভিন্ন কালিতে চিহ্নিত করিয়া এবং সাংকেতিক চিহ্ন দ্বারা নক্সায় উল্লেখ করিবে);

(ট) ভূমির বিস্তারিত ব্যবহার পরিকল্পনা (আবাসিক বা অফিসের ক্ষেত্রে ভবনের সংখ্যা, প্রতিটি ভবনের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমির পরিমাণ, ভবন ব্যতীত অন্যান্য কাজের জন্য যে পরিমাণ ভূমির প্রয়োজন তাহার বিবরণ, রাস্তার **ভূ**মির পরিমাণ; রাস্তা, বাঁধ ও খাল খনন প্রকল্পের ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের বিবরণসহ মূল রাস্তা, বাঁধ, জলাশয় বা খালের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমির পরিমাণ, মূল রাস্তার পার্শ্ববর্তী ভূমি, বাঁধ ও খালের পাড়ের জন্য প্রয়োজনীয় রাস্তার পরিমাণ, ইত্যাদি উল্লেখ থাকিতে হইবে এবং উক্ত বর্ণনার পাশাপাশি নকশায় তাহা অঙ্কিত থাকিতে হইবে);

(ঠ) পুনর্বাসনের আবশ্যকতা থাকিলে পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হইলে উক্ত ভূমির প্রস্তাব ও আর্থিক বরাদ্দের নিশ্চয়তাপত্র পৃথকভাবে সংযুক্ত করিতে হইবে;

(ড) ফরম-৩ এ প্রস্তাবিত ভূমির দাগভিত্তিক মালিকানার তথ্য;

(ঢ) সরকারি খাস বা অর্পিতসম্পত্তি বা পরিত্যাক্ত সম্পত্তি অন্তর্ভূক্ত থাকিলে ফরম-৪ উহার পৃথক বিবরণী;

(ণ) প্রস্তাবিত এলাকার স্থীর ও ভিডিও চিত্রের কপি (সীমানা চিহ্নিতকরণ ও অবস্থান প্রমাণক) সিডি বা ডিভিডি বা পেনড্রাইভে;

(ত) পুরানো দপ্তর বা স্থাপনার পরিবর্তে নূতন দপ্তর বা স্থাপনার জন্য ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাবের ক্ষেত্রে পুরানো দপ্তর, স্থাপনাসহ সংশ্লিষ্ট ভূমি জেলা প্রশাসকের নিকট সমর্পণ করা হইবে-মর্মে প্রস্তাব প্রেরণকারী কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার প্রধান কর্তৃক স্বাক্ষরিত অঙ্গীকার পত্র;

(থ) অধিগ্রহণকৃত ভূমি অধিগ্রহণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিবার বাধ্যবাধকতার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারপত্র।

(৫) বেসরকারি প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক দাখিলকৃত অধিগ্রহণ প্রস্তাবের সহিত উপ-বিধি (৪) উল্লিখিত প্রযোজ্য কাগজপত্রের অতিরিক্ত নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রাদি প্রত্যেকটির ৫(পাঁচ) কপি সংযুক্ত করিয়া দাখিল করিতে হইবে বা একইভাবে আপলোড করিতে হইবে, যথা:-

(ক) প্রস্তাবিত অধিগ্রহণ ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থায়নের উৎস এবং অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠানের নিশ্চয়তা পত্র।

(খ) বিদেশী সংস্থার সহিত জয়েন্ট ভেঞ্চারের ক্ষেত্রে ও বিদেশি সংস্থার মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি ও বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সম্মতিপত্র।

(গ) রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানি হইতে রেজিস্ট্রেশনের সনদ, বোর্ড অব ডাইরেক্টরের তালিকা এবং মেমোরেন্ডামের সত্যায়িত (রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানি এর স্বাক্ষরিত) কপি।

(ঘ) নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে সরকার নির্দেশিত শর্তে সম্মতিপত্র বা চুক্তিনামা;

(ঙ) ব্যক্তি উদ্যোগে ভূমি ক্রয়ের ব্যর্থতার ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপের বিবরণ সংবলিত এফিডেভিট;

(চ) একই উপজেলায় নিজস্ব ভূমি থাকার ঘোষণাপত্র [নামজারি খতিয়ান, হালনাগাদ ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের রসিদ বা প্রমাণাদি যাহা সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্তৃক সত্যায়িত]; এবং

(ছ)ভূমি অধিগ্রহনের সিদ্ধান্তসমেত পরিচালনা পর্ষদ / স্বত্বাধিকারী ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সকল সদস্যের স্বাক্ষরিত রেজুলেশন বা প্রযোজ্যক্ষেত্রে সম্মতিপত্র ।

(৬) প্রস্তাব দাখিলের পরে জেলা প্রশাসক, ক্ষেত্রমতে ভূমি মন্ত্রণালয় উপবিধি (৪) ও (৫) এ উল্লিখিত কাগজাদির অতিরিক্ত চাহিত অন্য কোন কাগজপত্র বা তথ্য বা প্রতিবেদন সরবরাহ করিতে হইবে।

(৭)অধিগ্রহণ প্রস্তাবের সহিত সংযুক্ত রেকর্ডপত্র বা কাগজপত্র প্রত্যাশী সংস্থার অফিস প্রধানের বা তাহার নির্দেশিত কোন ৯ম গ্রেডের নিচে নহে কর্মকর্তার স্বাক্ষরসহ সত্যায়িত হইতে হইবে এবং অস্পষ্ট, কাটাকাটি, ঘষামাজা ও স্বাক্ষরবিহীন কাগজপত্র গ্রহণযোগ্য হইবে না।

(৮) অধিগ্রহণ প্রস্তাবের সহিত সংযুক্ত ভূমির মালিকানা সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রের অবিকল নকল (certified copy) দাখিল করিতে হইবে ।

(৯) একটি প্রকল্পের প্রয়োজনীয় মোট স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য একটি প্রস্তাব পেশ করিতে হইবে, তবে প্রকল্পটি একাধিক বৎসরে বা পর্যায়ে বাস্তবায়নযোগ্য হইলে প্রতি বৎসরে বা পর্যায়ে যে পরিমাণ স্থাবর সম্পত্তির প্রয়োজন হইবে সেই পরিমাণ স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত করিয়া দাখিল করিতে হইবে এবং প্রকল্পটি একাধিক জেলায় বা একই জেলার একাধিক উপজেলায় বিস্তৃত হইলে প্রত্যেক জেলা বা উপজেলার জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তাব দাখিল করিতে হইবে।

(১০) প্রকল্প উল্লেখপূর্বক প্রত্যাশী সংস্থার কারণসহ আবেদনের প্রেক্ষিত জনপ্রয়োজনে বা জনস্বার্থে বা বিশেষক্ষেত্রে সরকার উপবিধি (৪) ও উপবিধি (৫) এর যে কোন এক বা একাধিক শর্ত পরিপত্র জারির মাধ্যম উহার বাধ্যবাধকতা হইতে অব্যাহতি দিতে পারিবে বা পরিপত্র জারি ব্যতিরেকে অধিগ্রহণের প্রস্তাব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(১১) প্রত্যাশী সংস্থা অধিগ্রহণ কার্যক্রম দ্রুততর সময়ে সম্পন্ন করিবার জন্য এক বা একাধিক কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত কমিটি বা একজন কর্মকর্তার মাধ্যমে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তার সহিত ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে প্রস্তাবনা ও কাগজাদির সঠিকতা বিষয় যাঁচাই করিতে পারিবে এবং এইরূপ কমিটি বা অফিসার অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলাকালীন জেলা প্রশাসকের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিবে এবং এ উদ্দেশ্যে জেলা প্রশাসক প্রয়োজনীয় সকল সহায়তা প্রদান করিবে।

(১২) প্রস্তাব দাখিল করিবার পূর্বে অধিগ্রহণযোগ্য ভূমির পরিমান, প্রকৃতি, শ্রেনী, মালিকানা, ভূমির সমকালীন বাজার দর বিষয়ে প্রত্যাশী সংস্থা ইউনিয়ন ভূমি অফিস বা সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে যোগাযোগ করিলে সংশ্লিষ্ট অফিস সর্বোচ্চ সহায়তা প্রদান করিবে এবং কোন লিখিত প্রতিবেদন চাহিলে প্রত্যাশী সংস্থা সংশ্লিষ্ট অফিস বরাবরে লিখিত পত্র প্রেরণ করিবে ।

৪। জেলা প্রশাসক কর্তৃক স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণের প্রস্তাব গ্রহণ ও যাঁচাই। - (১) প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক জেলা প্রশাসকের নিকট সরাসরি অধিগ্রহণ প্রস্তাব দাখিল হইবার পর উহা নথিতে উপস্থাপনের পূর্বে ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা উহা প্রাপ্ত হইবার অনধিক ৩(তিন) কার্যদিবসের মধ্যে নিজ উদ্যোগে প্রস্তাবিত ভূমির খতিয়ান নম্বর, দাগ নম্বর এবং দাগের বিপরীতে উল্লিখিত ভূমির পরিমান, সরকারি স্বার্থযুক্ত বা সরকারি খাস খতিয়ানভূক্ত ভূমি আছে কিনা, প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট সহকারি কমিশনার (ভূমি)র সহযোগিতা গ্রহণক্রমে যাঁচাই করিয়া উহার উপর একটি সার সংক্ষেপ প্রস্তুত করিয়া নথিতে রাখিবেন।

(২) দাখিলকৃত প্রস্তাব ও কাগজপত্র যাচাইয়ান্তে নথিতে উপস্থাপনকালে ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা প্রযোজ্যতা অনুসারে বর্ণিত সকল কাগজপত্র যথাযথভাবে দাখিল করা হইয়াছে মর্মে নথির নোটাংশে উল্লেখ করিবেন।

(৩) প্রস্তাবের সহিত আবশ্যকীয় সকল কাগজপত্র দাখিলকৃত না হইলে জেলা প্রশাসকের অনুমোদনক্রমে ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট প্রত্যাশী সংস্থাকে প্রয়োজনীয় কাগজাদি দাখিলের জন্য সময় উল্লেখপূর্বক লিখিতভাবে অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং চাহিত কাগজাদি প্রাপ্ত হইলে উপবিধি (২) এর অনুসারে নোটাংশে উল্লেখ করিবেন ও উল্লিখিত সময়ে চাহিত কাগজাদি দাখিল না হইলে বা দাখিল করিতে ব্যর্থতা বিষয়ে উপযুক্ত কারণসহ অবহিত না করিলে বা কারণ উপযুক্ত প্রতীয়মান না হইলে জেলা প্রশাসক প্রাপ্ত প্রস্তাব নথিজাত করিবেন।

(৪) সরকার প্রয়োজনে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন প্রকাশের মাধ্যমে আইন ও এই বিধির অধীনে অধিগ্রহণ বিষয়ে আলোচনা ও সুপারিশ গ্রহণের জন্য স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কমিটি গঠন ও পুনর্গঠন এবং আইন ও বিধি বিবেচনায় উহার কার্যপরিধি ও পদ্ধতি নির্ধারণ বা পুন:নির্ধারণ করিতে পারিবে।

৫। ভূমি মন্ত্রণালয়ে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণের প্রস্তাব গ্রহণ ও যাঁচাই ইত্যাদি। - (১) অধিগ্রহণ প্রস্তাব প্রাপ্তির পর ভূমি মন্ত্রণালয় প্রকল্পের জনপ্রয়োজন বা জনস্বার্থ বিবেচনা ও সকল সংযুক্ত কাগজাদি যাঁচাইক্রমে ধারা ৪ এর অধীনে কার্যক্রম গ্রহনের জন্য উক্ত অধিগ্রহণের প্রস্তাব সংযুক্ত কাগজাদিসহ এখতিয়ার সম্পন্ন জেলা প্রশাসক বা জেলা প্রশাসকগণের বরাবরে প্রেরণ করিবে।

(২) জেলা প্রশাসক উপবিধি (১) মোতাবেক ভূমি মন্ত্রণালয় হইতে প্রাপ্ত অধিগ্রহণের প্রস্তাব এবং সংযুক্ত কাগজপত্র বিধি ৪ এর উপবিধি (১) অনুসারে বা যে ভাবে উপযুক্ত সেভাবে যাঁচাই করিতে আদেশ প্রদান করিবেন এবং প্রস্তাবের সহিত আবশ্যকীয় সকল কাগজপত্র দাখিলকৃত না হইলে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (ভূমি অধিগ্রহণ) ক্ষেত্রবিশেষে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এর অনুমোদনক্রমে ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট প্রত্যাশী সংস্থাকে প্রয়োজনীয় কাগজাদি দাখিলের জন্য সময় উল্লেখপূর্বক লিখিতভাবে অনুরোধ করিতে পারিবেন।

(৩) প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক উল্লিখিত সময়ে উপবিধি (২) অনুসারে চাহিত কাগজাদি দাখিল না হইলে বা দাখিল করিতে ব্যর্থতা বিষয়ে উপযুক্ত কারণসহ অবহিত না করিলে বা কারণ উপযুক্ত প্রতীয়মান না হইলে জেলা প্রশাসক মতামতসহ প্রতিবেদন এবং অধিগ্রহণের প্রস্তাব ও সংযুক্ত কাগজপত্র ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবেন এবং ভূমি মন্ত্রণালয় যেভাবে উপযুক্ত অধিগ্রহণ প্রস্তাব নিষ্পত্তি করিবে।

(৪) ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা অধিগ্রহনের প্রস্তাব নথিতে উপস্থাপনকালে নথিস্থঃ কাগজপত্র যাঁচাইকালীন গৃহীত ব্যবস্থা ও প্রাপ্ত তথ্য নোটে উল্লেখ করিবেন।

(৫) উপবিধি (৩) অনুসারে কার্যক্রম গৃহীত না হইলে ধারা ৫ এর উপধারা (১) অনুসারে আপত্তি গ্রহণ ও শুনানি গ্রহণ করিয়া মতামতসহ প্রতিবেদন এবং প্রাপ্ত অধিগ্রহণ প্রস্তাবনা এবং সংযুক্ত সকল কাগজাদি ভূমি মন্ত্রণালয়ে অনধিক ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে ফেরত প্রেরণ করিবেন।

(৬) প্রস্তাবনা ও জেলা প্রশাসকের প্রতিবেদন বিবেচনা করিয়া সরকার ধারা ৬ এর উপধারা (১) এর দফা (ক) মোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং উহার ফলাফল একই ধারার উপধারা (২) অনুসারে ফলপ্রদ হইবে।

(৭) চূড়ান্ত সিদ্ধান্তসহ নথির ছায়া কপি সংরক্ষণ করিয়া ভূমি মন্ত্রণালয় আইনের ধারা ৭, ধারা ৮, ধারা ১১ ও ধারা ১২ মোতাবেক সকল কার্য সম্পাদন করিয়া ভূমি মন্ত্রণালয়কে গৃহীত সকল কার্য বিষয়ে এককপি সার সংক্ষেপ বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবার নির্দেশনা প্রদানসহ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বা সকল জেলা প্রশাসকগণের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৮) সরকার প্রয়োজনে সরকারি গেজেটে পরিপত্র প্রকাশের মাধ্যমে অধিগ্রহণ বিষয়ে আলোচনা ও সুপারিশ গ্রহণের জন্য স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন এবং আইন ও বিধি বিবেচনায় উহার কার্যপরিধি ও পদ্ধতি নির্ধারণ বা পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

৬। স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণের নথি সৃজন ইত্যাদি।- (১) ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা জেলার প্রতিটি পৃথক অধিগ্রহণ প্রস্তাবের জন্য পৃথক নথি সৃজন করিবেন এবং নথি নম্বর প্রদান করিবেন।

(২) ডিজিটাল পদ্ধতিতে নথি সৃজনকৃত হইলে উপধারা (১) অনুসারে পৃথক নথি সৃজন করিবেন এবং যদি স্বয়ংক্রিয়ভাবে নথি নম্বর প্রদত্ত না হয় তখন ক্রম রক্ষা করিয়া নথি নম্বর প্রদান করিবেন।

(৩) অধিগ্রহনের প্রস্তাব ও তথ্য বিবরণী উল্লেখ করিয়া নথি উপস্থাপিত হইলে জেলা প্রশাসক ৪ ধারার নোটিশ জারির পক্ষে বা না জারির পক্ষে কারন উল্লেখ করিয়া নোটাংশে আদেশ প্রদান করিবেন।

(৪) বিভাগীয় কমিশনার অধিগ্রহণের কোন নথি প্রাপ্ত হইলে পৃথক আদেশনামা প্রয়োজনে কারণ উল্লেখসহ উপযুক্ত আদেশ বা সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন এবং উক্ত আদেশনামা প্রাপ্ত নথিতে আদেশনামা অংশে সংযুক্ত করিতে হইবে।

(৫) ভূমি মন্ত্রণালয় জেলা প্রশাসক বা বিভাগীয় কমিশনারের নিকট হইতে অধিগ্রহণের কোন নথি প্রাপ্ত হইলে পৃথক আদেশনামায় প্রয়োজনে কারণ উল্লেখসহ উপযুক্ত আদেশ বা সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে এবং উক্ত আদেশনামা প্রাপ্ত নথিতে আদেশনামা অংশে সংযুক্ত করিতে হইবে।

(৬) নথি অগ্রায়ণ বা ফেরত প্রদান করা হইলে উহাতে সংযুক্ত সকল কাগজাদিসহ প্রেরণ করিতে হইবে।

(৭) বেসরকারি প্রত্যাশী সংস্থার ক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন প্রাপ্তির পূর্বে কোন অধিগ্রহণ কেস নথি খেলা যাইবে না।

(৮) ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা ফরম-৫ মোতাবেক প্রস্তুতকৃত অধিগ্রহণ রেজিস্টারে ছক ভিত্তিক তথ্য পূরণ করিয়া হালনাগাদসহ উহা সংরক্ষন করিবেন।

(৯) ডিজিটাল পদ্ধতি প্রবর্তন সাপেক্ষে এই বিধির বিধান ডিজিটাল রেজিস্টার ও নথি ব্যবস্থাপনার অধীনে অনুসরণযোগ্য হইবে এবং অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবনা সংশ্লিষ্ট বা নথি সংশ্লিষ্ট সকল কাগজাদি স্ক্যান করিয়া আপলোড করিতে হইবে এবং এইরূপ আপেলোড স্বত্বেও জেলা প্রশাসক ক্ষেত্র বিশেষে বিভাগীয় কমিশনার বা ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক কোন বিশেষ বা সকল কাগজাদির হার্ড কপি উপস্থাপন বা প্রদর্শনের আদেশ প্রদত্ত হইলে, হার্ড কপি উপস্থাপন বা প্রদর্শন করিতে হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়
স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ কার্যক্রম

৭। স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণের নোটিশ নির্ধারিত ফরমে প্রস্তুত ও জারি । - (১) জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্দেশিত হইয়া ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা ধারা ৪ এর নোটিশ ফরম-৬ এ প্রস্তুত ও স্বাক্ষরপূর্বক অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত ভূমিতে বা নিকটবর্তী সুবিধাজনক স্থানে লটকাইয়া বা সাঁটিয়া বা সুযোগ বিদ্যমান থাকিলে স্থানীয় কেবল টিভির মাধ্যমে বা ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট জনগণের উদ্দেশে নোটিশ জারির ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(২) উপবিধি (১) এ উল্লিখিত ডিজিটাল পদ্ধতিতে বা স্থানীয় কেবল টিভির মাধ্যমে জারি করা হইলে জারিকৃত নোটিশের মুদ্রিত কপি বা অন্য কোনভাবে সংগৃহীত প্রমাণক এবং ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যতিত অন্য যে কোন পদ্ধতিতে নোটিশ জারি করা হইলে উহার জারি প্রতিবেদন যে সকল সাক্ষীদের সম্মুখে জারি করা হইয়াছে তাহাদের স্বাক্ষরসহ নোটিশের কপি নথিতে এবং তথ্য হার্ড কপি রেজিস্টারে বা ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা সংরক্ষণ করিবেন।

৮। **অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তবাধীন ভুমির তথ্য বিবরণী প্রস্তুত।**– (১) ধারা ৪ অনুসারে নোটিশ জারির আদেশ প্রদানের পূর্বে জেলা প্রশাসক অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত স্থাবর সম্পত্তি এক্তিয়ার সম্পন্ন উপজেলা নির্বাহি অফিসারকে অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত ভূমি সরেজমিন পরিদর্শন করিয়া ভূমির প্রকৃত অবস্থা ও প্রকৃতি যথা, আবাসিক ভবন, কৃষি, জলাশয়, পাহাড় বা টিলা,বন, ধর্মীয় প্রার্থনালয়, গোরস্থান বা শ্মশান, সরকারি খাস বা অর্পিত বা পরিত্যাক্ত সম্পত্তি ও পূর্বে অধিগ্রহণকৃত এবং উহার উপরিস্থিত অবকাঠামো, ফসল ও বৃক্ষরাজি এবং জেলা প্রশাসক কর্তৃক অন্য যে কোন বিশেষ বিষয়ের উপর তথ্যসহ সকল কিছুর উপর একটি লিখিত বিবরণীসহ গৃহীত ভিডিও ও স্থিরচিত্র অথবা অন্য কোনো প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ধারণকৃত প্রমাণক অনধিক ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে দাখিলের জন্য আদেশ প্রদান করিবেন।

(২) উপবিধি (১) অনুসারে পরিদর্শন ও বিবরণী প্রস্তুত করিতে উপজেলা কৃষি অফিসার, উপজেলা প্রকৌশলী, বন অধিদপ্তরের উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা, প্রত্যাশী সংস্থার প্রতিনিধি এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর সহযোগিতা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৩) সরেজমিন পরিদর্শন করিয়া উপজেলা নির্বাহি অফিসার বিবরণীতে আবাসিক ভবন, কৃষি, জলাশয়, পাহাড় বা টিলা, বন, ধর্মীয় প্রার্থনালয়, গোরস্থান বা শ্মশান, সরকারি খাস বা অর্পিত ও পরিত্যাক্ত সম্পত্তি এবং উহার উপরিস্থিত অবকাঠামো, দন্ডায়মান ফসল ও বৃক্ষরাজি নাম উল্লেখ করিবে তবে, ভূমির পরিমান ও কোন প্রকার মূল্য উল্লেখ ব্যতিত সম্ভাব্যক্ষেত্রে সংখ্যাগত পরিমান উল্লেখ করিতে পারিবেন।

(৪) উপজেলা নির্বাহি অফিসার স্বাক্ষরসহ লিখিত বিবরণী জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরণ করিবেন এবং উহাতে বিবেচ্য সম্পত্তি অধিগ্রহণ না করার পক্ষে কোন মতামত থাকিলে উপযুক্ত কারণ উল্লেখ করিয়া মতামত প্রদান করিতে পারিবেন।

৯। যৌথ তালিকা প্রস্তুত ইত্যাদি।- (১) অধিগ্রহণের জন্য জারিকৃত ধারা ৪ এর নোটিশ জারিকৃত হইলে অনধিক ৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে নিচে বর্ণিত কমিটিকে এই বিধির উপবিধি (৪) এ বর্ণিত ফরমে যৌথ তালিকা প্রস্তুতসহ দাখিল করিবার আদেশ প্রদান করিবেন-

(ক) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) বা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (ভূমি অধিগ্রহণ) – আহবায়ক;

(খ) সংশ্লিষ্ট উপজেলা বা উপজেলা সমূহের উপজেলা নির্বাহি অফিসার;

(গ) সংশ্লিষ্ট উপজেলা বা উপজেলা সমূহের সহকারি কমিশনার (ভূমি) গণ;

(ঘ) প্রত্যাশী সংস্থার একজন প্রতিনিধি;

(ঙ) ক্ষেত্রমতে জেলা প্রশাসক মনোনীত প্রস্তাবিত ভূমিতে স্বার্থ আছে এমন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রধান বা উভয়ই অনধিক দুইজন; এবং

(চ) জেলার ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা সাচিবিক দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) উপবিধি (১) এ উল্লিখিত কমিটি যৌথ তালিকা প্রস্তুতকালে বিধি ৭ এর অধীনে প্রস্তুতকৃত ভূমির বিবরণী বিবেচনায় লইয়া ও সরেজমিন প্রস্তাবিত এলাকা পরিদর্শন করিয়া তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিবে।

(৩) কমিটি প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট উপজেলা বা উপজেলাসমূহের সকল সহকারি কমিশনার (ভূমি)-গণকে প্রস্তাবিত ভূমির রেকর্ডপত্র উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করিতে পারিবে।

(৪) কমিটি নিম্নবর্ণিত তথ্য সমন্বয়ে ফরম-৭ এ যৌথ তালিকা প্রস্তুত করিবেন।

(ক) প্রস্তাবিত ভূমির বিদ্যমান প্রকৃতি যথা, সমতল, পাহাড়ি বা উঁচুনিচু, কৃষি, আবাসিক, সারা বৎসর ন্যূনতম তিনমাস পানির নীচে থাকে ইত্যাদি;

(খ) ভূমির রেকর্ডগত শ্রেনী এবং বাস্তবে ব্যবহারগত শ্রেনী;

(গ) সরকারি খাস বা সরকারি স্বার্থসংশ্লিষ্টতা আছে এমন ভূমি;

(ঘ) অবকাঠামো (আবাসিক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান,ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, গোরস্থান বা শ্মশান) ও উহার অপসারণ, ক্ষেত্রমতে পূনর্বাসনযোগ্যতা এবং ভবনাদি থাকিলে উহার নির্মানকাল;

(ঙ) ফসলি ভূমি হইলে তিন ফসলি ভূমির পরিমান;

(চ) আবাসিকের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্থদের পুনর্বাসনের প্রয়োজন হইলে উক্ত জেলায় পুনর্বাসনের জন্য উপযুক্ত খাস ভূমি বা আবাসনের উপযোগী ভূমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে প্রাপ্তির সুযোগ আছে কিনা;

(ছ) বন বা বাগান হইলে স্থিত বৃক্ষাদির বয়স ও উহাদের আর্থিক উৎপাদনশীলতার পর্যায় হইয়াছে কিনা;

(জ) জলাশয় থাকিলে উহার প্রকৃতি যথা- বদ্ধ বা উন্মুক্ত জলাশয়, মৎস্য চাষের অধীনে হইলে উহার প্রকৃতি বানিজ্যিকভাবে , না পারিবারিক প্রয়োজনের ব্যবহারের অধীন; এবং

(ঝ) প্রতিষ্ঠিত যে কোন প্রকারের শিল্প এলাকা কিনা।

(৫) কমিটি কোন মূল্য বা ক্ষতিপূরণের পরিমান উল্লেখ করিবে না।

(৬) জনস্বার্থ বিরোধী উদ্দেশ্যে কোনো ঘরবাড়ি বা অবকাঠামো নির্মাণ করা হইয়াছে বা হইতেছে কিনা যৌথ তালিকায় উল্লেখ থাকিতে হইবে।

(৭) আইনের বিধানে অন্য কোন বিষয় উল্লিখিত থাকিলে বা জেলা প্রশাসক কোন বিষয় বিবেচনার নির্দেশ প্রদান করিলে উহা যাঁচাই করিয়া অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(৮) প্রস্তুতকৃত যৌথ তালিকায় কমিটির সকল সদস্য স্বাক্ষর করিবেন এবং উহা জেলা প্রশাসকের নিকট দাখিল করিবেন ।

(৯) যৌথ তালিকা উপস্থাপনকালে ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা যে সকল দাগের রেকর্ডে উদ্ধৃত ভূমি শ্রেনি বাস্তবে ভিন্ন শ্রেনিতে রূপান্তর করা হইয়াছে বা রূপান্তরিত হইয়াছে সেই সকল দাগের বা দাগ বিশেষের রেকর্ডীয় ভূমির শ্রেনী পরিবর্তনের জন্য জেলা প্রশাসক আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং এইরূপ আদেশের কপি রেকর্ডীয় শ্রেণী পরিবর্তনের জন্য সহকারি কমিশনার (ভূমি) বরাবর প্রেরণ করিবেন এবং পরবর্তীতে ক্ষতিপূরনের প্রদানের জন্য প্রস্তুতকৃত রোয়েদাদে পরিবর্তীত রেকর্ড উল্লিখিত হইবে।

(১০) ভূমির শ্রেণী পরিবর্তন অবৈধভাবে লাভবান হইবার নিমিত্ত বা জনস্বার্থ বিরোধী উদ্দেশ্যে করা হইয়া থাকিলে বা অধিগ্রহণ কাজকে দীর্ঘায়িত বা বাধাগ্রস্থ করিবার জন্য করা হইয়াছে বলিয়া জেলা প্রশাসকের নিকট প্রতীয়মান হইলে বা ধারা (৪) এর উপধারা (৭) মোতাবেক তিনি উপবিধি (২) এর অধীনে রেকর্ডীয় শ্রেণী পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন না এবং জরিপ রেকর্ডীয় শ্রেনি বজায় থাকিবে।

(১১) যৌথ তালিকা জেলা প্রশাসকের নিকট দাখিল হইবার পরে তিনি লিখিতভাবে বা অন্য কোনভাবে অধিগ্রহণাধীন ভূমিতে জনস্বার্থ বিরোধী কোন অবকাঠামো নির্মান করিয়াছে বা করিতেছে এইরূপ তথ্য প্রাপ্ত হইলে নিজে অধিগ্রহণাধীন ভূমি বা এলাকা পরিদর্শন করিয়া বা নিজ উদ্যোগে যৌথ কমিটির সদস্য নহে এইরূপ কর্মকর্তার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করিয়া উহার অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে যৌথ তালিকায় উল্লেখ করিতে পারিবেন।

(১২) উপবিধি (৯) মোতাবেক কোন তথ্য যৌথ তালিকায় জনস্বার্থ বিরোধী অবকাঠামোর অস্তিত্ব উল্লেখ করিতে হইলে জেলা প্রশাসক যেভাবে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন উহা আদেশে উল্লেখ করিবেন এবং প্রমাণক নথিস্থ রাখিবেন।

(১৩) জেলা প্রশাসক তাহার নিকট দাখিলকৃত যৌথ তালিকা উপবিধি (৯), উপবিধি (১০) ও উপবিধি (১১) বিবেচনা করিয়া অনুমোদন করিবেন বা উপযুক্ত কারন উল্লেখ করিয়া উক্ত তালিকা কোন তথ্য সন্নিবেশ বা অবলোপন বা সংশোধন করিয়া অনুমোদন করিয়া স্বাক্ষর করিবেন।

(১৪) প্রস্তুতকৃত ও জেলা প্রশাসকের অনুমোদিত যৌথ তালিকা ধারা ৪ এর উপধারা (৬) এর অধীনে স্থানীয় উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসে প্রদর্শনের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় নির্দেশনাসহ প্রেরণ করিবেন।

(১৫) জেলা প্রশাসক এই বিধির সকল বিধান প্রয়োগযোগ্য ডিজিটাল পদ্ধতি গ্রহণক্রমে ব্যবস্থাপনা করিতে পারিবেন এবং সকল তথ্যের সফটওয়ার বহির্ভূত নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করিতে ব্যবস্থা লইবেন।

১০। যৌথ তালিকার উপর আপিল দায়ের ও নিস্পত্তি।– (১) যৌথ তালিকায় কোন ভূমির শ্রেনি পরিবর্তন করা এবং না করা বিষয়ে আপত্তি থাকিলে উক্ত ভূমির মালিক বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কারণ উল্লেখ করিয়া উপযুক্ত প্রমানাদি সংযুক্তিসহ হার্ড কপিতে বা ডিজিটাল পদ্ধতিতে এক্তিয়ার সম্পন্ন বিভাগীয় কমিশনারের নিকট আইনে বর্ণিত সময়ের মধ্যে দাখিল করিবেন।

(২) আইনে বর্ণিত সময়ের মধ্যে আপিল আবেদন দায়ের না হইলে কমিশনার উহা নথিজাত করিবেন তবে বর্ণিত সময়ের মধ্যে আপিল আবেদন দাখিল হইলে তিনি শুনানির জন্য সরাসরি হার্ড কপিতে এবং আপিলের আবেদনকারী ও জেলা প্রশাসকের পক্ষে উপযুক্ত কর্মকর্তাকে যোগাযোগের তথ্য থাকা সাপেক্ষে ডিজিটাল পদ্ধতিতে জারি করিবার ব্যবস্থা লাইবেন।

(৩) কমিশনার এইরূপ শুনানির জন্য তাহার দায়িত্ব অধীনস্ত অতিরিক্ত কমিশনার (রাজস্ব)কে অর্পন করিতে পারিবেন এবং উক্ত শুনানির উপর ভিত্তি করিয়া সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে পারিবেন।

(৪) কমিশনারের সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হইলে প্রযোজ্যতা সাপেক্ষে বা আইনে বর্ণিত সময়ের মধ্যে আপিল দায়েরকৃত না হইলে জেলা প্রশাসক যৌথ তালিকায় অবৈধ বা জনস্বার্থ বিরোধী স্থাপনা নির্মানের মাধ্যমে শ্রেনি পরিবর্তনের কারণ হিসাবে চিহ্নিত বা উল্লিখিত উহা অপসারণের জন্য সংশ্লিষ্ট মালিক বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে হার্ড কপিতে বা ডিজিটাল পদ্ধতিতে সময় উল্লেখপূর্বক নোটিশ জারি করিবেন এবং উক্ত সময়ের মধ্যে অপসারণ না করা হইলে বিদ্যমান আইনের আলোকে অপসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন।

(৫) উপবিধি (৪) এর অধীনে নোটিশে উল্লিখিত সময় অতিক্রান্ত হইলে স্থাপনা অপসারণ হোক বা না হোক তিনি অধিগ্রহণের জন্য পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

১১। **জমির শ্রেণি পরিবর্তন, বৃক্ষরোপন, ঘরবাড়ি বা অবকাঠামো নির্মাণ বা অন্য কোনোভাবে সংশ্লিষ্ট ভূমির কোনরূপ পরিবর্তন করার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ।– (১)** অধিগ্রহণ প্রস্তাবিত এলাকায় উপ-ধারা (৩) এর (ক) দফা অনুসারে কার্যক্রম শুরুর পূর্বে জেলা প্রশাসক নিজস্ব ওয়েব সাইটে, স্থানীয় একটি পত্রিকায় বা স্থানীয় কেবল নেটওয়ার্কে,জেলার সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, উপজেলা নির্বাহি অফিসার ও সহকারি কমিশনার (ভূমি) এর নোটিশ বোর্ডে ঝুলাইয়া এবং অন্য যে ভাবে সহজে প্রচার করা যায় সেইভাবে ভূমির শ্রেণি পরিবর্তন, বৃক্ষরোপন, ঘরবাড়ি বা অবকাঠামো নির্মাণ বা অন্য কোনোভাবে সংশ্লিষ্ট ভূমির কোনরূপ পরিবর্তন করার বিষয়ে ফরম-৮ এর মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিয়া গণবিজ্ঞপ্তি প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।
(২) গণবিজ্ঞপ্তি জারি বা কেবল নেটওয়ার্কে প্রচার বা অন্য কোনভাবে প্রচার বাবদ ব্যয় আনুষংগিক বাবদ প্রাপ্ত অর্থ হইতে ব্যয় নির্বাহ করিবেন।

১২। **ধর্মীয় উপাসনালয়,কবরস্থান ও শ্মশান অধিগ্রহণ। -** প্রস্তাবিত ভূমিতে ধর্মীয় উপাসনালয়, কবরস্থান এবং শ্মশ্বান হিসাবে ব্যবহৃত কোনো ভূমি থাকিলে জেলা প্রশাসক প্রকল্প বাস্তবায়নে আইনের ধারা ৪ এর উপধারা (১৩) এর শর্তানুসারে জনপ্রয়োজনে বা জনস্বার্থে একান্ত অপরিহার্য হইলে তিনি স্থানীয় সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ, ইসলামি ফাউন্ডেশন বা হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্ট এর উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বা মেয়র

ও উপজেলা চেয়ারম্যান এবং স্থানীয় সংসদ সদস্য এর সাথে আলোচনা করিবেন এবং বিকল্প স্থান ও স্থানান্তরসহ নির্মানের ব্যয় নির্বাহে প্রত্যাশী সংস্থা সম্মত হইলে, এইরূপ গৃহীত কার্যক্রম এবং সম্মতির বিষয় লিখিত হইতে হইবে, উক্তরূপ ভূমি অধিগ্রহণ করা যাইবে।

১৩। অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে জেলা প্রশাসকের নিকট আপত্তি দাখিল।– (১) আইনের ৪ ধারায় জারিকৃত নোটিশের বিরুদ্ধে উহা জারি হইবার পর আইনের বর্ণিত সময়ের মধ্যে অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে কারণ ও প্রয়োজনে পক্ষে প্রমাণক সহ আপত্তি লিখিত আকারে জেলা প্রশাসক বরাবরে হার্ড কপিতে বা নির্দেশিত ডিজিটাল পদ্ধতিতে দাখিল করিতে হইবে।

(২) আপত্তি দাখিলকারী সরাসরি উপস্থিত হইয়া বা ডিজিট্যাল এ্যাপের মাধ্যমে শুনানীতে আগ্রহী কিনা তাহা আবেদনে উল্লেখ করিতে পারিবেন।

(৩) আবেদনে উল্লিখিত ঠিকানায় বা তাহার মোবাইলে তথ্য আকারে বা ই-মেইলে শুনানির নোটিশ জারি করিতে হইবে।

(৪) জেলা প্রশাসক সরাসরি বা আপত্তি দাখিলকারীর ইচ্ছা অনুযায়ী মোবাইল বা ডিজিটাল এ্যাপে শুনানী গ্রহণ ও গৃহীত শুনানী পৃথক কাগজে লিপিবদ্ধ করিবেন এবং কোন কাগজাদি দখিল করিলে উহা গ্রহণ এবং নথিস্ত করিবেন।

(৫) জেলা প্রশাসক শুনানি এবং গৃহীত কাগজাদির আলোকে তাহার স্পষ্ট মতামতসহ প্রতিবেদন প্রস্তুত করিয়া অধিগ্রহণ কেস নথির আদেশনামায় উল্লেখ করিবেন এবং এইরূপ প্রতিবেদনসহসহ নথি কমিশনারের নিকট, ক্ষেত্রমতে ভূমি মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করিবেন ।

(৬) অধিগ্রহণের চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য জেলা প্রশাসক ভূমি মন্ত্রণালয় বা কমিশনার বরাবর নথি প্রেরণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত কাগজাদির সংযুক্তি নিশ্চিত করিবেন।যথা:

(ক) অধিগ্রহণ কেসের সর্বশেষ আদেশসহ আদেশপত্র;

(খ) আপত্তি এবং উহার উপর শুনানীসহ প্রতিবেদন;

(গ) ক্ষেত্র বিশেষে, যদি বহাল থাকে, জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির কার্যবিবরণী;

(ঘ) বিধি ৩ এর উপবিধি (৩) এ বর্ণিত দাখিলকৃত সকল কাগজাদি।

(২) উপবিধি (১) মোতাবেক সিদ্ধান্তসহ ভূমি মন্ত্রণালয়, ক্ষেত্রমতে কমিশনার সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট আইনে বর্ণিত সময়ের মধ্যে নথি প্রেরণ করিবেন।

(৩) আপত্তি দায়েরকৃত না হইলে সরাসরি বা এই বিধির উপবিধি (২) অনুসারে নথি প্রাপ্ত হইলে জেলা প্রশাসক অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করিয়া আদেশ প্রদান করিবেন।

১৪। দখল গ্রহণের অভিপ্রায় সংবলিত নোটিশ জারি।–(১) অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত ভূমি অধিগ্রহণের জন্য ধারা ৫ বা ধারা ৬ এর অধীন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে উহার ভিত্তিতে স্থাবর সম্পত্তি তালিকা চূড়ান্ত করিবেন এবং

উক্ত সম্পত্তি জেলা প্রশাসক দখল গ্রহণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া ফরম-৯ এ সাধারণ নোটিশ প্রস্তুতক্রমে সংশ্লিষ্ট স্থাবর সম্পত্তির উপর বা উহার নিকটবর্তী সুবিধাজনক ও দৃষ্টিগ্রাহ্য স্থানে জারি করিবার আদেশ প্রদান করিবেন এবং উহার কপি উপজেলা নির্বাহি অফিসার, সহকারি কমিশনার (ভূমি) ও সাব-রেজিস্ট্রারকে প্রদান করিবেন।

(২) সহকারি কমিশনাব (ভূমি) নোটিশ প্রাপ্ত হইলে নোটিশ জারিকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং জেলা প্রশাসক বরাবর পরিপালন প্রতিবেদন প্রদান করিবেন।

(৩) জারিকারক নোটিশ জারির প্রতিবেদন বর্ণনা করিয়া উপস্থিত ব্যক্তিদের স্বাক্ষর গ্রহণ করিবেন ও সহকারি কমিশনার (ভূমি) উহা ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা বরাবর প্রেরণ করিবেন।

(৪) এই বিধির অধীনে নোটিশ জারি ডিজিটাল পদ্ধতিতে করা যাইবে এবং জারিকৃত নোটিশের কপি প্রিন্ট করিয়া নথিতে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৫) এই বিধির একই নোটিশ অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবকৃত স্থাবর সম্পত্তির দখলকার, যদি থাকে, এবং জ্ঞাত বা বিশ্বাসযোগ্য সকল স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপর সরাসরি তাহার নিকট বা তাহার অনুপস্থিতিতে পরিবারের প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি বা তাহার বসবাসের গৃহে সাঁিটয়া জারি করা যাইবে এবং উপবিধি (৩) বর্ণিত প্রতিবেদনে উহা েজারির বিষয়ে প্রয়োজনে উল্লেখ করিতে হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়
ক্ষতিপূরণ নির্ণয় ও রোয়েদাদ প্রস্তুত

১৫। রোয়েদাদ প্রস্তুত ।- (১) ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এলএ) ক্ষেত্র বিশেষে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এর তত্বাবধানে জেলা প্রশাসক অনুমোদিত যৌথ তালিকা, জেলা প্রশাসক কর্তৃক ধারা ৬ এর অধীনে, বিধি ১৩ এর উপবিধি (২) এ প্রদত্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এবং অধিগ্রহণের জন্য চূড়ান্ত বিবেচিত ভূমির তফসিল বিবেচনা করিয়া ভূমি সংশ্লিষ্ট মালিক ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং ধারা ৯ এর বিষয়াবলী বিবেচনা করিয়া ফরম-১০ তে ক্ষতিপূরণের রোয়েদাদ প্রস্তুত করিবেন।

(২) উপবিধি (১) অনুসারে প্রস্তুতকৃত রোয়েদাদ উপস্থাপিত হইলে জেলা প্রশাসক স্বাক্ষর করিয়া চূড়ান্ত করিবেন।

(৩) অমোচনীয় কালিতে ছাপানো আকারে অনধিক তিন কপি রোয়েদাদ বহি প্রকাশ করিবেন তবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে হইলে উহা জেলা প্রশাসক ব্যতিত সংশোধনযোগ্য নহে কেবল পাঠযোগ্য আকারে জেলা প্রশাসক নির্দেশিত ওয়েবপেজে প্রকাশ করিবেন এবং ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রকাশিতোয়েদাদ বিষয়ে জনগণকে অবহিত করিতে যেভাবে উপযুক্ত একটি নোটিশ বহুল প্রচারের নিমিত্ত জারি করিবেন।

(৪) জেলা প্রশাসক রোয়েদাদ হইতে প্রস্তুতকৃত ফরম-১১ এ অধিগৃহীত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের প্রাক্কলন অনুমোদন করিবেন এবং উহার এক কপি সংশ্লিষ্ট নথিতে ও এক কপি প্রত্যাশী সংস্থাকে প্রেরণ করিবেন।

(৫) রোয়েদাদ হার্ড কপিতে হইলে উহার দুই কপি সহকারি কমিশনার (ভূমি) বরাবর প্রেরণ করিতে হইবে এবং সহকারি কমিশনার (ভূমি) প্রাপ্ত দুই কপির একটি নিজ অফিসের নোটিশ বোর্ডে ও অন্যটি প্রকল্পের সুবিধাজনক স্থানে প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া পরিপালন প্রতিবেদন জেলা প্রশাসক বরাবরে প্রেরণ করিবেন।

১৬। অধিগ্রহণকৃত ভূমির বাজার মূল্য নির্ধারণ।-(১) ধারা ৫ বা ৬ এর অধীন অধিগ্রহণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর ভূমির বাজার মূল্য নির্ধারণের জন্য ধারা ৪(১)(ক) এর অধীন নোটিশ জারির পূর্ববর্তী ১২ (বার) মাসের একই এলাকার বা সমশ্রেণির এবং সমান সুবিধাযুক্ত সংশ্লিষ্ট পারিপার্শ্বিক যে কোন মৌজার ভূমির ক্রয়-বিক্রয়ের দলিল বিষয়ক নিচের ছক মোতাবেক প্রতিবেদন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রেরণের জন্য সাব-রেজিস্ট্রারকে লিখিতভাবে অনুরোধ করিবেন এবং সাব-রেজিস্ট্রার প্রয়োজনে চাহিত ছকে মতামতসহ প্রতিবেদন প্রদান করিবেন ।

<table>
<tr><td colspan="5">জেলা- থানা-
যে মৌজার ভূমি ক্রয়-বিক্রয় মূল্য উল্লিখিত হইল উহার নামসহ জেএল নম্বর:
--/--/---- হইতে --/--/---- খ্রি. তারিখের মধ্যে সম্পাদিত দলিলসমুহ</td></tr>
<tr><td>দলিল সম্পাদনের তারিখ</td><td>দলিল নম্বর</td><td>ভূমির শ্রেণি</td><td>যে পরিমান ভূমি (একর) ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে</td><td>যে মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় (টাকা) হইয়াছে।</td></tr>
</table>

(২) জেলা প্রশাসক তাহার অধীনস্ত কর্মকর্তা দ্বারা সাবরেজিস্ট্রার প্রেরীত প্রতিবেদন যাঁচাই প্রতিবেদন প্রদানের জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং উপবিধি (৩) অনুসারে উক্ত প্রতিবেদন অনুসারে গড়মূল্য নির্ণয় করিবেন।

(৩) প্রতিবেদনে একাধিক দলিল থাকিলে জেলা প্রশাসক সকল দলিলের মূল্য বিবেচনায় লইয়া ভূমির একর প্রতি গড় মূল্য নির্ধারণ করিয়া বাজারমূল্য নির্ধারণ করিবেন তবে শর্ত এই যে, প্রতিবেদনে উল্লিখিত সময়ের কোন দলিলে ভূমির মূল্য উক্ত সময়ের একই মৌজার সরকার নির্ধারিত মূল্যের ১.২৫ (এক দশমিক দুই পাঁচ) গুণের এর বেশি মূল্যে সম্পাদিত দলিলকে অস্বাভাবিক ও উচ্চ মূল্যের দলিল হিসাবে বিবেচনা করিতে হইবে এবং এইরূপ দলিলের তথ্য গড়মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা যাইবে না।

(৪) একই এলাকার বা সমশ্রেণির এবং সমান সুবিধাযুক্ত সংশ্লিষ্ট পারিপার্শ্বিক যে কোন মৌজার ভূমির ক্রয়-বিক্রয়ের দলিল পাওয়া না যাইলে নিবন্ধন অধিদপ্তর কর্তৃক উক্ত মৌজার বিবেচ্য শ্রেণির ভূমির সরকারি ভাবে নির্ধারিত মূল্য গ্রহণ করা যাইবে এবং বাজার মূল্য একই বছরের নির্ধারিত সরকারি মূল্যের ১.২৫ গুণ হইবে।

(৫)উপ-বিধি (১) এর বর্ণিত পদ্ধতিতে ভূমির নির্ণীত মূল্যের উপর সরকারি প্রত্যাশী সংস্থার ক্ষেত্রে ২০০% এবং বেসরকারি ব্যক্তি বা সংস্থার প্রস্তাবের ক্ষেত্রে ৩০০% অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ যোগ করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত মালিকদের প্রদেয় ক্ষতিপূরণ নির্ণয় করিতে হইবে।

১৭।অধিগ্রহনাধীন ভূমির উপর দালান, বৃক্ষ ও দন্ডায়মান শস্য ইত্যাদির মূল্য নির্ধারণ।- (১) ধারা ৫ বা ৬ এর অধীন অধিগ্রহণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর অধিগ্রহণাধীন ভূমির উপর ঘরবাড়িসহ অবকাঠামো, বৃক্ষ বা উহার নার্সারি ও দন্ডায়মান শস্য বা বীজতলার চারা মূল্য নির্ধারণের জন্য যথাক্রমে সংশ্লিষ্ট জেলার গণপূর্ত অধিদপ্তরের নির্বাহি প্রকৌশলী, বন অধিদপ্তরের সহকারি বনসংরক্ষক, সংশ্লিষ্ট উপজেলার উপজেলা কৃষি অফিসারকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূল্য প্রতিবেদন

প্রেরণের জন্য লিখিতভাবে অনুরোধ করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা মূল্য নির্ণয়ের পদ্ধতিসহ নির্ণীত মূল্য উল্লেখ করিয়া প্রয়োজনে মতামতসহ প্রতিবেদন প্রদান করিবেন ।

(২) যৌথ তদন্তে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে বা কমিশনারের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে অন্তর্ভুক্ত ও অনুমোদিত ঘরবাড়িসহ অবকাঠামো, বৃক্ষ বা উহার নার্সারি ও দন্ডায়মান শস্য বা বীজতলার চারা সংশ্লিষ্ট তালিকা অনুরোধ পত্রের সহিত সংযোজন করিতে হইবে।

(৩) প্রতিবেদনে ঘরবাড়িসহ অবকাঠামোর পরিমান ও মূল্য বর্তমান সময়ে বলবৎ সরকারিভাবে গৃহীত নির্মান মূল্যের এবং কৃষি পন্যের ক্ষেত্রে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর হইতে প্রকাশিত শস্যের বাজার মূল্যের উপর ভিত্তি করিয়া নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৪) বনজ এবং ফলদ উদ্ভিদের মূর‍্য নির্ণয়ে বন অধিদপ্তরের সরকারি মূল্য বিবেচনা করিবে।

(৫) অধিগ্রহণকৃত ভূমিতে কোন খনিজ সম্পদ থাকিলে উহা বিনা মূল্যে সরকারে ন্যাস্ত হইবে, তবে ভূমি মূল্য যে ভাবে নির্ধারণ করিবার উপবিধি (১) তে উল্লিখিত আছে সেই ভাবে নির্ণয় করা যাইবে।

১৮। ক্ষতিপূরণ নির্ণয়।— (১) ক্ষতিপূরণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আইনের ধারা ৯ ও ধারা ১০ বিবেচনায় গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) অধিগ্রহনাধীন ভূমির মধ্যে কোন পুকুর থাকিলে বা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত পশুখামার থাকিলে ৪ ধারা নোটিশ জারির ২৪ ঘন্টার মধ্যে রেকর্ডীয় মালিক বা লিজ গ্রহীতা উক্ত পুকুরের মৎস্য সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন এবং পশু খামারের মালিক তাহার সকল পশু স্থানান্তর করিবেন এবং ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে পুকুর মালিক বা পুকুরের লিজ গহীতা বা পশু খামারের মালিক খামারের মৎস্য বা পশু স্থানান্তরের জন্য ভূমির বাজার মূল্যের অনধিক ৫% ক্ষতিপুরণ পাইবেন।

(৩) ভূমি বিভাজনের ফলে অবকাঠামোগত কোন ঘরের বা বারান্দার ২৫% ভাগের অধিক ক্ষতিগ্রস্থ হইলে ইহা যে ঘরের বা বারান্দার অংশ উক্ত ঘর বা বারান্দার সম্পূর্ণ অংশের ক্ষতি হিসাবে গণ্য হইবে এবং যদি এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় যে, অবকাঠামো হইতে বাহিরে আসিবার পথ না থাকে সেইক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি সম্পূর্ণ অংশ অধিগ্রহণের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন এবং প্রত্যাশী সংস্থার আর্থিক মঞ্জুরি সাপেক্ষে জেলা প্রশাসক সম্পূর্ণ অংশ একই ক্ষতিপূরণের হারে সরাসরি অধিগ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৪) অধিগ্রহণাধীন ভূমিতে অবস্থিত কোন অবকাঠামোতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থাকিলে উহার মালিক কর প্রদানকারী হইলে বিগত বছরের প্রদত্ত করের পরিমানের এক চতুর্থাংশ এবং কর প্রদানকারী না হইলে প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আয়ের এক চতুর্থাংশ বা উক্ত বছরের যে আয়ের জন্য কর প্রদেয় নয় সেই পরিমানের এক চতুর্থাংশর মধ্যে যাহা নিম্ন হইবে উক্ত পরিমান অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৫) ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কোনো মেশিনারিজ সামগ্রী বিদ্যমান থাকিলে উহা ব্যবহারযোগ্য বা ব্যবহারঅযোগ্য যে অবস্থায় থাকুক উহা অপসারণ ও স্থানান্তর বাবদ অনধিক ২০,০০০/ টাকার মধ্যে জেলা প্রশাসকের নিকট যে পরিমান উপযুক্ত প্রতীয়মান হইবে উহা গণ্য করিবেন।

(৬) অধিগ্রহণাধীন ভূমিতে কোন ব্যক্তি ভূমি মালিকের সম্মতিতে লিজ বা ভাড়া মূলে ব্যবহারকারী হইলে ও যৌথ তালিকা প্রস্তুতকালীন উক্ত ভূমিতে দন্ডায়মান শস্য বা বৃক্ষের জন্য নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ লিজ গ্রহীতা বা ভাড়াটিয়া

চুক্তিনামায় কোন শর্ত উল্লিখিত থাকিলে সেই শর্ত অনুসারে বা কোন চুক্তি না থাকিলে ক্ষতিপূরণের ১০০% লিজ গ্রহীতা বা ভাড়াটিয়া প্রাপ্য হইবেন।

(৭) অধিগ্রহণের কারণে বাস্তচ্যুত পরিবার, যাহারা যৌথ তালিকা প্রস্তুতকালে সনাক্তকৃত ও তালিকাভূক্ত, নিম্নবর্ণিত শর্তে তাহাদিগকে পুনর্বাসনের জন্য নির্দিষ্টকৃত স্থানে ভূমির মালিকানা ও বাস্তুগৃহ হস্তান্তর করা হইবে এবং স্থানান্তর বাবদ অনধিক ১০,০০০/ টাকার মধ্যে যে পরিমান জেলা প্রশাসকের নিকট যৌক্তিক প্রতীয়মান তাহা প্রদেয় হইবে।

(ক) খাস কৃষি ভূমির প্রাপ্যতা সাপেক্ষে খাস কৃষি জমি বন্দোবস্ত ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালার অধীনে খাস কৃষি ভূমি বন্দোবস্ত প্রদান করা যাইবে;

(খ) অধিগ্রহণাধীন ভূমির মালিকানার পক্ষে রেকর্ড বা নামজারিমূলে খতিয়ান ও ভূমি উন্নয়ন কর বা মওকুফ দাখিলা থাকিতে হইবে।

(গ) বাস্তুচ্যুত পরিবার ভূমিহীন হইলে এবং অধিগ্রহণাধীন ভূমিতে ন্যূনতম ২ বছর বসবাসের পক্ষে কোন প্রমাণক থাকিলে

(ঘ) দেশের যে কোন প্রান্তে বসবাস উপযোগী কোন ভূমি না থাকিলে ;

(ঙ) প্রদেয় বাস্তুভূমির পরিমান কোনভাবে ০.০১৩০ শতকের অধিক হইবে না এবং পরিবারে স্বামী ও স্ত্রী থাকিলে উভয়ের নামে অন্যথায় বিধবা বা স্বামী পরিত্যাক্তা মহিলা বা বিপত্নিক পুরুষের নামে বরাদ্দ ও রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হইবে, রেজিস্ট্রেশন বাবদ ব্যয় প্রত্যশী সংস্থা বহন করিবে;

(৮) ক্ষতিপূরনের প্রতিবেদন ফরম-১০ এ প্রস্তুত করা হইবে এবং উহাতে সার্ভেয়ার বা কানুনগো ও অতিরিক্ত ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা যদি পদায়ন থাকেন বা দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকেন, ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) বা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (ভূমি অধিগ্রহণ) প্রস্তুতকারী হিসাবে স্বাক্ষর করিবেন এবং জেলা প্রশাসক আপত্তি না থাকিলে তাহা অনুমোদন বা আপত্তি থাবিলে প্রয়োজনীয় সংশোধনসহ অনুমোদন করিবেন;

(৯)অত্র বিধিতে বর্ণিত হয় নাই এমন বিষয়ের ক্ষতিপূরণ নির্ধারণকল্পে জেলা প্রশাসক সংশ্লিষ্ট সংস্থা/প্রতিষ্ঠান বা কোনো বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির মতামত গ্রহণ এবং উহা বিবেচনা করিয়া ক্ষতিপূরণের তালিকায় অন্তর্ভূক্তির উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন;

(১০)এই বিধির উদ্দেশ্যপূরণকল্পে জেলা প্রশাসক প্রয়োজনে কোনো বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে মতামত গ্রহণ করিতে এবং উহা বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন;

(১১) প্রস্তুতকৃত ক্ষতিপূরণের প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট ভূমি অধিগ্রহণ কেস নথির অংশ হইবে এবং সকল কারণ ও সিদ্ধান্ত লিখিত হইতে হইবে।

১৯। ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ প্রদান।– (১) ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা জেলা প্রশাসকের অনুমোদন সাপেক্ষে রোয়েদাদে মালিকের কলামে উল্লিখিত ব্যক্তিগণের উদ্দেশ্যে ক্ষতিপূরণের অর্থ গ্রহণের আবেদন করিবার জন্য ফরম-১২ এ একটি

সাধারণ নোটিশ জারি করিবেন এবং একই সাথে ক্ষতিগ্রস্থ লোকের সংখ্যা অধিক হইলে ক্ষতিপূরণের অর্থ বিতরণের একটি সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবেন।

(২) হাল রেকর্ডীয় মালিক বা নামজারিমূলে মালিক ব্যতীত অন্য কেউ ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদন করিবেন না।

(৩) আবেদনকারী তাহার আবেদনের সহিত খতিয়ানের কপি, ৪ ধারা নোটিশ জারির পূর্ব পর্যন্ত বছরের ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ বা মওকুফ দাখিলা, আবেদনকারীর এনআইডি বা জন্মনিবন্ধনের কপি, ব্যাংক এ্যাকাউন্টের চেকবহির কভারের ফটোকপি, একাধিক অংশীদারীর পক্ষে আবেদন করা হইলে সহঅংশীদারদের সম্মতির এফিডেবিট ও তবে আবেদনকারী একজন হইলেও প্রত্যেকের পূর্বে উল্লিখিত কাগজাদির কপি সংযোজন করিতে হইবে।

(৪) ভুলক্রমে বা প্রতারণামূলকভাবে ক্ষতিপূরণের চেক গ্রহণ করা হইয়াছে মর্মে জেলা প্রশাসক কোনভাবে অবহিত হইলে তিনি চেক গ্রহণকারী ব্যক্তিকে, চেক জমা হইয়া অর্থ ছাড়কৃত হইলে, উক্ত পরিমান অর্থ ফেরত প্রদানের জন্য বা চেক জমা না হইলে উহা বাতিল ঘোষণা করিয়া উহার বিপরীতে অর্থ ছাড় না করিতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে নোটিশ করিবেন এবং ঐ ব্যক্তি ক্ষতিপূরণের সংশ্লিষ্ট অর্থ ফেরত প্রদানে বাধ্য থাকিবেন।

(৫) স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা বর্গাদার তাহার স্বার্থের পক্ষে উপযুক্ত প্রমান যথা, চুক্তিনামা বা ভাড়া বা লিজের অর্থ পরিশোধের রশিদ, আবেদনকারীর জাতীয় পরিচয়পত্র বা অনলাইনভিত্তিক জন্মনিবন্ধন সনদের কপি, ব্যাংক এ্যাকাউন্টের চেকবহির কভারের ফটোকপি, একাধিক অংশীদারীর পক্ষে আবেদন করা হইলে সহঅংশীদারদের সম্মতির এফিডেবিট, তবে ক্ষতিপূরণ গ্রহণকারী একজন হইলেও তাহাকে পূর্বে উল্লিখিত কাগজাদির কপি সংযোজন করিতে হইবে।

(৬) স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা বর্গাদার নিজে বা তাহার বিপক্ষে মালিক নিজে বা অন্য কোন ব্যক্তি যিনি মনে করেন তিনিও একজন স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি হিসাবে গন্য করিয়া জেলা প্রশাসক বরাবরে আপত্তি দায়ের করিলে জেলা প্রশাসক এইরূপে প্রাপ্ত আবেদনের উপর নিজে শুনানি গ্রহণ করিয়া আদেশ প্রদান করিবেন বা সময় উল্লেখ করিয়া শুনানীসহ প্রতিবেদন প্রদানের জন্য অধীনস্ত যে কোন কর্মকর্তাকে আদেশ করিবেন।

(৭) উপবিধি (৬) অনুসারে অধীনস্ত কর্মকর্তার প্রতিবেদন বিবেচনা করিয়া যেইরূপ উপযুক্ত সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবেন।

(৮) উপবিধি (৬) বা (৭) এর আদেশ অনুসারে রোয়েদাদ সংশোধনের প্রয়োজন হইলে উহার সংশ্লিষ্ট অংশ সংশোধন করিয়া ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ প্রদান করিবেন।

(৯) ক্ষতিপূরণের অর্থ নিম্নবর্নিত পদ্ধতিতে বিতরণ করিতে হইবে-

(ক) ক্ষতিপূরণ প্রাপ্য আবেদনকারীকে তাহার আবেদন এবং দাখিলীয় কাগজাদি ও রোয়েদাদ বহির সহিত যাঁচাই করিতে হইবে।

(খ) ক্ষতিপূরণের অর্থ উহার প্রাপকে 'কেবল তাহার ব্যাংক হিসাবে জমাযোগ্য' উল্লেখ করিয়া ব্যাংক চেক প্রস্তুত ও প্রদান করিতে হইবে।

(গ) ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা জেলা প্রশাসকের অনুমোদন সাপেক্ষে জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার বরাবরে অধিগ্রহণ চেকের টাকা প্রদানের জন্য নির্দিষ্ট ফরম-৩৪ এ এডভাইস প্রেরণ করিবেন।

(ঘ) জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা এডভাইস অনুসারে চেক প্রস্তুতপূর্বক জেলা প্রশাসককে অবহিত করিবেন।

(ঙ) জেলা প্রশাসক যেভাবে প্রাপকের নিকট চেক বিতরণ স্বচ্ছ এবং প্রাপকের জন্য নিরাপদ ও সহজ হইবে সেভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির নাম ও স্বাক্ষর গ্রহণক্রমে চেক হস্তান্তর করিবেন।

(চ) সরকার ডিজিটাইজড পদ্ধতিতে ক্ষতিপূরণের অর্থ বিতরণ করিতে চাহিলে পরিপত্র জারির মাধ্যমে উহার পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবেন ।

২০। বর্গাদারকে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ।– (১) অধিগ্রহণাধীন ভূমিতে কোন ব্যক্তি ভূমি মালিকের সম্মতিতে বর্গাদার হইলে ও যৌথ তালিকা প্রস্তুতকালীন উক্ত ভূমিতে দন্ডায়মান শস্য থাকিলে উহার বাবদ জেলা প্রশাসক নির্ণীত ক্ষতিপূরণের অর্থ ধারা ১২ মোতাবেক প্রাপ্ত হইবেন।

(২) ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রাপ্তির জন্য বর্গাদার ভূমির মালিকের সহিত কোন চুক্তি থাকিলে উহাসহ, না থাকিলে যে মালিকের অধীনে বর্গাদার তাহার স্বাক্ষরিত একটি ঘোষণাপত্রসহ জেলা প্রশাসক বরাবরে আবেদন করিবেন।

(৩) জেলা প্রশাসক বর্গাদারের দন্ডায়মান শস্যবাবদ ক্ষতিপূরণে প্রদানের ক্ষেত্রে বর্গা চুক্তির শর্ত বিবেচনা করিতে পারিবেন।

২১। ঘর-বাড়ি অথবা ইমারতের আংশিক অধিগ্রহণ।– (১) অধিগ্রহণ করা হইবে এইরূপ ভূমির সীমানায় কোন বাড়ি, কারখানা বা ভবনের অংশ বিশেষ থাকিলে উহার মালিক বা মালিকগণ একত্রে বাড়ি, কারখানা বা ভবনের সম্পূর্ণ অংশ অধিগ্রহণ করিবার জন্য জেলা প্রশাসকের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন এবং আবেদনের প্রেক্ষিতে আবেদনকারীগণকে জেলা প্রশাসক শুনিতে পারেন বা অধিনস্ত কোন কর্মকর্তা দ্বারা আবেদনের সত্যতা বিষয়ে তদন্ত করাইতে পারেন।

(২) আবেদনকারী বা আবেদনকারীগণ তাহাদের স্বাক্ষর ও আবেদন বিষয়ে বা তদন্ত প্রতিবেদনে আবেদনকারীদের স্বাক্ষর ও আবেদন বিষয় সঠিক হইলে তিনি বাড়ি, কারখানা বা ভবনের সম্পূর্ণ অংশ অধিগ্রহণ করিবার আদেশ প্রদান করিবেন।

(৩) ধারা ১৫ এর উপধারা (১) এর শর্তানুসারে মালিক বা মালিকগণ বাড়ি, কারখানা বা ভবনের সম্পূর্ণ অংশ অধিগ্রহণ করিবার আবেদন প্রত্যাহার না করিলে জেলা প্রশাাসক প্রত্যাশী সংস্থাকে সেই মোতোবেক নক্সা বা লে আউট পরিবর্তন করিবার আদেশ প্রদান করিবেন এবং ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ কালে উহা বিবেচনা করিবেন।

(৪) প্রত্যাশী সংস্থাকে জেলা প্রশাসক এইরূপ সিদ্ধান্ত অবহিত করিলে প্রত্যাশী সংস্থা অতিরিক্ত অর্থের মঞ্জুরির ব্যবস্থা গ্রহন করিবেন এবং জেলা প্রশাসক বরাবর দাখিল করিবেন।

(৫) উপবিধি (২) এর সিদ্ধান্ত অনুসারে রোয়েদাদের সংশ্লিষ্ট অংশ সংশোধন করিবেন।

২২। **ক্ষতিপূরণের অর্থ পুনরুদ্ধার।–** অডিট আপত্তি বা অফিস পরিদর্শনে বা অন্য কোন ভাবে জেলা প্রশাসক অধিগ্রহনের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ কোনো ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণবাবদ প্রাপ্য অর্থের অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করা হইলে অথবা প্রকৃত মালিক ব্যতীত অন্য ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণের অর্থ বা চেক হস্তান্তর করা হইয়াছে মর্মে অবহিত হইলে তিনি চেক গ্রহীতা বা যে ব্যাংক হিসাবে জমা করা হইয়াছে সেই হিসাবধারীকে প্রাপ্য অর্থের অতিরিক্ত অর্থ বা

অন্য ব্যক্তির প্রাপ্য অর্থ যিনি উহা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাকে গৃহীত চেকের সমুদয় অর্থ সময় নির্ধারণ করিয়া ফেরত প্রদানের জন্য লিখিত আদেশ প্রদান করিবেন।

২৩। প্রাক্কলিত অর্থ জমাদানে ব্যর্থতায় অধিগ্রহণ কার্যক্রম বাতিল।- (১) ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৪) এ বর্ণিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবস পূর্বে প্রত্যাশী সংস্থাকে প্রাক্কলিত অর্থ জমা প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসক তাগিদপত্র দিবেন এবং উক্ত পত্রে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রাক্কলিত অর্থ জমা প্রদান না করিলে অধিগ্রহণ কেস বাতিল হইবে মর্মে উল্লেখ থাকিতে হইবে।

(২) জেলা প্রশাসক, প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ জমা না দেওয়ায় অধিগ্রহণের যাবতীয় কার্যক্রম বাতিল আদেশ প্রদান করিবেন এবং উহা আদেশ ঘোষণা আকারে ফরম-১৩ আকারে সরকারি গেজেটে প্রকাশনার ব্যবস্থা করিবেন এবং কপি প্রত্যাশী সংস্থা, সংশ্লিষ্ট কমিশনার ও ভূমি মন্ত্রণালয়কে অবহিত করিয়া কপি প্রেরণ করিবেন।

(৩) ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা বাতিলের কারণ উল্লেখসহ জেলা প্রশাসকের আদেশ লাল কালিতে অধিগ্রহণ রেজিস্টারে বা ডিজিটাল রেজিস্টার থাকিলে উহাতে লিখিয়া রাখিবেন।

(৪) জনস্বার্থ বা জনপ্রয়োজনীয়তা নাই এইরূপ প্রতীয়মান হইলে বা বা অন্য যে কোন যৌক্তিক কারণে সম্পত্তির পরিমাণ যাহাই হউক না কেন, কারন উল্লেখপূর্বক অধিগ্রহণ কার্যক্রম বাতিলের সুপারিশসহ পত্র মারফত সরকারকে অনুমোদন প্রদানের অনুরোধ করিবেন।

(৫) সরকার পত্র পাপ্তির অনধিক ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে বাতিলের সুপারিশ অনুমোদন করিয়া বা না করিলে উপযুক্ত নির্দেশনাসহ জেলা প্রশাসককে অবহিত করিবে।

(৬) জেলা প্রশাসক উপবিধি (২) মোতাবেক তাহার সুপারিশের পক্ষে সরকারের অনুমোদন প্রাপ্ত হইলে অধিগ্রহণ সকল কার্যক্রম বাতিলের আদেশ জারি করিবেন ও উহার ঘোষণা ফরম-১৪ আকারে সরকারি গেজেটে প্রকাশনার ব্যবস্থা করিবেন এবং কপি প্রত্যাশী সংস্থা, সংশ্লিষ্ট কমিশনার ও ভূমি মন্ত্রণালয়কে অবহিত করিয়া কপি প্রেরণ করিবেন এবং তাহার সুপারিশের পক্ষে সরকার অনুমোদিত না হইলে সরকারের নির্দেশনা বা আইন ও বিধির আলোকে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৭) কোনো অধিগ্রহণ কেস বা উহার অংশ বাতিল হইলে অধিগ্রহণ কার্যক্রম গ্রহণের কারণে কোনো ব্যক্তির উক্ত ভূমি অধিকারে না থাকায় ক্ষয়ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরন প্রাপ্ত হইবেন এইরূপ ক্ষয়ক্ষতির পরিমান রোয়েদাদে বর্ণিত পরিমানের সমান হইবে তবে যদি যৌথ অভিযানের পরে কিন্তু রোয়েদাদ প্রস্তুতির পূর্বে হয় সেই ক্ষেত্রে রোয়েদাদ প্রস্ততিতে যে পরিমান ক্ষতিপূরণ নির্ণীত হইতো উক্ত পরিমান ক্ষতিপূলণ পাইবেন।

(৮) তবে ৬ ধারা নোটিশ জারির পূর্বে বাতিল করা হইলে কেহ কোন ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত হইবেন না।

(৯) জেলা প্রশাসক অধিগ্রহণ কার্যক্রমের কারণে দাপ্তরিক খরচ বাবদ যৌক্তিকভাবে খরচের পরিমান নির্ধারণ করিবেন এবং উহা কোনভাবেই এক লক্ষ টাকার বেশি হইবে না।

(১০) জেলা প্রশাসক অধিগ্রহণ কার্যক্রম বাতিলের ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে উপবিধি (৪) ও (৬) এর মাধ্যমে নির্নীত মোট অর্থের পরিমান মঞ্জুরি প্রদানের জন্য প্রত্যাশী সংস্থাকে অনুরোধ করিবেন।

পঞ্চম অধ্যায়
অধিগ্রহণকৃত স্থাবর সম্পত্তির দখল গ্রহণ ও হস্তান্তর

২৪।**অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির দখল গ্রহণ ।-** (১) ধারা ১১ এর বিধান সাপেক্ষে অধিগ্রহণকৃত ভূমির দখল গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক ফরম-১৫ তে ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর করিবেন এবং উহা জারিসহ দখল গ্রহণের জন্য অধীনস্ত যে কোন কর্মকর্তাকে আদেশ প্রদান করিবেন এবংি দখল বুঝিয়া রইবার জন্য প্রত্যাশী সংস্থা অভহিত করিবেন।

(২) জেলা প্রশাসক কর্তৃক আদিষ্ট কর্মকর্তা অধিগ্রহণকৃত ভূমিতে বা ভূমির যে কোন অংশে প্রবেশ করিয়া প্রস্তুতকৃত দখলের ঘোষণাপত্র পাঠ করিয়া উহার কপি উক্ত ভূমির যে কোন দর্শনযোগ্য স্থানে সাঁটিয়া দিবেন ও উক্ত কর্মকর্তার এইরূপ গৃহীত কার্যাবলী সরকার পক্ষে দখল গ্রহণ হিসাবে বিবেচিত হইবে এবং উল্লিখিত কর্মকর্তা তাহার গৃহীত দখল গ্রহণের কার্য বাস্তবায়নের উপর একটি লিখিত প্রতিবেদন দাখিল করিবেন যাহা জেলা প্রশাসক নথিস্ত করিবার আদেশ প্রদান করিবেন।

(৩) উপবিধি (২) মোতাবেক দখল গ্রহণকারী কর্মকর্তা উপজেলা নির্বাহি অফিসার বা সহকারি কমিশনার (ভূমি) বা উভয়কে দখল গ্রহণের তারিখ ও সময় অবহিত করিয়া উপজেলা ভূমি অফিসের উপযুক্ত প্রতিনিধিকে উপস্থিত থাকিবার আদেশ প্রদানের জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন।

২৫। অধিগ্রহণকৃত ভূমির দখল হস্তান্তর।—(১) বিধি ২৩ অনুসারে সরকার পক্ষে অধিগ্রহণকৃত ভূমির দখল গ্রহণ সম্পন্ন হইবার অনধিক ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে জেলা প্রশাসকের অনুমোদন সাপেক্ষে ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা দখল হস্তান্তরের দিন ও সময় নির্ধারণ করিয়া প্রত্যাশী সংস্থাকে উক্ত তারিখে ও সময়ে নির্দেশিত স্থানে উপস্থিত থাকিয়া অধিগ্রহণকৃত ভূমির দখল গ্রহণের জন্য লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(২) সরকারি কোন অধিদপ্তর বা কোন সরকারি সংস্থা (স্বায়ত্বশাসিত বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান) বা প্রকল্প প্রত্যাশী সংস্থা হইলে সরকারি কোন অধিদপ্তর প্রধান কর্তৃক বা কোন সরকারি সংস্থা (স্বায়ত্বশাসিত বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান) হইলে উহার প্রধান নির্বাহি, যে নামে বা পদবিতে কর্মরত থাকুন, এর নির্দেশিত বা প্রকল্প হইলে প্রকল্প যে অধিদপ্তর বা কোন সরকারি সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন উহার প্রধানের প্রত্যায়িত কর্মকর্তার (authorised officer) নিকট ফরম-১৬ এর মাধ্যমে দখল হস্তান্তর করিবেন।

(৩) ফরমে উভয় পক্ষের স্বাক্ষরের মাধ্যমে অধিগ্রহণকৃত ভূমি দখল হস্তান্তরিত হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।

(৪) ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা জেলা প্রশাসকের অনুমোদনক্রমে দখল হস্তান্তর হইবার তারিখে ফরম-১৭ এ একটি প্রজ্ঞাপন প্রস্তুত করিয়া উহা গেজেট আকারে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং এইরূপ প্রজ্ঞাপনের কপি ভূমি মন্ত্রণালয় এবং কমিশনার বারবর প্রেরণ করিবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়
বেসরকারি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ

২৬। বেসরকারি ব্যক্তি বা সংস্থার জন্য স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে পূর্বানুমোদন গ্রহণ ।- স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণের মাধ্যমে অর্জনে আগ্রহী বেসরকারি ব্যক্তি বা সংস্থা নিম্নবর্ণিত তথ্যসহ সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় বরাবর পূর্বানুমোদনের জন্য আবেদন করিবেন-

(ক) আবেদনকারীর (ক) প্রকৃতি - (অ) ব্যক্তি   (আ) বেসরকারি সংস্থা (স্থানীয়/যৌথ বিনিয়োগ)।

(খ) ব্যক্তির ক্ষেত্রে তাহার নাম ও জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর/সংস্থার ক্ষেত্রে উহার নাম ও নিগমিত কোম্পানি হইলে উহার নাম ও সনদ নম্বর (রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানি কর্তৃক ইস্যুকৃত)/অংশীদারিত্ব হইলে সকল অংশীদারির নাম ও যোগাযোগের ঠিকানা।

(গ) সকল ক্ষেত্রে মোবাইল নম্বর ও ইমেইল এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ওয়েব এড্রেস আবশ্যিকভাবে প্রদান করিতে হইবে।

(ঘ) সংস্থার পক্ষে আবেদনকারীর নাম ও পদবী:

(ঙ) ভূমি প্রাপ্তির উদ্দেশ্য ও জনস্বার্থের বিবরণী –

(চ) যে ন্যূনতম ভূমি প্রয়োজন (একর)-

(ছ) ভূমি তফসিল- (অ) জেলা (আ) থানা (ই) মৌজা (একাধিক মৌজা হইলে কোন মৌজায় কি পরিমান ভূমি প্রয়োজন) (ঈ) খতিয়ান নম্বর, দাগ নম্বর, উহার শ্রেণি, দাগের বিপরীতে জমির পরিমান ও মোট ভূমির পরিমান।

(জ) ভূমি অধিগ্রহণে যে পরিমান অর্থ প্রয়োজন হইতে পারে উহার পক্ষে অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠানের নিশ্চয়তা পত্র বা যদি নিজ হিসাব হইতে প্রদেয় হয়, তবে ঐ ব্যাংকের একবছরের লেনদেন বিবরণী ।

(ঝ) সনদের কপিসহ টিআইএন নম্বর ও বিআইএন নম্বর ।

(ঞ) আবেদনের শেষে “আমি বা আমরা স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ আইন, ২০১৭ এবং উহার অধীন প্রনীত বিধিমালা এর বিধি-বিধান অবহিত হইয়া এই আবেদন করিতেছি।আমি /আমরা প্রার্থিত এলাকা প্রার্থিত এলাকায় আমার বা আমাদের বা সংস্থার কোন ভূমি নাই/ যে পরিমান ভূমি আছে উহাতে উল্লিখিত উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত স্থাপনাদি নির্মানের সুযোগ নাই। আমাকে/আমাদের প্রার্থিত পূর্বানুমোদন দেওয়া হইলে অধিগ্রহণের সকল পর্যায়ে সকল প্রকার সহযোগিতা করতে বাধ্য থাকিব।” উল্লিখিত থাকিতে হইবে।

(২) আবেদনে সকল বিবরণীর পক্ষে প্রমাণক থাকিতে হইবে।

(৩) আবেদন বিবেচনা করিয়া ও প্রয়োজনে আবেদনকারীর শুনানী গ্রহণ করিয়া জনস্বার্থ ও উপযুক্ত প্রতীয়মান হইলে ভূমি মন্ত্রণালয় নিম্নবর্ণিত শর্তে পূর্বানুমোদন প্রদান করিয়া লিখিতভাবে আবেদনকারীকে এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে অবহিত করিবে।

(অ) পূর্বানুমোদন ভূমি অধিগ্রহণ নিশ্চিত করিবে না।

(আ) অধিগ্রহণ কার্যক্রম নিস্পন্ন শেষে দখল অর্পন না করা পর্যন্ত প্রস্তাবিত স্থানে অনুপ্রবেশ বা কোন প্রকার স্থাপনা নির্মান করা যাইবে না।

(৪) পূর্বানুমোদন প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলে ভূমি মন্ত্রণালয় লিখিতভাবে কারণ উল্লেখ ব্যতিত আবেদনকারীকে অবহিত করিবে।

(৫) সরকার প্রয়োজনে কারণ উল্লেখ করিয়া ধারা ৪ এর অধীনে নোটিশ জারির পূর্বে প্রদত্ত অনুমোদন বাতিল করিতে পারিবে।

(৬) দেশে বলবৎ বা ভবিষ্যতে বলবৎ হইবে এইরূপ যে কোন আইন, বিধি বা সরকারের আদেশ প্রযোজ্য হইবে।

২৭। বেসরকারি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ বাবদ ব্যয়।– (১) জেলা প্রশাসকের অনুমোদনক্রমে ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদির চাহিদা বেসরকারি প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থার বরাবরে প্রেরন করিবেন এবং উক্ত বেসরকারি প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থা চাহিদা মোতাবেক আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি সরবরাহ করিবেন।

(২) অধিগ্রহণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে পরিদর্শন, দখল গ্রহন বা দখল অর্পনকালীন ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তার চাহিদা অনুযায়ি যানবহন বা উচ্ছেদ কাজের জন্য ভারি যানবহন বা ক্রেন বা এক্সক্যাভেটর সরবরাহ করিবে।

২৮। অধিগ্রহণকৃত ভূমি বেসরকারি প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থার নিকট হস্তান্তরের দলিল সম্পাদন। (১)কোন বেসরকারি সংস্থা বা ব্যক্তি জনপ্রয়োজনে বা জনস্বার্থে ভুমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব দাখিলের পূর্বে এখতিয়ার সম্পন্ন জেলা প্রশাসকের নিকট ফরম-১৮ তে, চুক্তিনামা প্রত্যাশী সংস্থা ব্যক্তি হইলে, তিনি নিজে এবং বেসরকারি সংস্থা হইলে, উহার প্রধান স্বাক্ষরক্রমে চুক্তিনামা সম্পাদনের নিমিত্ত দাখিল করিবেন।

(২) জেলা প্রশাসক সম্মত হইলে বা আরও অন্য কোন কাগজাদি দাখিলের আদেশ প্রদান করিলে এবং কাগজাদি দখিল করা হইলে তিনি দাখিলকৃত চুক্তিনামা সম্পাদন করিবেন এবং এইরূপ চুক্তিনামা অধিগ্রহণের প্রস্তাবনার সহিত দাখিল করিতে হইবে।

(৩) জেলা প্রশাসক কোন ব্যক্তি বা বেসরকারি সংস্থার নামে কোন ভূমি অধিগ্রহণক্রমে দখল গ্রহণ করিয়া জেলা প্রশাসক সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি ফরম- ১৯ তে দলিল সম্পাদনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থার অনুকূলে হস্তান্তর করিবেন।

(৪) রেজিস্ট্রেশনের জন্য সমুদয় ব্যয় বেসরকারি প্রত্যাশী সংস্থা বা ব্যক্তি বহন করিবেন।

(৫) আদেশ অনুসারে অর্থ ফেরত প্রদানে ব্যর্থ হইলে জেলা প্রশাসকের অনুমোদনক্রমে ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা সার্টিফিকেট অফিসারের নিকট সার্টিফিকেট মামলা রুজু করিবেন এবং আদায়ের মাধ্যমে নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত সার্টিফিকেট মামলার অগ্রগতি তদারকি করবেন ।

২৯। অধিগ্রহণকৃত স্থাবর সম্পত্তি সমর্পন।– (১) অধিগ্রহনের মাধ্যমে অর্জিত কোন স্থাবর সম্পত্তি কোন সরকারি সংস্থা বা বেসরকারি ব্যক্তি বা সংস্থা যে উদ্দেশে অধিগ্রহণ করা হইয়াছে অনুরূপ উদ্দেশ্য ব্যতিত অন্য কোন উদ্দেশে ব্যবহার অথবা বিক্রয়, লিজ, এওয়াজ বা অন্য কোনোভাবে হস্তান্তর করিতে চাহিলে অধিগ্রহণকৃত ভূমির তফসিল, যে গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে উহা, নামজারি খতিয়ান, অন্য উদ্দেশে ব্যবহারের প্রয়োজনে প্রমানকসহ যৌক্তিককারণ এবং জনস্বার্থ বা জনপ্রয়োজনীয়তার সংশ্লিষ্টতা উল্লেখ করিয়া জেলা প্রশাসক বরাবরে আবেদন দাখিল করিবেন।

(২) জেলা প্রশাসক আবেদনে উল্লিখিত কারন যাঁচাই করিয়া উক্ত আবেদন সরকার বরাবরে স্পষ্ট মতামতসহ প্রেরণ করিবেন এবং সরকার প্রয়োজনে আবেদনকারীর শুনানি গ্রহণ করিয়া অনুমোদনের সিদ্ধান্ত জেলা প্রশাসককে অবহিত করিবে।

(৩) জেলা প্রশাসক সরকারের সিদ্ধান্ত আবেদনকারীকে অবহিত করিবেন।

(৪) জেলা প্রশাসক কোনো প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থা ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (১) বা (২) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে একই ধারার উপধারা (৩) মোতাবেক অধিগ্রহণকৃত ভূমি খাস খতিয়ানভূক্ত করিবেন।

সপ্তম অধ্যায়
ভূমি হুকুম দখল

৩০। ভূমি হুকুম দখল প্রস্তাবনা প্রস্তুত ও দাখিল ইত্যাদি। - (১) কোন প্রত্যাশী সংস্থা ভূমি হুকুম দখল প্রস্তাব প্রস্তুতকালে নিচে বর্ণিত বিষয়াদি বিবেচনা করিবে-

(ক) যে উদ্দেশ্যে ভূমি বা স্থাপনা বা ভূমিসহ স্থাপনা ভূমি হুকুম দখল করা প্রয়োজন, জনপ্রয়োজনে বা জনস্বার্থে উহার আবশ্যকতা, ব্যবহারকাল এবং প্রস্তাবিত সম্পত্তি ব্যবহার পরিকল্পনা;

(খ) যে এলাকার ভূমি বা ভবন বা উভয়ই হুকুম দখল করার প্রস্তাব করা হইবে উক্ত এলাকায় নিজস্ব ভূমি বা স্থাপনা বা ভূমিসহ স্থাপনা থাকিলে উহা ব্যবহারের সূযোগ ও সীমাবদ্ধতা;

(গ) হুকুম দখল করিবার জন্য প্রস্তাব করা হইবে ঐ জেলার এইরূপ একাধিক এলাকা গোপনে সরেজমিন পরিদর্শন করিয়া উহার প্রাপ্যতা, উপযুক্ততা, অবস্থাগত সুবিধা-অসুবিধা ও পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয়তা, বিদ্যমান স্থাপনা ও দন্ডায়মান শস্য বা বৃক্ষাদি এবং আর্থিক সীমাবদ্ধতা;

(ঘ) প্রাথমিকভাবে বিবেচিত ও উহার বিকল্প এলাকার সর্বশেষ রেকর্ডগত ভূমির মালিকানা, পরিমান ও শ্রেণি ইত্যাদি তথ্য ইউনিয়ন ভূমি অফিস বা স্মার্ট ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা সিস্টেম হইতে তথ্য ও রেকর্ডপত্র বা কাগজপত্র সংগ্রহ।

(ঙ) প্রস্তাবিত এলাকার পারিপার্শ্বিক পরিবেশের অনুকুল এবং প্রতিকুল অবস্থা;

(চ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যে উদ্দেশ্যে হুকুমদখল করা হইয়াছে সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা না হইলে জেলা প্রশাসক কর্তৃক হুকুম দখলমুক্ত করা হইলে আপত্তি থাকিবে না মর্মে প্রস্তাব প্রেরণকারী প্রত্যাশী সংস্থার প্রধান কর্তৃক স্বাক্ষরিত অঙ্গীকার পত্র;

(ছ) আইন ও এই বিধির আলোকে হুকুম দখল কার্যক্রম নিস্পত্তিতে প্রয়োজনীয় ভূমি ও ভবনের রেকর্ডপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সংগ্রহে প্রয়োজনীয় সময়;

(জ) আরবিট্রেশন আদালত বা আরবিট্রেশন আপিল ট্রাইব্যুনালের নির্দেশে ক্ষতিপূরণ বাবদ বর্ধিত অর্থ পরিশোধের সক্ষমতা সম্পর্কে এবং বর্ধিত অর্থ আদালতের আদেশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রদান করা হইবে মর্মে প্রস্তাব প্রত্যাশী সংস্থার প্রধান কর্তৃক স্বাক্ষরিত অঙ্গীকারপত্র।

(২) বিধি (১) বর্ণিত উপবিধি (ক) হইতে (ঙ) এর বিষয়াবলি বিবেচনা করিয়া উপবিধি (৩) এ বর্ণিত কাগজপত্রসহ এখতিয়ার সম্পন্ন জেলা প্রশাসকের নিকট ফরম-২০ তে প্রস্তুতকৃত আবেদন প্রত্যাশী সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের প্রধান বা তদকর্তৃক ক্ষমতাসম্পন্ন জেলা বা বিভাগীয় বা আঞ্চলিক অফিসের অফিস প্রধান বা কোন প্রকল্পের পরিচালক বা বেসরকারি সংস্থার প্রধান বা কোন ব্যক্তি স্বাক্ষরপুর্বক দাখিল করিবেন।

(৩) সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা সংশ্লিষ্ট প্রত্যাশী সংস্থা অধিগ্রহণ প্রস্তাবে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রসহ (প্রত্যেকটির ৫ (পাঁচ) কপি করিয়া) সংযুক্ত থাকিতে হইবে। যথা:-

(ক) ভূমি হুকুম দখল প্রস্তাবের জনপ্রয়োজনে বা জনস্বার্থে আবশ্যকতা, প্রস্তাবিত ভূমির প্রাপ্যতা ও উপযোগিতা প্রশ্নে, ক্ষেত্রমতে পরিবহন বা যোগযোগ ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণ কাজে জরুরি প্রয়োজন হইলে উহার পক্ষে যুক্তিসমেত সার সংক্ষেপ;

(খ) ফরম-২ এ অনুরূপ প্রস্তাবিত ভূমির তফসিল, স্থাপনা থাকিলে উহার বিবরণী;

(গ)হুকুম দখলের মেয়াদ ও এই জন্য অর্থের পরিমান উল্লেখসহ আর্থিক মঞ্জুরিপত্র ;

(ঘ) ন্যূনতম ভূমির পরিমান (একরে) বা ভবন হইলে বর্গফুটে মোট আয়তন প্রয়োজনীয়তা সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র।

(ঙ) উন্নয়ন প্রকল্পটি ডিপিপি অনুমোদন সংক্রান্ত পত্র ও ডিপিপি এর ভূমি হুকুম দখল ও বরাদ্দ সংশ্লিষ্ট অংশের কপি।

(চ)ট্রেসিং ক্লথে প্রস্তুতকৃত মৌজা ম্যাপে প্রস্তাবিত ভূমির অবস্থানসহ প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয় লাল কালিতে চিহ্নিতকরণ (ভূমির সীমানার ভিতরে ধর্মীয় উপাসনালয়, কবরস্থান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, শ্মশান, সিমেট্রি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান থাকিলে বা বিদ্যমান কোনো আইনে সংরক্ষণযোগ্য ভূমি থাকিলে তাহা ভিন্ন কালিতে চিহ্নিত করিয়া এবং সাংকেতিক চিহ্ন দ্বারা নক্সায় উল্লেখ করিয়া)।

(ছ) ভূমির ও ভবনের বিস্তারিত ব্যবহার পরিকল্পনা ।

(জ) পুনর্বাসনের আবশ্যকতা থাকিলে পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত স্থাবর সম্পত্তি হুকুম দখলের প্রয়োজন হইলে উক্ত ভূমির হুকুম দখলের প্রস্তাব ও আর্থিক বরাদ্দের নিশ্চয়তাপত্র।

(ঝ) ভূমি হুকুম দখলের প্রস্তাবিত ভূমির দাগভিত্তিক মালিকানার তথ্য।

(ঞ) সরকারি খাস বা অর্পিতসম্পত্তি বা পরিত্যাক্ত সম্পত্তি অন্তর্ভূক্ত থাকিলে ফরম-৩ এর অনুরূপ উহার পৃথক বিবরণী।

(ট) অধিগ্রহণকৃত ভূমি হুকুম দখলের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিবার বাধ্যবাধকতার অঙ্গীকার পত্র।

(ঠ) জেলা প্রশাসক চাহিত অন্য কোন তথ্য বা প্রতিবেদন।

(৪) বেসরকারি প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক দাখিলকৃত হুকুম দখলের প্রস্তাবের সহিত উপ-বিধি (৫) উল্লিখিত প্রযোজ্য কাগজপত্রের অতিরিক্ত নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রাদি প্রত্যেকটির ৫(পাঁচ) কপি সংযুক্ত করিয়া দাখিল করিতে হইবে, যথা:-

(ক)প্রস্তাবিত হুকুম দখলের ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থায়নের উৎস এবং অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠানের নিশ্চয়তা পত্র।

(খ)বিদেশী সংস্থার সহিত জয়েন্ট ভেঞ্চারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সম্মতিপত্র।

(গ)জয়েন্ট স্টক কোম্পানি রেজিস্ট্রার হইতে রেজিস্ট্রেশনের সনদ, বোর্ড অব ডাইরেক্টরের তালিকা এবং মেমোরেন্ডামের সত্যায়িত (জয়েন্ট স্টক রেজিস্টারের স্বাক্ষরিত) কপি।

(ঘ)ননজুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে মেয়াদান্তে হুকুম দখলকৃত স্থাবর সম্পত্তি ত্যাগের অংগিকারপত্র;

(ঙ)ব্যক্তি উদ্যোগে ভূমি ক্রয়ের বা ভাড়া গ্রহণের ব্যর্থতার ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপের বিবরণ সংবলিত এফিডেভিট;

(চ)একই উপজেলায় নিজস্ব ভূমি থাকার ঘোষণাপত্র [নামজারি খতিয়ান, হালনাগাদ ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের রসিদ বা প্রমাণাদি যা সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্তৃক সত্যায়িত];

(ছ)পরিচালনা পর্ষদ বা স্বত্বাধিকারী ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সকল সদস্যের স্বাক্ষরিত রেজুলেশন/ সম্মতিপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); এবং

(জ) জেলা প্রশাসক চাহিত অন্য কোন কাগজাদি তথ্য বা প্রতিবেদন।

(৫) হুকুম দখলের প্রস্তাবের সহিত সংযুক্ত কাগজপত্র প্রত্যাশী সংস্থার অফিস প্রধানের স্বাক্ষরসহ সত্যায়িত হইতে হইবে এবং অস্পষ্ট, কাটাকাটি, ঘষামাজা ও স্বাক্ষরবিহীন কাগজপত্র গ্রহণযোগ্য হইবে না।

(৬) অধিগ্রহণ প্রস্তাবের সহিত সংযুক্ত ভূমির মালিকানা সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রের মূলকপি বা ক্ষেত্রমতে অবিকল নকল (certified copy) দাখিল করিতে হইবে ।

(৭) একটি প্রকল্পের প্রয়োজনীয় সমুদয় ভূমি হুকুম দখলের জন্য একটি প্রস্তাব পেশ করিতে হইবে, তবে একাধিক জেলায় বা একই জেলার একাধিক উপজেলায় বিস্তৃত হইলে প্রত্যেক জেলা বা উপজেলা প্রয়োজনের ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তাব দাখিল করা যাইবে।

(৮) প্রত্যাশী সংস্থা হুকুম দখল কার্যক্রম দ্রুততর সময়ে সম্পন্ন করিবার জন্য এক বা একাধিক কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত কমিটি বা কর্মকর্তার মাধ্যমে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তার সহিত ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে প্রস্তাবনা ও কাগজাদির সঠিকতা বিষয়ে যাঁচাই করিতে পারিবে এবং এইরূপ কমিটি বা অফিসার অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলাকালীন সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিবে এবং এ উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সকল সহায়তা প্রদান করিবে।

(৯) প্রস্তাব দাখিল করিবার পূর্বে হুকুম দখলযোগ্য ভূমির পরিমান বা স্থাপনার আয়তন, শ্রেনী, মালিকানা, ভূমির সমকালীন বাজার দর বিষয়ে প্রত্যাশী সংস্থা ইউনিয়ন ভূমি অফিস বা সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে যোগাযোগ করিলে সংশ্লিষ্ট অফিস সর্বোচ্চ সহায়তা প্রদান করিবে।

(১০) সরকার ফরম-২০ এর অনুরূপ ডিজিটাল ফরম-২০ ও ডিজিটাল পদ্ধতিতে দাখিলের আদেশ জারি করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ ডিজিটাল ফরমে ও পদ্ধতিতে হুকুম দখলের প্রস্তাবনা দাখিল করিতে হইবে।

৩১। জেলা প্রশাসক কর্তৃক হুকুম দখল প্রস্তাব গ্রহণ ও যাঁচাই।- (১) প্রত্যাশীত সংস্থা কর্তৃক জেলা প্রশাসকের নিকট সরাসরি স্থাবর সম্পত্তি হুকুম দখলের প্রস্তাব দাখিল হইবার পর জেলা প্রশাসকের অনুমোদনক্রমে ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা যে জরীপ রেকর্ডের ভিত্তিতে ভূমির খতিয়ান নম্বর, দাগ নম্বর এবং দাগের বিপরীতে ভূমির পরিমান উল্লিখিত আছে, উক্ত রেকর্ডের ভিত্তিতে দাগওয়ারি ভূমির পরিমান, সরকারি স্বার্থযুক্ত বা সরকারি খাস খতিয়ানভূক্ত ভূমি আছে কিনা বা যে স্থাপনা হুকুম দখলের প্রস্তাব করা হইয়াছে উহা প্রয়োজনে সংশ্রিষ্ট সহকারি কমিশনার (ভূমি)র সহযোগিতা গ্রহণক্রমে যাঁচাই করিবেন।

(২) প্রত্যাশীত সংস্থা কর্তৃক জেলা প্রশাসকের নিকট সরাসরি ভূমিসহ ভবন হুকুম দখলের প্রস্তাব দাখিল হইবার পর জেলা প্রশাসকের অনুমোদন সাপেক্ষে ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা নিজ উদ্যোগে উপবিধি (১) বর্ণিত তথ্যের

অতিরিক্ত চাহিত ভবনের প্রার্থীত আয়তন বাস্তব আয়তন ও প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্যতা, নির্মানকাল, চারপাশের লোকালয় ও পরিবেশ , গণপরিবহন চলাচল, কোনভাবে সরকারি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যথা, অর্পিত বা পরিত্যাক্ত বা অন্যভাবে সংশ্লিষ্টতা পর্যালোচনা করিবেন এবং ভবন নির্মান সংক্রান্ত বৈধ কাগজাদি যাঁচাই করিবেন।

(৩) উপবিধি (১) বা উপবিধি (২) অনুসারে রেকর্ড ও সরেজমিন যাঁচাইপূর্বক একটি লিখিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করিয়া উহা স্বাক্ষর করিবেন ও উহাসহ নথি উপস্থাপনকালে ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা আবেদনে সংযুক্ত ও বর্ণিত সকল কাগজপত্র যথাযথভাবে দাখিল করা হইয়াছে মর্মে নথির নোটাংশে উল্লেখ করিবেন।

(৪) প্রস্তাবের সহিত আবশ্যকীয় সকল কাগজপত্র দাখিলকৃত না হইলে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (ভূমি অধিগ্রহণ) ক্ষেত্রবিশেষে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এর অনুমোদনক্রমে ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট প্রত্যাশী সংস্থাকে প্রয়োজনীয় কাগজাদি দাখিলের জন্য সময় উল্লেখপূর্বক লিখিতভাবে অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং চাহিত কাগজাদি উল্লিখিত সময়ে চাহিত কাগজাদি প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক দাখিলকৃত না হইলে বা দাখিল করিতে ব্যর্থতা বিষয়ে উপযুক্ত কারণসহ অবহিত না করিলে বা কারণ উপযুক্ত প্রতীয়মান না হইলে জেলা প্রশাসক প্রাপ্ত প্রস্তাব নথিজাত করিবেন।

৩২। সরকার কর্তৃক প্রস্তাব অনুমোদন ইত্যাদি।- (১) প্রস্তাবের সহিত সকল কাগজাদি সংযুক্ত থাকিলে বা বিধি ৩০ এর উপবিধি (৪) মোতাবেক চাহিত কাগজাদি উল্লিখিত সময়ে প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক দাখিলকৃত হইলে অনধিক ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে প্রকল্পের জনপ্রয়োজন বা জনস্বার্থ বিবেচনা, জেলা প্রশাসক অতি জরুরি প্রয়োজনে সরকারের অনুমোদন গ্রহন করিবার পূর্বে বা অতি জরুরি না হইলে সকল সংযুক্ত কাগজাদিসহ উহা যাঁচাই করিয়া মতামতসহ নথি ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরন করিবেন ।

(২) সরকার জেলা প্রশাসক হইতে প্রাপ্ত হুকুমদখলের প্রস্তাব এবং সংযুক্ত কাগজপত্র বিবেচনা করিয়া অনধিক ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে অনুমোদন, ক্ষেত্রমতে ভূতাপেক্ষভাবে অনুমোদন প্রদান করিবে বা অনুমোদন না মঞ্জুর করিয়া সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে।

(৩) সরকার উপবিধি (২) এ গৃহীত সিদ্ধান্তসহ নথি সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বরাবরে প্রেরণ করিবে।

৩৩। ভূমি হুকুমদখলের নথি সৃজন ইত্যাদি। - (১) ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা প্রতিটি পৃথক হুকুম দখল প্রস্তাবের জন্য জন্য পৃথক নথি সৃজন করিবেন এবং বিভাগ কোড ডট (.),জেলা কোড ডট (.), উপজেলা কোড ডট (.),তিন অংকের নথির ক্রম নম্বরের সাথে ডট (.) অর্থ বছর লিখিবেন যথা, --.--.---.০০১.২০২২-২৩ অধিগ্রহণ কেস নম্বর প্রদান করিবেন।

(২) প্রস্তাবিত হুকুম দখলের জন্য স্থাবর সমাপত্তি ও তথ্য বিবরণী উল্লেখ করিয়া নথি উপস্থাপিত হইলে জেলা প্রশাসক আদেশ জারির পক্ষে বা না জারির পক্ষে কারন উল্লেখ করিয়া নোটাংশে আদেশ প্রদান করিবেন এবং ইহার পর ক্রমে গৃহীত সকল পদক্ষেপ প্রয়োজনে কারণ উল্লেখসহ মতামত বা আদেশ প্রদান করিবেন।

(৩) বিভাগীয় কমিশনার অধিগ্রহণের কোন নথি প্রাপ্ত হইলে পৃথক নোটশিটে প্রয়োজনে কারণ উল্লেখসহ উপযুক্ত আদেশ বা সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন।

(৪) ভূমি মন্ত্রণালয় হুকুম দখলের কোন নথি প্রাপ্ত হইলে পৃথক নোটশিটে প্রয়োজনে কারণ উল্লেখসহ উপযুক্ত আদেশ বা সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে।

(৫) নথি অগ্রায়ন করা হইলে উহাতে সংযুক্ত সকল কাগজাদিসহ অগ্রায়ণ করিতে হইবে।

(৬) ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা ফরম-২১ মোতাবেক প্রস্তুতকৃত হুকুম দখল রেজিস্টারে, হার্ড কপি বা সফট কপিতে ছক ভিত্তিক তথ্য পূরণ করিয়া হালনাগাদসহ উহা সংরক্ষন করিবে।

৩৪। স্থাবর সম্পত্তি হুকুমদখল আদেশ জারি ইত্যাদি।— (১) যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণে হুকুমদখলের পূর্বে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ ব্যতিত বা সরকারের পূর্বনমোদন প্রাপ্ত হইলে জেলা প্রশাসক ফরম-২২ তে প্রত্যাশী সংস্থার আবেদনে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি হুকুম দখল গ্রহণের জন্য আদেশ জারি করিবেন এবং এইরূপ আদেশে দখল গ্রহণের তারিখ এবং হুকুম দখলের মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ উল্লেখ থাকিবে।

(২) নোটিশ ভূমির মালিক বা ভূমিসহ স্থাপনার মালিক বা লিজ বা ভাড়া বা অন্যকোনভাবে ব্যবহারকারী থাকিলে সকলের বরাবরে সরাসরি ব্যক্তিগতভাবে, তাহার পরিবারের কোন প্রাপ্ত বয়স্ক প্রতিনিধির নিকট বা ডাকযোগে বা মোবাইল মেসেজ বা ইমেইলযোগে বা বা ভূমি বা স্থাপনা থাকিলে উহাতে টাঙ্গাইয়া বা সাঁটিয়া বা উল্লিখিত সকল বা সম্ভাব্য একাধিক পদ্ধতিতে আদেশ জারি করিবেন।

(৩) নোটিশ প্রাপ্ত বা অন্যভাবে অবহিত যে কোন স্বার্থ সংশ্লিণ্ট ব্যক্তি ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে আপত্তি থাকিলে লিখিত আকারে জেলা প্রশাসকের বরাবরে আবেদন দায়ের করিতে পারিবেন এবং দায়েরকৃত আপত্তির বিষয়ে আপত্তি প্রদানকারীকে শুনিবেন এবং আদেশ চূড়ান্ত করিবেন বা সংশোধনসহ চূড়ান্ত অনুমোদন বা বাতিল করিবেন, তবে সরকারের অনুমোদনের পরে বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত না হইলে এইরূপ আবেদন বিবেচনায় লইবেন না।

(৪) আদেশ সংশোধনসহ চূড়ান্ত অনুমোদন বা বাতিল করা হইলে প্রত্যাশী সংস্থাকে অবহিত করিতে হইবে এবং প্রস্তাব বাতিল করা হইলে প্রত্যাশী সংস্থা প্রয়োজনে নতুন প্রস্তাব দাখিল করিতে পারিবে।

৩৫। হুকুম দখলকৃত স্থাবর সম্পত্তির দখল গ্রহণ ও অর্পন।— (১) জেলা প্রশাসক কর্তৃক বিধি মোতাবেক আদেশ জারিকৃত হইলে, যদি উহা বাতিল বা সংশোধন করা হয়, আদেশে বা সংশোধিত আদেশে উল্লিখিত ভূমি বা ভূমিসহ ভবন ধারা ২০ এর উপধারা (৩) এর বিধান সাপেক্ষে হুকুমদখলকৃত স্থাবর সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) পরিবহন বা যোগাযোগ ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণ কাজে জরুরি প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আদেশ জারির তারিখে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে আদেশ বা সংশোধিত আদেশ জারির তারিখের পর ৩০(ত্রিশ) কার্যদিবস অতিক্রান্ত হইবার পর জেলা প্রশাসকের অনুমোদন গ্রহণক্রমে ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা সংশ্রিষ্ট হুকুমদখলকৃত স্থাবর সম্পত্তিতে অফিস চলাকালীন প্রবেশ করিবেন, উক্ত স্থাবর সম্পত্তিতে উক্ত সময়ে কেউ অবস্থান করিলে তিনি অবৈধ হিসাবে গণ্য হইবেন এবং এইরূপ ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিকভাবে তাহার মালামালসহ নিজদায়িত্বে এবং ব্যয়ে স্থাবর সম্পত্তি ত্যাগ করিতে মৌখিকভাবে আদেশ করিতে পারিবেন।

(৩) হুকুমদখলকৃত স্থাবর সম্পত্তির দখল গ্রহনকালে তাহার অধীনস্ত সার্ভেয়ার, অতিরিক্ত ভূমি হুকুম দখল কর্মকর্তা,কানুনগো ও সার্ভেয়ার এবং স্থানীয় ভূমি অফিসের সহকারি কমিনার (ভূমি), কানুনগো ও সার্ভেয়ারের সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিবেন

(৪) ভূমি ও স্থাপনায় অবৈধভাবে অবস্থানরত সকলকে দখলচ্যুত করিয়া ফরম-২৩তে প্রত্যাশী সংস্থাকে দখল অর্পন করিবেন এবং দখল অর্পন বিষয়ে জেলা প্রশাসক বরাবরে প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

৩৬। জেলা প্রশাসক কর্তৃক ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ ও রোয়েদাদ প্রস্তুত।– (১) হুকুম দখল আদেশ জারির পরে উহাতে বর্ণিত ভূমি বা স্থাপনার যে কোন পরিবর্তন অবৈধ হিসাবে গণ্য হইবে ও উহা ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে গণ্য হইবে না।

(২) ভূমি-

(ক) চাষযোগ্য হইলে এবং দন্ডায়মান ফসল থাকিলে ভূমি এবং ফসল উভয়ের জন্য ক্ষতিপূরন প্রাপ্য হইবে।

(খ) চাষযোগ্য হইলে এবং ফসল না থাকিলে শুধু ভূমির জন্য ক্ষতিপূরণ পাইবে।

(গ) চাষযোগ্য এবং চাষের জন্য লিজ দেওয়া হইয়া থাকিলে মালিক এবং লিজ গ্রহীতা উভয়ই ক্ষতিপূরণ প্রাপ্য হইবে।

(ঘ) বানিজ্যিকভাবে ব্যবহার হইলে এবং মালিক নিজে উহা একক ভাবে ব্যবহার করিলে ভূমি ও বানিজ্যিক ক্ষতির কারণে উভয় ক্ষতিপূরণ প্রাপ্য হইবেন।

(ঙ) প্রস্তাবিত ভূমিতে অপসারণযোগ্য নহে এইরূপ কোন বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প থাকিলে উক্ত স্থান বাদ দিয়া হুকুম দখল করিতে হইবে তবে, সহজে অপসারণযোগ্য বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থাকিলে মালিক নিজে ব্যবহার করিলে বা উহা লিজ বা ভাড়ার মাধ্যম ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করিলে ভূমি মালিক ভূমি ব্যবহারের ভাড়া বাবদ ও বানিজ্যিক ক্ষতির কারণে মালিক নিজে ক্ষেত্রমতে লিজ গ্রহীতা ক্ষতিপূরণ প্রাপ্য হইবেন।

(৩) ভূমিসহ স্থাপনা হুকুম দখল করা হইলে মালিক নিজে ব্যবহার করে এবং যদি লিজ বা ভাড়া দেওয়া হইয়া থাকে তবে তবে মালিক এবং লিজ বা ভাড়া টিয়া উভয়ই প্রাপ্য হইবে তবে লিজ বা ভাড়া দেওয়া হইয়া না থাকিলে মালিক একাই ক্ষতিপূলন প্রাপ্য হইবে।

(৪) ক্ষতিপূরণের হার নির্ধারণে জেলা প্রশাসক –

(ক) হুকুমদখলকৃত স্থানে বনজ বৃক্ষাদি থাকিলে উহা কর্তন করিবার প্রয়োজন থাকিলে ভুমি মূল মালিক উহা নিজ ব্যয়ে অপসারণ করিতে পারিবেন এবং নিজে অপসারণ না করিয়া ক্ষতিপূরণ চাহিলে এক্তিয়ার সম্পন্ন বন অধিদপ্তরের স্থানীয় দপ্তর হইতে উহার মূল্য সংগ্রহ করিবেন, তবে বৃক্ষ কাটিবার প্রয়োজন না থাকিলে বৃক্ষাদি বাবদ কোন ক্ষতিপূরণ প্রাপ্য হইবে না।

(খ) হুকুম দখলকৃত ভূমিতে দন্ডায়মান ফসল মালিক বা যিনি চাষ করিয়াছেন তিনি উহা ভূমি হস্তান্তর স্বত্বেও সংগ্রহ করিতে পারিবেন এবং সংগ্রহ করিতে ইচ্ছুক হইলে এইরূপ ফসলের বাবদ প্রথম বছরের জন্য কোন ক্ষতিপূরণ প্রাপ্য হইবে না, তবে সংগ্রহ করিতে ইচ্ছুক নহে মর্মে কোন লিখিত আবেদন দাখিলকৃত হইলে বা

দন্ডায়মান ফসল না থাকিলে মালিক বা বর্গাচাষি বিগত দুই বছর যে সব ফসল চাষ করিয়াছে ঐ সকল ফসলের উৎপাদনের পরিমান স্থানীয় উপজেলা কৃষি অফিস ও উহার মূল্যহার জেলা কৃষি বিপণন অফিস হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে।

(গ) উপবিধি (খ) অনুসারে গৃহীত মূল্যহার হইতে ২ (দুই) বছরের চাষযোগ্য ফসলের মোট মূল্য নির্ণয় করিতে হইবে।

(ঘ) হুকুম দখলকৃত ভূমি চাষযোগ্য হউক বা না হউক সাবরেজিষ্ট্রি অফিস হইতে একই মৌজা বা পার্শ্ববর্তী মৌজার বিগত দুই বছরের অনুরূপ শ্রেণির জমির বিক্রয়মূল্য সংগ্রহপূর্বক একর প্রতি গড়মূল্য নির্ণয় করিতে হইবে এবং এইরূপে নির্ণীত মূল্যের শতকরা ২০ ভাগ মূল্যকে উহার প্রতি বছর একর প্রতি ভাড়া বিবেচনা করিয়া ক্ষতিপূরণ নির্ণয় করিতে হইবে।

(ঙ) বানিজ্যিকভাবে ক্ষতির পরিমান নির্ণয়ের পদ্ধতি হইবে যে আয়কর রিটার্ণে যে পরিমানে আয় দেখানো হইয়াছে উহার দ্বিগুণ হারে প্রাপ্য হইবে তবে আয়কর রিটার্ণ না থাকিলে জেলা প্রশাসক, প্রত্যাশী সংস্থার প্রতিনিধি এবং মালিক বা লিজ গ্রহিতা বা ভাড়াটিয়া সমঝোতার মাধ্যমে যে হার নির্ধারণ করিবেন উহা প্রযোজ্য হইবে কিন্তু উহার পরিমান আয়করযোগ্য নহে এইরূপ আয়ের সীমার কম হইবে।

(চ) যে সকল বিষয়ে আইন বা বিধির বিধানে উল্লিখিত নাই, উহা জেলা প্রশাসক, প্রত্যাশী সংস্থা এবং ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি সমঝোতাার মাধ্যমে নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

(৫) উপবিধি (৪) বিধানাবলী সাপেক্ষে জেলা প্রশাসক ফরম-২৪ এ ক্ষতিপূরণের প্রাক্কলন প্রস্তুত করিয়া অর্থ ছাড়ের জন্য প্রত্যাশী সংস্থাকে আদেশ প্রদান করিবেন এবং প্রত্যাশী সংস্থা সে অনুসারে অর্থ ছাড় করিবেন।

(৬) প্রত্যাশী সংস্থা হইতে অর্থ প্রাপ্তির পর ফরম-২৫ এ রোয়েদাদ প্রস্তুত করিতে হইবে এবং রোয়েদাদের কপি জেলা প্রশাসকের অনুমোদন সাপেক্ষে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিগণের অবগতির জন্য সরাসরি তাহাদের বরাবরে জারি করিবার ব্যবস্থা গ্রহন করিবেন এবং জেলা প্রশাসক তাহার দাপ্তরিক ওয়েব সাইটে প্রদর্শন করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৭) জেলা প্রশাসকের অনুমোদিত রোয়েদাদে উল্লিখিত ব্যক্তিকে ফরম-১২ এ আকারে একটি সাধারণ নোটিশ জারি করিবেন।

(৮) হাল রেকর্ডীয় মালিক বা নামজারিমূলে মালিক ব্যতীত অন্য কেউ ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদন করিবেন না।

(৯) আবেদনকারী তাহার আবেদনের সহিত খতিয়ানের কপি, ২০ ধারা নোটিশ জারির পূর্ব পর্যন্ত বছরের ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ বা মওকুফ দাখিলা, আবেদনকারীর এনআইডি বা জন্মনিবন্ধনের কপি, ব্যাংক এ্যাকাউন্টের চেকবহির কভারের ফটোকপি, একাধিক অংশীদারীর পক্ষে আবেদন করা হইলে সহঅংশীদারদের সম্মতির এফিডেবিট ও তবে আবেদনকারী একজন হইলেও প্রত্যেকের পূর্বে উল্লিখিত কাগজাদির কপি সংযোজন করিতে হইবে।

(১০) ক্ষতিপূরণের অর্থ নিম্নবর্নিত পদ্ধতিতে বিতরণ করিতে হইবে-

(ক) ক্ষতিপূরণ প্রাপ্য আবেদনকারীকে তাহার আবেদন এবং দাখিলীয় কাগজাদি ও রোয়েদাদ বহির সহিত যাঁচাই করিতে হইবে।

(খ) ক্ষতিপূরণের অর্থ উহার প্রাপকে 'কেবল তাহার ব্যাংক হিসাবে জমাযোগ্য' উল্লেখ করিয়া ব্যাংক চেক প্রস্তুত ও প্রদান করিতে হইবে।

(গ) ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা জেলা প্রশাসকের অনুমোদন সাপেক্ষে জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার বরাবরে অধিগ্রহণ চেকের টাকা প্রদানের জন্য নির্দিষ্ট ফরমে এডভাইস প্রেরণ করিবেন।

(ঘ) জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা এডভাইস অনুসারে চেক প্রস্তুতপূর্বক জেলা প্রশাসককে অবহিত করিবেন।

(ঙ) জেলা প্রশাসক যেভাবে প্রাপকের নিকট চেক বিতরণ স্বচ্ছ এবং প্রাপকের জন্য নিরাপদ ও সহজ হইবে সেভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির নাম ও স্বাক্ষর গ্রহণক্রমে চেক হস্তান্তর করিবেন।

(চ) সরকার ডিজিটাইজড পদ্ধতিতে ক্ষতিপূরণের অর্থ বিতরণ করিতে চাহিলে পরিপত্র জারির মাধ্যমে উহার পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবেন ।

৩৭। হুকুম দখলকৃত স্থাবর সম্পত্তির বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট হইতে অর্থ আদায়।– (১) জেলা প্রশাসক হুকুম দখলকৃত স্থাবর সম্পত্তির বরাদ্দ প্রদান ও দখল হস্তান্তর করিবার ১০ (পনের) কার্যদিবস পরে ক্ষতিপূরণের প্রাক্কলন সংযুক্তক্রমে উল্লিখিত ক্ষতিপূরণের অর্থ হিসাবে প্রদেয় চেকের মাধ্যমে পরিশোধের জন্য প্রত্যাশী সংস্থাকে আদেশ প্রদান করিবেন।

(২) প্রত্যাশী সংস্থাকে কোন যৌক্তিক কারণ উল্লেখ করিয়া সময়ের আবেদন করিলে অনধিক ৭ (সাত) কার্যদিবস সময় মঞ্জুর করিতে পারিবেন, তবে সময়ের আবেদন না করিলে বা মঞ্জুরকৃত অতিরিক্ত সময়ের মধ্যে অর্থ পরিশোধ না করিলে প্রত্যাশী সংস্থার বিরুদ্ধে সার্টিফিকেট মামলা রুজু করিবার আদেশ প্রদান করিবেন এবং বিধি ৩৮ এর যে ভাবে প্রযোজ্য বিধান অনুসারে হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি হুকুম দখলমুক্ত করিবেন ।

৩৮। হুকুমদখলকৃত স্থাবর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ।– (১) হুকুম দখলকৃত স্থাবর সম্পত্তি দখল প্রদানের পর উহার যথাযথ ব্যবহার এবং রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন আছে কিনা উহা সময় সময় যাঁচাইয়েরক্রমে বা ব্যবহারকারির কোন আবেদনের প্রেক্ষিতে যাঁচাইক্রমে কি ধরণের রক্ষাবেক্ষণ প্রয়োজন উহাসহ প্রতিবেদন প্রদানের জন্য তাহার অধীনস্ত যে কোন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করিবেন।

(২) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতিবেদনে স্থাবর সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন উল্লেখ থাকিলে এবং জেলা প্রশাসকের নিকট যৌক্তিক প্রতীয়মান হইলে তিনি উহা রক্ষণাবেক্ষনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মালিককে নোটিশ প্রদান করিবেন।

(৩) উপবিধি (২) এর নোটিশ মোতাবেক মালিক উহা রক্ষনবেক্ষণ করিয়া দিবেন তবে মালিক এইরূপ রক্ষণাবেক্ষনের কাজ না করিলে বা লিখিতেভাবে করিতে অস্বীকৃতি জানাইলে জেলা প্রশাসক পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন,২০০৬ বিধান মোতাবেক ধারা ২৫ এর (২) উপধারা অনুসারে রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের অর্থ মঞ্জুর করিয়া রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সম্পন্ন করিতে পারিবেন।

(৪) জেলা প্রশাসক রক্ষণাবেক্ষন কাজ করিবার পূর্বে পূর্ত কাজ হউক বা না হউক প্রাক্কলন প্রস্তুত করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

৩৯। **হুকুমদখল অবমুক্তকরণ।–** (১) হুকুমদখলের মেয়াদ দুই বৎসর পুরণের ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে প্রত্যাশী সংস্থা মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন না করিলে ফরম-২৬ এ জেলা প্রশাসক ধার্যকৃত তারিখে হুকুমদখলকৃত স্থাবর সম্পত্তির দখল ত্যাগক্রমে তাহার নির্দেশিত কর্মকর্তার নিকট হস্তান্তরের আদেশ প্রদান করিবেন এবং এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যাশী সংস্থা উক্ত সম্পত্তিতে স্থাপিত বা রক্ষিত সকল অস্থাবর সম্পত্তি ধার্য তারিখের মধ্যে অপসারণ করিবে এবং দখল অর্পন করিবে।

(২) প্রত্যাশী সংস্থা দুই বৎসরের অধিক সময় হুকুম দখলকৃত স্থাবর সম্পত্তি ব্যবহারের প্রয়োজনে জেলা প্রশাসক বরাবরে সময় উল্লেখপূর্বক তবে কোন ভাবেই দুই বৎসরের অতিরিক্ত নহে একই স্থাবর সম্পত্তি হুকুমদখল অবস্থা বৃদ্ধির জন্য যে তারিখে দুই বৎসর পূর্ণ হইবে উহার পূর্বের ৬০ দিনের মধ্যে আবেদন করিবে এবং জেলা প্রশাসক এইরূপ আবেদন মেয়াদ বৃদ্ধি বা বৃদ্ধি না করার পক্ষে যৌক্তিক কারণসহ মতামত প্রদান করিয়া সরকার বরাবর উক্ত আবেদন প্রেরণ করিবেন।

(৩) ভূমি মন্ত্রণালয় জেলা প্রশাসকের প্রতিবেদন বিবেচনা করিয়া মেয়াদ বৃদ্ধি বা বৃদ্ধি না করার পক্ষে সিদ্ধান্ত প্রদান করিয়া জেলা প্রশাসককে অবহিত করিবে।

(৪) ভূমি মন্ত্রণালয় মেয়াদ বৃদ্ধির পক্ষে সিদ্ধান্ত প্রদান করিলে পূর্বের মেয়াদের নির্ণীত ক্ষতিপূরণের অতিরিক্ত ১০% অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ ধার্য করিয়া সেই মোতাবেক অর্থ ছাড় করণের জন্য প্রত্যাশী সংস্থাকে অবহিত করিবেন এবং প্রত্যাশী সংস্থা সে অনুসারে চেকের মাধ্যমে জেলা প্রশাসক বরাবর অর্থ ছাড় করিবেন।

(৫) ভূমি মন্ত্রণালয় মেয়াদ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত প্রদান না করিলে জেলা প্রশাসক প্রত্যাশী সংস্থাকে হুকুম দখলকৃত স্থাবর সম্পত্তি ত্যাগ করিতে বাধ্য করিবার জন্য দেশের বলবৎ আইন অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৬) জেলা প্রশাসক এর নির্দেশে প্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রত্যাশীত সংস্থার নিকট হইতে হুকুম দখলমুক্ত সম্পত্তি ফরম-২৭ এ মালিক বা তাহার প্রতিনিধির নিকট হস্তান্তর করিবেন।

অষ্টম অধ্যায়
আরবিট্রেটর এবং আরবিট্রেশন আপিলেট ট্রাইবুন্যাল নিয়োগ ও কার্যপদ্ধতি

৪০। আরবিট্রেটর এবং আরবিট্রেশন আপিলেট ট্রাইবুন্যাল নিয়োগ ও কার্যপদ্ধতি ইত্যাদি।– (১) সচিব ,ভূমি মন্ত্রণালয় কোন জেলায় ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম শুরুর সাথে সাথে উক্ত জেলায় আইনের ধারা ২৯ এবং ধারা ৩৬ এর উপধারা (২) মোতাবেক একজন আরবিট্রেটর এবং আরবিট্রেশন আপিলেট ট্রাইবুন্যাল নিয়োগের জন্য আইন,বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের সচিব বরাবর লিখিতভাবে অনুরোধ করিবেন।

(২) আরবিট্রেটর ধারা ৩০ এর উপধারা (১) অনুসারে রোয়েদাদের নোটিশ জারির ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদন দাখিল না করা হইলে কারণ যাহাই হউক শুনানির নোটিশ জারি না করিয়া আবেদন না মঞ্জুর করিবেন এবং এইরূপ আদেশের বিরুদ্ধে কোন আপিল আরবিট্রেশন আপিলেট ট্রাইবুন্যালে গ্রহণযোগ্য হইবে না।

(৩) নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক কারণে আরবিট্রেটর এবং ক্ষেত্রবিশেষে আরবিট্রেশন আপিলেট ট্রাইবুন্যাল আবেদন না মঞ্জুর করিতে পারেন-

(ক) আবেদনে সকল স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির স্বাক্ষর না থাকিলে বা জাল স্বাক্ষর থাকিলে।

(খ) ভূমির মালিক আবেদন না করিলে বা তাহার পক্ষে অন্য কেউ এফডেবিটসুত্রে বা অন্য কোন ভাবে আবেদন করিলে।

(গ) একই ভূমির স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন একজন ব্যক্তি জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত রোয়েদাদ অনুসারে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করিলে ।

(ঘ) মালিক হিসাবে বা একই ভূমির স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি হিসাবে একই মামলায় নূতনভাবে অন্তর্ভূক্তির বিষয় বা আবেদন থাকিলে।

(ঙ) অধিগ্রহণকৃত ভূমির মালিকানা বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট হইবার বিষয়ে কোন মামলা বা আপিল অন্য কোন আদালতে অনিস্পন্ন থাকিলে।

(চ) ব্যাংক বা কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বিবেচনাধীন ভূমি ঋণের বিপরীতে মর্টগেজকৃত থাকিলে বা অবমুক্তের প্রমাণ না থাকিলে।

(ছ) আবেদনে আইনের ধারা ৩০ এর উপধারা (৩) মোতাবেক প্রতিপক্ষ যথাযথভাবে উল্লিখিত না হইলে।

(জ) আইন ও এই বিধির অধীন আরবিট্রেটর কর্তৃক বিবেচিত অন্য কোন কারণ।

(৪) আরবিট্রেটর এবং আরবিট্রেশন আপিলেট ট্রাইবুন্যালে দায়েরকৃত মামলা শুনানীর জন্য ধারা ৩১ এর উপধারা উল্লিখিত ৯০ দিনের মধ্যে অনধিক তিনবারের বেশি সময় মঞ্জুর করা যাইবে না এবং তৃতীয়বারে কোন পক্ষ শুনানীতে অংশ না গ্রহণ করিলেও আরবিট্রেটর এবং আরবিট্রেশন আপিলেট ট্রাইবুন্যাল চূড়ান্ত আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৫) জেলা প্রশাসক প্রণীত রোয়েদাদে নির্ণীত ক্ষতিপূরণ বিষয়ে কোন অস্পষ্টতা প্রতীয়মান হইলে আরবিট্রেটর জেলা প্রশাসক বা প্রত্যাশী সংস্থাকে উক্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মনোনয়নপূর্বক আরবিট্রেটর অবহিত করিতে নোটিশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং আরবিট্রেশনে আবেদনকারী রোয়েদাদের কোন বিষয় স্পষ্টীকরণের জন্য তাহার পক্ষে উক্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ উপস্থাপন চাহিলে বিশেষজ্ঞের স্বাক্ষরিত সম্মতিপত্র, নাম ও ঠিকানা সমেত আরবিট্রেটরের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(৬) উপবিধি (১৩) মোতাবেক জেলা প্রশাসক বা প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক বিশেষজ্ঞ মনোয়ন প্রদান বা আবেদনকারীর পক্ষে বিশেষজ্ঞের আবেদন দাখিল হইলে আরবিট্রেটর সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করিবেন।

(৭) আরবিট্রেটর সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞকে আদালতে তলব করিয়া বিবেচ্য বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন বা লিখিত মতামতসহ প্রতিবেদন প্রদানের জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং উক্ত বিশেষজ্ঞ আদালতের তলবে আদালতে উপস্থিত হইবেন ও জিজ্ঞাসাবাদে জবাব প্রদান করিবেন বা লিখিত প্রতিবেদন চাহিলে তাহা নিজ স্বাক্ষরে নাম ও ঠিকানা উল্লেখ করিয়া প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(৮) আদালতে উপস্থিত বিশেষজ্ঞকে প্রতিপক্ষ আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে তাৎক্ষণিক জেরা করিতে পারিবেন বা লিখিত প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে লিখিত জবাব দাখিল করিতে পারিবেন।

(৯) আরবিট্রেটর বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণ করিয়া বা প্রয়োজনে বিবেচনা না করিয়া চূড়ান্ত আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(১০) আরবিট্রেটর বিশেষজ্ঞের সম্মানি প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষকে আদেশ প্রদান করিবেন।

(১১) আরবিট্রেটর বিশেষজ্ঞ উপস্থাপনের বিষয়টি উপযুক্ত কারণ ছাড়াই সময় ক্ষেপনের জন্য হয় তবে এইরূপ আবেদন না মঞ্জুর করিবেন।

(১২)শুনানির নোটিশ জারি বিষয়ে সিভিল আদালতের পদ্ধতি মোতাবেক জারি করিতে হইবে।

(১৩) সকল নোটিশ গ্রহীতা ব্যক্তিগতভাবে বা জেলা প্রশাসক বা সরকারি প্রত্যাশী সংস্থা সরকারি কৌশুলির মাধমে এবং বেসরকারি প্রত্যাশী সংস্থা ও আবেদনকারী নিয়োজিত এডভোকেটের মাধ্যমে আবেদন দাখিল, উপস্থিতি বা জবাবদাখিল ও সওয়াল জবাব করিতে পারিবেন।

(১৪) আরবিট্রেশন আপিলেট ট্রাইব্যুনালে আপিল আবেদন গ্রহণ, না মঞ্জুর বা চূড়ান্ত আদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে আরবিট্রেটরের জন্য বিধিতে বর্ণিত প্রযোজ্যতা অনুসারে পদ্ধতি গ্রহণ করিতে পরিবেন।

৪১। আরবিট্রেশনের আদেশ প্রতিপালন।- (১) আরবিট্রেটর বা, ক্ষেত্রমত, আরবিট্রেশন আপিলেট ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত রোয়েদাদের প্রেক্ষিতে কোন ব্যক্তির ক্ষতিপূরণ বাবদ অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের প্রয়োজন হইলে জেলা প্রশাসক অবহিত হইবার অনধিক ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে সংশোধিত ক্ষতিপূরণের প্রাক্কলন প্রস্তুত করিয়া প্রত্যাশী সংস্থাকে সময় উল্লেখপূর্বক অর্থ জমাদানের জন্য নোটিশ প্রদান করিবেন এবং সে মোতাবেক রোয়েদাদ সংশোধন করিবেন।

(২) উপবিধি (১) অনুসারে নোটিশ প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যাশী সংস্থা চাহিত পরিমান অর্থ জেলা প্রশাসক বরাবর ছাড় প্রদান করিবে।

নবম অধ্যায়
বিবিধ

৪২। নোটিশ ও আদেশ জারি।– (১) জেলা প্রশাসকের কোন আদেশ ও আদেশ মূলে বা আইন বা বিধির অধীনে কোন নোটিশ কোন ব্যক্তির উপর জারি করিবার প্রয়োজন হইলে তাহার সঠিক ঠিকানা সরকারি রেকর্ডে উল্লিখিত না থাকিলে তিনি উপজেলা নির্বাহি অফিসার বা সহকারি কমিশনার (ভূমি) বা পুলিশের বিশেষ শাখার মাধ্যমে তাহার অবস্থানসহ ঠিকানা সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

(২)কোন ব্যক্তি স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সংক্রান্ত আবেদন দাখিল করিলে আবেদনে তাহার মোবাইল নম্বর ও ইমেইল (যদি থাকে) উল্লেখপূর্বক ঠিকানা দিবেন এবং এই ঠিকানা ও মোবাইলে প্রেরীত আদেশ বা নোটিশ বা ইমেইলে প্রেরিত আদেশ বা নোটিশ তাহার প্রতি ধারা ৪২ এ উপধারা (১) মোতাবেক জারি হিসাবে গণ্য হইবে।

(৩) মালিক বা স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে পাওয়ার অব এটর্নিমূলে অন্য কোন ব্যক্তি আবেদন করিলে শেষোক্ত বক্তির প্রতি উপবিধি (২) অনুসারে জারিকৃত আদেশ বা নোটিশ মূল আবেদনকারীর উপর জারি হিসাবে গণ্য হইবে, তবে জেলা প্রশাসক পাওয়ার এটর্নি এর সঠিকতা যাঁচাইয়ের জন্য মালিক বা স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তলব করিতে পারিবেন।

৪৩। স্থাবর সম্পত্তি সমর্পণের ক্ষেত্রে বল (Force) প্রয়োগের পদ্ধতি ইত্যাদি। - (১) নিম্ন বর্ণিত এক বা একাধিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণের বা হুকুম দখলের ক্ষেত্রে সম্পত্তি সমর্পনে বা হস্তান্তরে অনাগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বল প্রয়োগের মাধ্যমে সম্পত্তি সমর্পনে বা হস্তান্তরে বাধ্য করা যাইবে।—

(ক) সকল পর্যায়ে আইন ও বিধির অনুসারে নোটিশ জারি করা হইয়াছে।

(খ) বল প্রয়োগের পূর্বে অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি ত্যাগের জন্য চূড়ান্ত নোটিশ জারি করা হইয়াছে।

(গ) নোটিশ জারি যথাযথভাবে হইয়া থাকিলে অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির মালিক বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সম্পত্তি সমর্পনে বা হস্তান্তরে বল প্রয়োগ করা হইবে উহা তিনি অবহিত নহেন এইরূপ বক্তব্য গ্রহনযোগ্য হইবে না।

(ঘ) কোন ক্ষেত্রেই যদি আইন বা বিধির অধীনে কোন আপত্তি বা আপিল আবেদন না করিয়া থাকেন বা আপিলে তাহার পক্ষে সিদ্ধান্ত না হইয়া থাকে।

(ঙ) আংশিক বা সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ গ্রহন করিয়া থাকেন ।

(চ) জরুরি বা জনপ্রয়োজনে উহার দখল গ্রহণ জেলা প্রশাসকের নিকট আবশ্যক হয়।

(২) এই ক্ষেত্রে বল প্রয়োগ অর্থ দখল হস্তান্তরে অনাগ্রহী ব্যক্তির দৈহিক কোন ক্ষতি ছাড়াই দখলচ্যুত করিতে আইনের ৪৩ ধারায় কার্যকরকরণে মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকে বুঝাইবে।

(৩) বল প্রয়োগ নিম্ন বর্ণিত পদ্ধতিতে হইতে হইবে-

(ক) দখল হস্তান্তরে বা অধিগ্রহণকৃত ভূমি নোটিশ ব্যক্তিগতভাবে গ্রহণের বা গ্রহণ না করিলে বা ব্যক্তিগতভাবে জারি করা সম্ভব না হইলে অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি সাঁটিয়া জারি করার তিনদিনের মধ্যে উক্ত ব্যক্তি দখল না করিলে পরের কার্যদিবসে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অধীনস্ত নির্বাহি ম্যাজিস্ট্রেটকে বল প্রয়োগের মাধ্যমে অধিগ্রহণকৃত বা হুকুম দখলকৃত ভূমি দখল উদ্ধারের জন্য নিয়োগ করিবেন।

(খ) নির্বাহি ম্যাজিস্ট্রেট সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সহিত সাক্ষাত করিবার চেষ্টা করিবেন, সম্ভব না হইলে উচ্চ শব্দ যন্ত্র ব্যবহার করিয়া তাহাকে সতর্ক করিয়া স্থাপনায় প্রবেশ করিবেন এবং যদি থাকে, ভেতরে রক্ষিত সকল অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা প্রণযন করিবেন এবং তালিকা সমেত সম্পত্তি তাহার বা তাহার পরিবারের যে কোন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিকে বুঝাইয়া দিবেন এবং অসহযোগিতা করা হইলে ৪৩ ধারা অপরাধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করিবেন।

(৪) দখল উচ্ছেদ হইলে প্রত্যাশী সংস্থাকে উহার আইনানূগ দখল অর্পন করিবেন এবং গৃহীত সকল কাজের উপর একটি প্রতিবেদন জেলা প্রশাসকের নিকট দাখিল করিবেন।

৪৪। জেলা স্থান নির্বাচন কমিটি ।- (১) জেলা সদরে সরকারি নতুন দপ্তর বা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ বা হুকুম দখলের প্রয়োজন হইলে স্থান নির্বাচনের নিমিত্ত জেলা স্থান নির্বাচন কমিটির সুপারিশ প্রয়োজন হইবে।

(২) সরকার প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে মাধ্যমে জেলা স্থান নির্বাচন কমিটি গঠন ও উহার কার্য পরিধি ও পদ্ধতি নির্ধারন ও পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

(ব্যাখ্যা: জেলা সদর অর্থ বিধি ৩ এর উপবিধি (২) এর আওতায় ভূমি মন্ত্রণালয়ে সরাসরি অধিগ্রহণের প্রস্তাবনা দাখিলের এক্তিয়ার বহির্ভূত এলাকা ব্যতীত জেলার জেলা সদরের পৌর এলাকাভূক্ত মৌজাসমুহকে বুঝাইবে।)

৪৫। ভূমি হুকুম দখলে খাস ভূমির সালামি।— (১)সরকারি প্রত্যাশী সংস্থার ভূমি হুকুম দখলের জন্য প্রস্তাবে একক ভাবে সরকারি খাস ভূমি বা ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমির সহিত খাস ভূমি থাকিলে খাস ভূমির জন্য কোন সালামি নির্ধারণ করা যাইবে না এবং প্রত্যাশী সংস্থার নিকট দখল হস্তান্তরের সময় বেসরকারি মালিকানাধীন ভূমির সহিত বিনা সালামিতে খাস ভূমি হস্তান্তর করিতে হইবে।

(২) প্রত্যাশী সংস্থা স্বায়ত্বশাসিত বা বেসরকারি সংস্থা বা ব্যক্তি হইলে অকৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৫ ও উহার সংশোধিত নির্দেশনা অনুসারে খাস ভূমির জন্য হুকুম দখলের উদ্দেশে অনধিক ২ বছরের জন্য নীতিমালা বা সরকারের বলবৎ কোন আদেশ দ্বারা হস্তান্তর করা যাইবে।

(৩) অর্পিত সম্পত্তি বা পরিত্যাক্ত ভূমি বা ভবনের ক্ষেত্রে বহাল এতদসংক্রান্ত আইন, বিধিমালা বা সরকারি নির্দেশ বা নীতিমালা প্রযোজ্য হইবে, তবে উহা যদি লিজের অধীনে থাকে এবং লিজের মেয়াদ চলমান থাকে তবে অবশিষ্ট সময়ের লিজ বাবদ সালামি পরিশোধ হইয়া থাকিলে উক্ত সময়কালের সালামি ৩ (তিন) গুন ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ এবং

(৪) ভবনে স্থানান্তরযোগ্য কোন কাঠামো বা আসবাব বা সরঞ্জামাদি থাকিলে উহা স্থান্তর বাবদ জেলা প্রশাসক যে ভাবে ও পরিমানে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করিবেন সে পরিমানে অর্থসহ মোট ক্ষতিপূরণের পরিমান নির্ধারণ করিয়া প্রত্যাশী সংস্থা অর্থ ছাড় করিতে আদেশ প্রদান করিবেন।

(৫) প্রত্যাশী সংস্থা হইতে প্রাপ্ত অর্থ লিজগ্রহীতার নিকট ক্ষতিপূরণ বাবদ এই বিধির অন্যত্র বর্ণিত পদ্ধতিতে হস্তান্তর করিতে হইবে।

৪৬। সরকারি এক সংস্থার অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি অন্য সরকারি সংস্থার অনুকুলে হস্তান্তর।-।- (১) অধিগ্রহণ প্রস্তাবে সম্পূর্ণ বা আংশিক ভূমিতে অন্য কোনো সরকারি এবং স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার পূর্বে অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি অন্তর্ভুক্ত থাকিলে বা কোন সরকারি বা স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার অনুকুলে অধিগ্রহণকৃত ভূমি অব্যবহৃত থাকিলে অন্য কোন সরকারি বা স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা উহা হস্তান্তরের জন্য প্রস্তাবনা দাখিল করিলে জেলা প্রশাসক বিধি ২ অনুসারে উহা অধিগ্রহণের পরিবর্তে উক্ত সম্পত্তির মূল্য ধার্য করিয়া হস্তান্তর-মূল্য বাবদ অর্থ প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হইতে আদায়ক্রমে সংশ্লিষ্ট পূর্ব প্রত্যাশী সংস্থাকে প্রদান করিয়া প্রত্যাশী সংস্থার বরাবরে দখল হস্তান্তর করিতে পারিবেন।

(২) উপবিধি (১) এর বিধান বাস্তবায়নে নিম্নবর্নিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে, যথা:-

(ক) নতুন প্রত্যাশী সংস্থা তিন ফর্দ নক্সা (নক্সা প্রার্থিত সম্পত্তির সীমানা লাল কালি দ্বারা চিহ্নিত করিয়া) ৩ ফর্দ দাগসূচী মৌজা নং, জে. এল. নং. দাগ নং. দাগের মোট সম্পত্তি পরিমাণ, হস্তান্তরের জন্য প্রস্তাবিত সম্পত্তির পরিমাণ উল্লেখক্রমে) এবং প্রস্তাবিত সম্পত্তি যে এল,এ. কেস নম্বরের মূলে পূর্বতন প্রত্যাশী সংস্থার অনুকূলে অধিগৃহীত, এতদসম্পর্কীয় তথ্যসহ কি উদ্দেশ্যে প্রার্থিত জমি প্রয়োজন, প্রকল্পের জন্য আর্থিক বরাদ্দ সংক্রান্ত তথ্য বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করিয়া উহার নিয়ন্ত্রণাধীন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাব প্রেরণ করিবে।

(খ) ভূমি মন্ত্রণালয় এইরূপ প্রস্তাব প্রাপ্তির পর এক ফর্দ নক্সা ও এক ফর্দ দাগসূচী পূর্বতন প্রত্যাশী সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিয়া প্রস্তাবিত হস্তান্তরের ব্যাপারে মতামত সংগ্রহ করিবে, সঙ্গে সঙ্গে অপর এক ফর্দ নক্সা ও এক ফর্দ দাগসূচী সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করিয়া সম্পৃক্ত অধিগ্রহণ চূড়ান্তকৃত কি না; প্রস্তাবিত সম্পত্তি বর্তমানে কি অবস্থায় আছে; প্রস্তাব মোতাবেক সম্পত্তি হস্তান্তরে আইনগত বা অন্য কোন জটিলতা দেখা দিবে কি না মতামতসহ এতদসম্পর্কীয় প্রতিবেদন সংগ্রহ করিবে।

(গ) জেলা প্রশাসক এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মতামত প্রাপ্তির পর ভূমি মন্ত্রণালয় বিষয়টি বিবেচনা করিয়া হস্তান্তর সম্পর্কে যথোপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণক্রমে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাইয়া দিবে।

(ঘ) হস্তান্তর প্রস্তাব ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হইলে অনুমোদিত সংক্রান্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের পত্র প্রাপ্তির পর পরই জেলা প্রশাসক আইন ও অত্র বিধিতে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণে সম্পত্তির বাজার মূল্য ও অন্যান্য স্থাপনা, ভবন, ইত্যাদির মূল্য নির্ধারণ করিয়া উহার সহিত অতিরিক্ত ১০০% অর্থ যোগ করিয়া মোট ধার্যকৃত হস্তান্তর-মূল্য প্রত্যাশী সংস্থাকে জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করিবেন ও ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক আরোপিত শর্ত (যদি থাকে) প্রতিপালনের পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

(ঙ) অর্থ প্রাপ্তির পর জেলা প্রশাসক উহা ভূমির মালিক সংস্থাকে প্রদান করিয়া, ট্রেসিংক্লথে দুই ফর্দ চূড়ান্ত নক্সা প্রস্তুত করিয়া এক ফর্দ নক্সাসহ সম্পত্তি গ্রহণকারী সংস্থা বরাবরে দখল হস্তান্তর করিয়া দিবেন এবং নক্সায় অপর ফর্দ নথির সহিত সংরক্ষণ করিবেন; সঙ্গে সঙ্গে পূর্বতন এল. এ. কেইসের দুই ফর্দ সংশোধিত নক্সা টেসিংক্লথে প্রস্তুত করিয়া এক ফর্দ পূর্বতন প্রত্যাশী সংস্থার বরাবরে প্রেরণ করিবেন এবং অপর ফর্দ এল. এ. কেইস নথিতে সংরক্ষণ করিবেন।

(৩) সম্পত্তির হস্তান্তরের পর পরই জেলা প্রশাসক হস্তান্তর সম্পর্কে একটি বিজ্ঞপ্তি ফরম-২৮ মোতাবেক সরকারী গেজেট প্রকাশনার ব্যবস্থা করিবেন ও গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশনার পর যথানিয়মে প্রত্যাশী সংস্থার নামে নামজারির জন্য গেজেটের কপি প্রেরণ করিয়া নামজারির মাধ্যমে রেকর্ড সংশোধনের উদ্যোগ লইতে উহাকে অনুরোধ করিবেন।

৪৭। অধিগ্রহণকৃত ভূমি অব্যবহৃত রাখিলে বা অধিগ্রহণের উদ্দেশ্য ব্যতিত অন্য উদ্দেশে ব্যবহারের কারণে ভূমি পুন:গ্রহণ ।- (১) ধারা ১৯ এর উপধারা (১) বিধান লঙ্ঘন করিয়া অধিগ্রহণকৃত ভূমি প্রকল্প মেয়াদের পরে অব্যবহৃত রাখিলে বা ভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত করা হইতেছে বলিয়া প্রতীয়মান হইলে বা লিখিতভাবে অবহিত হইলে জেলা প্রশাসক অধীনস্তঃ একজন কর্মকর্তার মাধ্যমে তদন্তক্রমে প্রতিবেদন প্রদানের জন্য আদেশ প্রদান করিবেন।

(২) উপবিধি (১) এর অধীন ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে ফরম-২৯ অনুযায়ী পুন:গ্রহণ রেজিস্টারে পুন:গ্রহণ মামলার নম্বর প্রদান করিয়া বিবিধ কেস নথি সৃজন করিতে হইবে।

(৩)জেলা প্রশাসক কেস নথি সৃজনের পর উক্ত ভূমি কেন পুন:গ্রহণ করে ১ নং খাস খতিয়ানভূক্ত করা হইবে না এই মর্মে অধিগ্রহণের মাধ্যমে ভূমির মালিক সংস্থাকে ১৫ কার্যদিবস সময় প্রদান করিয়া ফরম-৩০ অনুযায়ী কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করিবেন;

(৪)সংস্থা কর্তৃক জবাব প্রদান না করিলে বা প্রদানের জন্য যৌক্তিক ব্যাখ্যাসহ সময়ের আবেদন না করিলে বা সময়ের আবেদন না মঞ্জুর হইলে বা জবাব দাখিলকৃত হইলে উহা পর্যালোচনাক্রমে সন্তোষ না হইলে আইনের ধারা ১৯ এর বিধান ব্যত্যয় হইয়াছে মর্মে প্রতীয়মান হইলে এবং উক্ত সম্পত্তি সংস্থার আশু প্রয়োজন না থাকিলে জেলা প্রশাসক পুন:গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন ।

(৫)পুণঃগ্রহণযোগ্য ভূমি কমিশনারের বা সরকারের অনুমোদনে অধিগ্রহণ করা হইয়া থাকিলে জেলা প্রশাসক পুণঃগ্রহণের আদেশ প্রদান না করিয়া সুপারিশক্রমে আদেশনামা ও সকল কাগজপত্রসহ নথি কমিশনারের অনুমোদনের জন্য, ক্ষেত্রমতে সরকারের অনুমোদনের জন্য কমিশনারের মাধ্যমে সরকারের বরাবরে নথি প্রেরণ করিবেন এবং অনুমোদন প্রাপ্ত হইলে জেলা প্রশাসক পুন:গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন ।

(৬) উপবিধি (৪) বা উপবিধি (৫) মোতাবেক ফরম-৩১ এ উক্ত সংস্থাকে তফসিলভূক্ত তারিখ নির্ধারণ করিয়া ভূমি সমর্পনে আদেশ প্রদান করিবেন এবং সংস্থা উহা সমর্পন নোটিশ প্রাপ্তির পর দখল সমর্পন না করিলেও উক্ত তারিখে উহা সমর্পিত মর্মে গণ্য হইবে।

(৭) জেলা প্রশাসক বা কমিশনার বা সরকার উপবিধি (৩) অনুসারে প্রদত্ত কারণ দর্শানোর জবাব সন্তোষজনক হইলে বা কমিশনার বা সরকার পুণঃ গ্রহণের সুপারিশ অনুমোদন প্রদান না করিলে সম্পত্তি সংস্থার অধিকারে থাকিবে।

(৮) কোন সংস্থা তার অনুকূলে পূর্বে অধিগ্রহণকৃত ভূমির পরিবর্তে নতুন ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাব করিলে সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রদত্ত অঙ্গীকার পত্রের ভিত্তিতে নতুন অধিগ্রহণ কেসের দখল হস্তান্তরের সাথে জেলা প্রশাসক পুরাতন জমি ও স্থাপনা কারণ দর্শানো ব্যতিত পুন:গ্রহণ করিবেন।

(৯) পুন:গ্রহণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হইলে জেলা প্রশাসক পুণঃগৃহীত সম্পত্তি সম্পর্কিত ঘোষণা ফরম-৩২ গেজেটে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন ও রেকর্ড সংশোধন করে খাস খতিয়ানভূক্ত করিবার জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে নির্দেশ প্রদান করিবেন এবং সহকারি কমিশনার আদেশ বাস্তবায়ন করিয়া পরিপালন প্রতিবেদন জেলা প্রশাসককে অবহিত করিবেন। ।

(১০) পুনঃগ্রহণ বা রিজিউমকৃত সম্পত্তির গেজেট প্রকাশিত হইলে উহার সূত্রে সংশ্লিষ্ট অধিগ্রহণ কেসের মূলনথি ও রেজিস্টারে পুনঃগ্রহণ মামলার আদেশ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৪৮। গেজেটে প্রকাশনা।— এই বিধির অন্যত্র উল্লেখ থাকুক বা না থাকুক, দখল হস্তান্তরের ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে ফরম-৩৩ এ কোন প্রত্যাশী সংস্থার অনুকুলে অধিগ্রহণকৃত ভূমি বিষয়ে বা অধিগ্রহণ কার্যক্রম বাতিল বা

অধিগ্রহণকৃত ভূমি সমর্পন বিষয়ে ঘোষণা বা হুকুম দখলকৃত ভূমি বা স্থাপনাসহ ভূমি বিষয়ে বা উহা অবমুক্তকরণ সংক্রান্ত আদেশ সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিতে হইবে।

৪৯। রেজিস্টার ব্যবস্থাপনা।— (১) ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল কাজের জন্য নিচে বর্ণিত রেজিস্টার সমূহ উল্লিখিত ফরমে প্রস্তুত করিয়া হালনাগাদক্রমে সংরক্ষণ করিবেন।

ফরম নং	যে বিষয়ের উপর ফরম
ফরম-৩৫	আপত্তি রেজিস্টার
ফরম-৩৬	ক্ষতিপূরণ দাবি সংক্রান্ত মিস কেস রেজিস্টার
ফরম ৩৭	প্রত্যাশী সংস্থা হইতে প্রাক্কলিত অর্থ প্রাপ্তির রেজিস্টার
ফরম ৩৮	অধিগ্রহণ/হুকুম দখল চেক বহি প্রাপ্তি ও ইস্যু রেজিস্টার
ফরম ৩৯	লেজার
ফরম ৪০	আরবিট্রেশন কেস রেজিস্টার
ফরম ৪১	ভূমি অধিগ্রহণ/হুকুম দখল আনুষঙ্গিক বাবদ অর্থের হিসাব
ফরম ৪২	চেকের এভাইজ রেজিস্টার
ফরম ৪৩	বিজ্ঞপ্তি পুণগ্রহণ রেজিস্টার
ফরম ৪৪	পরিদর্শন রেজিস্টার
ফরম ৪৫	ক্ষতিপূরণ অপর্যাপ্ততা আপত্তি রেজিস্টার

(২) সরকার ডিজিটাল রেকর্ড সহজিকরণের জন্য প্রয়োজনে পরিপত্র জারির মাধ্যমে এই সকল ফরমের সংশোধন আনয়ন করিতে পারিবে।

৫০। ডিজিটাল নাগরিক সেবা ও পদ্ধতি, তথ্য প্রস্তুত, সংরক্ষণ ও রেজিস্টার প্রবর্তন।— (১) সরকার আইনে ও এই বিধিতে উল্লিখিত যে কোন নাগরিক সেবা ও পদ্ধতি, তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ ও রেজিস্টার ব্যবস্থাপনা নোটিশ জারি এবং শুনানি ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রবর্তন করিবে এবং এই উদ্দেশে নির্দেশমালা পরিপত্র আকারে জারি করিতে পারিবে।

(২) উপবিধি (১) এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে তফসিলের যে কোন ফরম সংশোধন করিতে পারিবে।

৫১। **রহিতকরণ ও সংরক্ষণ।**- (১) The Acquisition of Immovable Property Rules, 1982 অতঃপর উক্ত Rule বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত Rule এর অধীন-

(ক) কৃত কোনো কাজ বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা এই বিধিমালার অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) চলমান কোনো কার্যক্রম, যতদূর সম্ভব, এই বিধির অধীন নিষ্পত্তি করিতে হইবে;

(গ) সরকারের বিরুদ্ধে বা তদ্দকর্তৃক দায়েকৃত মামলা বা আইনগত কার্যধারা এমনভাবে নিষ্পত্তি করিতে হইবে যেন উক্ত Rule রহিত হয় নাই;

(ঘ) প্রণীত ও জারিকৃত কোনো পরিপত্র, প্রদত্ত কোনো আদেশ, নির্দেশ, অনুমোদন এবং সুপারিশ উক্তরূপ রহিতের অব্যবহিত পূর্বে বলবৎ থাকিলে, এই বিধির কোনো বিধানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, উহা এই বিধির অনুরূপ বিধানের অধীন প্রণীত, জারিকৃত, এবং প্রদত্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই বিধির অধীন রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

৫২। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ। (১) এই বিধি কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই বিধির মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) এই বিধি ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

তফসিল

ফরম-১

[বিধি ৩ এর (২) দ্রষ্টব্য]

বরাবর,

সচিব/জেলা প্রশাসক

ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।/---------------------------।

বিষয়: স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাব দাখিল।

মহোদয়,

যথথাযথ সম্মানসহ বাংলাদেশ সরকারের ----------------------মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীন -------------------------------- অধিদপ্তর/সংস্থার কর্তৃক জনপ্রয়োজন ও জনস্বার্থে উন্নয়ন প্রকল্প আওতায় --- প্রকল্প বাস্তবায়নে ---------------------------------------জেলার --------------------------- উপজেলায়/সিটি কর্পোরেশনের -------------------- নং জেএল ও -- মৌজা/মৌজা সমুহের নূন্যতম কম বেশি মোট --------------- একর স্থাবর সম্পত্তি (ভূমি) অধিগ্রহণ করা প্রয়োজন।এ সাথে প্রয়োজনীয় সকল কাগজাদির ৫ (পাঁচ) সেট এই সাথে সংযুক্ত করা হইল এবং চাহিত মোতাবেক অন্যান্য কাগজাদি সরবরাহ করা হইবে। উল্লেখ যে, --------------- একর ভূমি অধিগ্রহণের বিষয়ে সরকারের সম্মতি আছে এবং আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে।

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ আইন ২০১৭ এবং উহার অধীনে প্রণীত বিধিমালার বিধান অনুসারে প্রার্থীত পরিমান কমবেশি --------------- একর ভূমি অধিগ্রহণক্রমে দখল হস্তান্তরের জন্য অনুরোধ করা হইল।

সংযুক্ত: ফিরিস্তি আকারে পৃথক কাগজে দেওয়া হইল।

আপনার বিশ্বস্ত,

মোবাইল-

ই-মেইল-

ফরম-২

[বিধি ৩ এর উপবিধি (৪) এর দফা (খ) দ্রষ্টব্য]

প্রস্তাবিত ভূমির তফসিল ও বিবরণী

অধিগ্রহণ কেস নং-

জেলা- উপজেলা- মৌজা- জেএল নম্বর

খতিয়ান নং	দাগ	শ্রেণি	পরিমান একর		মন্তব্য জরিপ খতিয়ান/নামখারিজ খতিয়ান জরিপ শ্রেণি/বাস্তব শ্রেণি
			দাগে মোট পরিমান	অধিগ্রহনের জন্য প্রস্তাবিত পরিমান	
১	২	৩	৪	৫	৬

ফরম-৩

[বিধি ৪ এর উপবিধি (৬) দফা (ড) দ্রষ্টব্য]

প্রস্তাবিত প্রস্তাবিত ভূমির দাগভিত্তিক মালিকানার তথ্য

জেলা- উপজেলা- মৌজা- জেএল নম্বর

খতিয়ান নং	দাগ নং	পরিমান একর		জরিপ খতিয়ান /নামখারিজ খতিয়ান মোতাবেক মালিকের নাম
		দাগে মোট পরিমান	অধিগ্রহনের জন্য প্রস্তাবিত পরিমান	
১	২	৩	৪	৫

ফরম-৪

[বিধি ৩ এর উপবিধি (৪) এর দফা (ঢ) দ্রষ্টব্য]

সরকারি খাস বা অর্পিতসম্পত্তি বা পরিত্যাক্ত সম্পত্তি বিবরণী।

খতিয়ান নং	দাগ	শ্রেণি	পরিমান একর		মন্তব্য **সরকারি খাস বা অর্পিতসম্পত্তি বা পরিত্যাক্ত সম্পত্তি বা সরকারি দপ্তর/সংস্থা মালিক হইলে উহার নাম।**
			দাগে মোট পরিমান	অধিগ্রহনের জন্য প্রস্তাবিত পরিমান	
১	২	৩	৪	৫	৬

ফরম-৫
(বিধি ৬ এর উপবিধি (৮) দ্রষ্টব্য)
স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ রেজিস্টার

ক্রমিক নং	ভূমি অধিগ্রহণ কেস নং	প্রস্তাব প্রাপ্তির তারিখ	প্রত্যাশী সংস্থার নাম (সরকারি দপ্তর/সংস্থা বা বেসরকারি সংস্থা/ব্যক্তি)	বেসরকারি ব্যক্তি বা সংস্থার জন্য স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে পূর্বানুমোদন গ্রহণের সুত্রসহ তারিখ	অধিগ্রহনের জন্য প্রস্তাবের উদ্দেশ্য
১	২	৩	৪	৫	৬

প্রস্তাবিত ন্যূনতম জমির পরিমান (একরে)	কেন্দ্রীয় /জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটি সভার তারিখ ও সুপারিশকৃত ন্যূনতম জমির পরিমান	স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য প্রাথমিক নোটিশ জারির তারিখ	যৌথ তালিকা দাখিলের তারিখ	আপত্তিসহ বিভাগীয় কমিশনার/ভূমি মন্ত্রণালয়ে সিদ্ধান্তের জন্য প্রেরণের তারিখ	বিভাগীয় কমিশনার/ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক সিদ্ধান্ত প্রদানের তারিখ
৭	৮	৯	১০	১১	১২

চূড়ান্ত অনুমোদনের তারিখ চূড়ান্ত অনুমোদনসহ নথি ফেরত প্রাপ্তির তারিখ	রোয়েদাদ অনুমোদনের তারিখ	রোয়েদাদ প্রত্যাশী সংস্থার নিকট প্রেরণের তারিখ	প্রত্যাশী সংস্থা হইতে অর্থ প্রাপ্তির তারিখ এবং মোট অর্থের পরিমান	ক্ষতিপূরণের অর্থ গ্রহণের জন্য নোটিশ জারির তারিখ	দখল হস্তান্তরের তারিখ	গেজেট প্রকাশের তারিখ
১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯

ফরম-৬

[বিধি ৭ উপবিধি (১) দ্রষ্টব্য]

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য প্রাথমিক নোটিশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

নং —   তারিখ-

নোটিশ

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ মামলা নং- ---------/--------

যেহেতু নিচে বর্ণিত তফসিলের ভূমি জনপ্রয়োজনে ও জনস্বার্থে অধিগ্রহণ করা প্রয়োজন;

যেহেতু, স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ২১ নং আইন) এর ধারা ৪ এর ক্ষমতাবলে এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য এই নোটিশ জারি করা হইল যে, উক্ত সম্পত্তি সরকার/জেলা প্রশাসক কর্তৃক অধিগ্রহণের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

সেহেতু উক্ত ভূমিতে বৈধ মালিক ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যক্তি এই নোটিশ স্বাক্ষরিত হইবার তারিখ হইতে আগামি ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে (তারিখ- পর্যন্ত) অফিস চলাকালীন সরাসরি বা নিচের ই-মেইলে বা উভয় পদ্ধতিতে প্রস্তাবিত ভূমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে জেলা প্রশাসক,------------- এর নিকট আপত্তি দায়ের করিতে পারিবেন।

<u>ভূমির তফসিল</u>

জেলা-   উপজেলা-   মৌজা-   জেএল নম্বর-

খতিয়ান নং	দাগ	শ্রেণি	পরিমান একর		মন্তব্য জরিপ খতিয়ান/নামখারিজ খতিয়ান জরিপ শ্রেণি/বাস্তব শ্রেণি
			দাগে মোট পরিমান	অধিগ্রহনের জন্য প্রস্তাবিত পরিমান	

জেলা প্রশাসক

ইমেইল:

ফরম-৭

(বিধি ৯ এর উপবিধি (৪) দ্রষ্টব্য)

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ মামলা নং- --------/--------

যৌথ তালিকা

জেলা - উপজেলা - মৌজা- জেএল-

ক্রমিক নং	দাগ নং	বাস্তব শ্রেণি	অধিগ্রহণভুক্ত জমির পরিমান	মালিক/ভাড়াটিয়/ বর্গাদারের/লিজগ্রহীতা/ অন্যভাবে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট	অবকাঠামো ঘরবাড়ি/দালানকোঠা
১	২	৩	৪	৫	৬

জলাশয় (মৎস্য চাষের আওতাধীন/না)	বৃক্ষাদির বিবরণ (নামসহ সংখ্যা)	দন্ডায়মান ফসল এর বিবরণী	বানিজ্যিকভাবে ব্যবহার/শিল্পকারখানা	অন্য কোন তথ্য	মন্তব্য
৭	৮	৯	১০	১১	১২

ফরম-৮

(বিধি ১১ এর উপবিধি (১) দ্রষ্টব্য)

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ মামলা নং- --------/--------

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

গণবিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, স্থাবর সম্পতি অধিগ্রহন ও হুকুম দখল আইন ২০১৭ অনুসারে ----------------------------------- অনুকুরে তপশিল বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি (ভুমি/ভূমি ও স্থাপনা) অধিগ্রহণের প্রস্তাব করা হইয়াছে। এই আদেশ জারি হইবার অব্যবহিত পরে তফসিল বর্ণিত ভূমিতে উহার শ্রেণি পরিবর্তন, উহার বৃক্ষরোপন, ঘরবাড়ি বা অবকাঠামো নির্মাণ বা অন্য কোনোভাবে ভূমির কোনরূপ পরিবর্তন করা হইতে বা করিবার চেষ্টা বা একই রূপ কাজে সহায়তা করা হইতে বিরত থাকিবার জন্য সকলকে অনুরোধ করা হইল। এই আদেশ লঙ্ঘন এই আইন বা দন্ডবিধির অধীনে অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

জেলা প্রশাসক

অবগতি ও কার্যার্থে-

১। ----------------------, (প্রত্যশী সংস্থ), --------------------------------,

২। উপজেলা নির্বাহি অফিসার, ---------------------------------

৩। সহকারি কমিশনার (ভূমি) --------------------------------

৪। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ---

ফরম-৯
[বিধি ১৪ উপবিধি (১) দ্রষ্টব্য]
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

নং –	তারিখ-

দখল গ্রহণের অভিপ্রায় সংবলিত
নোটিশ

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ মামলা নং- --------/--------

যেহেতু, এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য এই নোটিশ জারি করা হইল যে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ২১ নং আইন) এর ধারা ৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতা অনুযায়ী তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি সরকার/জেলা প্রশাসক কর্তৃক জনপ্রয়োজনে এবং জনস্বার্থে অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে এবং ধারা ৭ এর ক্ষমতাবলে উহার আশু দখল গ্রহণ করা প্রয়োজন।

সেহেতু উক্ত ভূমির মালিক/স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি (লিজগ্রহীতা/ভাড়াটিয়া/বর্গাদার বা আইনানুগ অন্যভাবে স্বত্ববান ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি)কে এতদ্বারা আগামি ---------------------, খ্রিষ্টাব্দ তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় নিম্নস্বাক্ষরকারীর দপ্তরে ব্যক্তিগত ভাবে বা উপযুক্ত প্রতিনিধির (লিখিত ঘোষণার কর্তৃত্বপ্রাপ্ত) মাধ্যম উপস্থিত হইয়া উক্ত সম্পত্তিতে তাহার বা তাহাদের স্বার্থের পরিমান ও স্বার্থের পরিমান অনুসারে দাবির পূর্ণ বিবরণী ও পক্ষে উপযুক্ত প্রমাণকসহ উপস্থিত হইয়া শুনানিতে অংশ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হইল।

তফসিল

জেলা-	উপজেলা-	মৌজা-	জেএল নম্বর

খতিয়ান নং	দাগ	শ্রেণি	পরিমান একর		মন্তব্য: যে মূলে দাবি- জরিপ খতিয়ান/নামখারিজ খতিয়ান/রেজিস্টার্ড দলিল/আদালতের আদেশ
			দাগে পরিমান	দাবির পরিমান	
১	২	৩	৪	৫	৬

লা প্রশাসক

জেলা প্রশাসক

ফরম-১০

[বিধি ১৫ এর উপবিধি (১) দ্রষ্টব্য]

রোয়েদাদ বহি

জেলা প্রশাসকের অফিস

ক্রমিক নম্বর/সাল	রোয়েদাদ প্রাপকের নাম ও ঠিকানা (এনআইডি নম্বর মোবাইল নম্বর বা ইমেইলসহ)	ভূমির বিবরণী		
		দাগ নম্বর	শ্রেণি	পরিমান (একরে)
১	২	৩	৪	৫

ভূমির মূল্য	অবকাঠামো ঘরবাড়ি/দালানকোঠার মূল্য (টাকা)	জলাশয়ে চাষকৃত মাছের মূল্য (টাকা)	দন্ডায়মান বৃক্ষাদির মূল্য (টাকা)	দন্ডায়মান ফসলের মূল্য (টাকা)
৬	৭	৮	৯	১০

বানিজ্যিকভাবে ব্যবহার বন্ধ/শিল্পকারখানা অপসারণ বাবদ ক্ষতিপূরণ	অন্যান্য যদি থাকে সে বাবদ ক্ষতিপূরণ	স্থাবর সম্পত্তি বাবদ মোট বাজার মূল্য	ক্ষতিপূরণ বাবদ অতিরিক্ত প্রাপ্য (টাকা)	সর্বমোট ক্ষতিপূরণ বাবদ দাবি (টাকা)	এডভাইস নম্বর ও তারিখ	মন্তব্য
১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭

ফরম-১১

[বিধি ১৫ এর উপবিধি (৪) দ্রষ্টব্য]

ক্ষতিপূরণের প্রাক্কলন

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

ভূমি অধিগ্রহণ কেস নং -

ক্ষতিপূরণের হার নির্ণয়ের বিবরণী : (ক) ভূমি-

(খ) অবকাঠামো ঘরবাড়ি/দালানকোঠার মূল্য (টাকা);

(গ) জলাশয়ে চাষকৃত মাছের মূল্য (টাকা);

(ঘ) দন্ডায়মান বৃক্ষাদির মূল্য (টাকা);

(ঙ) দন্ডায়মান ফসলের নির্ণীত মূল্য (টাকা);

(চ) বানিজ্যিকভাবে ব্যবহার বন্ধ/শিল্পকারখানা অপসারণ বাবদ ক্ষতিপূরণ (টাকা) ;

(ছ) অন্যান্য যদি থাকে ।

ক্রমিক নম্বর/সাল	ভূমির বিবরণী		
	দাগ নম্বর	শ্রেণি	পরিমান (একর)
১	২	৩	৪

ভূমির মূল্য	অবকাঠামো ঘরবাড়ি/দালানকোঠার মূল্য (টাকা)	জলাশয়ে চাষকৃত মাছের মূল্য (টাকা)	দন্ডায়মান বৃক্ষাদির মূল্য (টাকা)	দন্ডায়মান ফসলের নির্ণীত মূল্য (টাকা)
৫	৬	৭	৮	৯

বানিজ্যিকভাবে ব্যবহার বন্ধ/শিল্পকারখানা অপসারণ বাবদ ক্ষতিপূরণ (টাকা)	অন্যান্য যদি থাকে সে বাবদ ক্ষতিপূরণ (টাকা)	স্থাবর সম্পত্তি বাবদ মোট বাজার মূল্য (টাকা)	অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্য (টাকা)	সর্বমোট ক্ষতিপূরণ বাবদ দাবি (টাকা)	মন্তব্য
১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫

ফরম-১২
[বিধি ১৯ উপবিধি (১) দ্রষ্টব্য]
ক্ষতিপূরণের গ্রহণের জন্য

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

নং – তারিখ-

নোটিশ

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ মামলা নং- --------/--------

প্রাপক: ---
ভূমির মালিক/ স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি (লিজগ্রহীতা/ ভাড়াটিয়া/বর্গাদার বা আইনানুগ অন্যভাবে স্বত্ববান ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি।

এতদ্বারা স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ২১ নং আইন) সনের এর ধারা ---- উপধারা মোতাবেক নোটিশ প্রদান করা হইল যে, আপনি/আপনারা উপরি উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ মামলায় মালিক/স্বার্থবান ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ বলিয়া গণ্য হইয়াছেন এবং আমার মতানুসারে আপনাকে / আপনাদিগকে নিম্নবর্ণিত হারে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে।

প্রতি একর জমির ক্ষতিপূরণ	টাকা হারে	মোট	টাকা।
ঘরবাড়ির জন্য ক্ষতিপূরণ	টাকা হারে	মোট	টাকা।
অন্যান্য সম্পত্তি বাবদ ক্ষতিপূরণ	টাকা হারে	মোট	টাকা।

আপনার প্রাপ্য ক্ষতিপূরণের টাকার পরিমান -----------------টাকা। অতিরিক্ত ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা কানুনগো কর্তৃক স্বত্ব প্রমান সাপেক্ষে উপরি উক্ত ক্ষতিপূরনের টাকা গ্রহণের নিমিত্ত আপনি স্বয়ং বা যথাযথভাবে আপনার অনুমোদিত প্রতিনিধিকে ------- তারিখে বা তৎপূর্বে আমার নিকট হাজির হইবেন।

তারিখ :

জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষর

জেলা------

ফরম-১৩

[বিধি ২৩ এর উপবিধি (২) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

নং –   তারিখ-

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ মামলা নং- ---------/--------

(অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কার্যক্রম বাতিল ঘোষণা)

যেহেতু নিচের তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের তারিখ হইতে ১২০ কার্য দিবসের মধ্যে ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রদেয় অর্থ প্রদান বা জমা করা হয় নাই এবং ইহার জন্য উক্ত সম্পত্তির মালিক বা স্বার্থবান ব্যক্তিগণ দায়ি নহেন।

সেহেতু, এক্ষণে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ২১ নং আইন) এর ধারা ১৪ উপধারা (১) অনুসারে আমি ঘোষণা করিতেছি যে, --------- তারিখ হইতে নিম্নোক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে গৃহীত অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কার্যধারা বাতিল করা হইল।

জেলা-   উপজেলা-   মৌজা-   জেএল নম্বর

খতিয়ান নং	দাগ	শ্রেণি	পরিমান একর	মন্তব্য জরিপ খতিয়ান/নামখারিজ খতিয়ান জরিপ শ্রেণি/বাস্তব শ্রেণি

জেলা প্রশাসক

ফরম-১৪
[বিধি ২৩ এর উপবিধি (৬) দ্রষ্টব্য]
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

নং –   তারিখ-

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ মামলা নং- ---------/--------
(সরকারের অনুমোদনক্রমে অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কার্যক্রম বাতিল ঘোষণা)

যেহেতু স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ২১ নং আইন)এর অধীনে নিম্নোক্ত তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ------- নং মামলার কার্যধারা --------------- তারিখে শুরু করা হইয়ছিল। অথচ যেহেতু নিচের তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের তারিখ হইতে ১২০ কার্য দিবসের মধ্যে প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রদেয় অর্থ প্রদান বা জমা করা হয় নাই

সেহেতু আইনের ধারা উপধারা বর্ণিত ক্ষমতাবলে আমি সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিয়া উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণসম্পর্কিত সমুদয় কার্যধারা প্রত্যাহার/রদ করিলাম।

জেলা-   উপজেলা-   মৌজা-   জেএল নম্বর

খতিয়ান নং	দাগ	শ্রেণি	পরিমান একর	মন্তব্য জরিপ খতিয়ান/নামখারিজ খতিয়ান জরিপ শ্রেণি/বাস্তব শ্রেণি
১	২	৩	৪	৫

জেলা প্রশাসক

ফরম-১৫
[বিধি ২৪ এর উপবিধি (১) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

নং –   তারিখ-

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ মামলা নং- --------/--------

দখল গ্রহণের ঘোষণা

যেহেতু, নিচে তফসিল বর্ণিত ভূমি স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ২১ নং আইন) অনুসারে অধিগ্রহণ করা হইয়াছে এবং উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে বা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে।

সেহেতু, এক্ষণে আমি ঘোষণা করছি যে, উক্ত আইনের ধারা ১৩ অনুযায়ি নিচে তফসিল বর্ণিত অধিগ্রহণকৃত ভূমি এই ঘোষণা দ্বারা সম্পূর্ণ দায়মুক্ত হইয়া সরকারে অর্পিত হইল।

তফসিল

জেলা-   উপজেলা-   মৌজা-   জেএল নম্বর

খতিয়ান নং	দাগ	শ্রেণি	অধিগ্রহণকৃত পরিমান একর	মন্তব্য জরিপ খতিয়ান/নামখারিজ খতিয়ান জরিপ শ্রেণি/বাস্তব শ্রেণি
১	২	৩	৪	৬

সাক্ষী-
১।
২।
৩।

জেলা প্রশাসকের পক্ষে-
নাম,পরিচিতি নম্বর,পদবীসহ সিল

ফরম-১৬

[বিধি ২৫ এর উপবিধি (২) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

নং –   তারিখ-

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ মামলা নং- --------/--------

বিষয়: প্রত্যাশী সংস্থাকে অধিগ্রহণকৃত ভূমির দখল প্রদান।

যেহেতু, নিচে তফসিল বর্ণিত ভূমি স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ২১ নং আইন) অনুসারে অধিগ্রহণ করা হইয়াছে এবং উহার দখল সম্পূর্ণ দায়মূক্ত হইয়া সরকারে অর্পিত হইয়াছে।

সেহেতু এক্ষণে সরকার/জেলা প্রশাসকের পক্ষে এতদ্বারা নিচে তফসিল বর্ণিত ভূমি প্রত্যাশী সংস্থা---------------------------------- নামে পক্ষে -- পদবি-------------------------------,--- এর নিকট দখল হস্তান্তর করা হইলো।

শর্ত: ক) ৪ধারা নোটিশ জারির সন হইতে প্রাপ্য ভূমি উন্নয়ন কর প্রত্যঅশী সংস্থার নিকট আদায়যোগ্য হইবে।

খ) গেজেট নোটিফিকেশন প্রাপ্তির অনধিক ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে প্রত্যাশী সংস্থানিজ নামে নামজারি ও জমা খারিজ আবেদন দাখিল করিবে।

তফসিল

জেলা-   উপজেলা-   মৌজা-   জেএল নম্বর

খতিয়ান নং	দাগ	শ্রেণি	অধিগ্রহণকৃত পরিমান একর	মন্তব্য জরিপ খতিয়ান/নামখারিজ খতিয়ান জরিপ শ্রেণি/বাস্তব শ্রেণি
১	২	৩	৪	৬

দখলগ্রহণকারী   দখল অর্পনকারী

প্রত্যাশী সংস্থা ------------------------------- এর পক্ষে-   জেলা প্রশাসকের পক্ষে-

নাম,পরিচিতি নম্বর,পদবীসহ সিল   নাম,পরিচিতি নম্বর,পদবীসহ সিল

ফরম-১৭
[বিধি ২৫ এর উপবিধি (৪) দ্রষ্টব্য]
গেজেটে প্রকাশের জন্য ফরম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

নং –   তারিখ-

বিষয়: ------------------------------,------------------ এর অনুকূলে ভূমি অধিগ্রহণ আদেশ।

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী ---------------------------, --------------------- এর প্রস্তাবিত নিম্ন তফসিল বর্ণিত ভূমি স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন ২০১৭ (২০১৭ সনের ২১ নং আইনের র ----------- ধারার ক্ষমতাবলে জনপ্রয়োজনে ও জনস্বার্থে অধিগ্রহণ করিয়াছি। আইন ও বিধির আলোকে অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন করিয়া ------------------------- দখল অর্পন করা হইয়াছে এবং ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে। উল্লিখিত আইন ও উহার অধীনে প্রনীত বিধমালা অধীনে তফসিল বর্ণিত ভূমির স্বত্ব ও স্বার্থ ----------------------------- এর নামে ঘোষিত হইল।
ইহা জনস্বার্থে প্রকাশ করা হইল।

জেলা-   উপজেলা-   মৌজা-   জেএল নম্বর

খতিয়ান নং	দাগ	পরিমান একর
১	২	৪

জেলা প্রশাসক

ফরম-১৮
(বিধি ২৮ এর উপবিধি (১)দ্রষ্টব্য)
চুক্তিনামা
(ধারা ৪ এর নোটিশ জারির পূর্বে ব্যক্তি বা বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক চুক্তিনামা দাখিল)

যেহেতু নিম্নোক্ত তফসিল বর্ণিত ভূমি মোট -----একর আমার / আমাদের প্রয়োজন এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ২১ নং আইন) এর অধীন উক্ত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণের কার্যধারা আরম্ভ হওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

সেহেতু এক্ষেণে উল্লিখিত ভুমি আমাদের প্রয়োজন বিধায় আমি বা আমরা এতদ্বারা চুক্তি ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইতেছি যে, আমরা আইন ও এই বিধিমালার এবং সরকারের বলবৎ যে কোন আদেশের শর্তাবলী পালন করিব এবং উক্ত ভূমি ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ প্রদান ও অন্যান্য আইনানুগ দাবি পূরণ করিব।

তফসিল:

জেলা- উপজেলা- মৌজা- জেএল নম্বর-

খতিয়ান নং	দাগ	শ্রেণি	পরিমান একর		মন্তব্য জরিপ খতিয়ান/নামখারিজ খতিয়ান জরিপ শ্রেণি/বাস্তব শ্রেণি
			রেকর্ডীয় পরিমান	অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবনীয় পরিমান	
১	২	৩	৪	৫	৬

ঠিকানাসহ সাক্ষীদের স্বাক্ষর

প্রত্যাশী সংস্থা /ব্যক্তিদের ঠিকানাসহ নাম ও স্বাক্ষর
জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষরসহ সিল

ফরম-১৯

[বিধি ২৮ এর উপবিধি (৩)দ্রষ্টব্য]

চুক্তিনামা

(হস্তান্তর দলিল)

এই চুক্তিনামা,যাহার একপক্ষ বাংলাদেশ সরকার (পরে সরকার নামে অভিহিত হইবে) এবং অপরপক্ষ .... যার অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা... (পরে বেসরকারি প্রত্যাশী সংস্থা নামে অভিহিত হইবে) এর মধ্যে অদ্য ...... সনের .... মাসের .... তারিখে সম্পাদিত হল:

ক) যেহেতু .... মাসে প্রত্যাশী সংস্থা জেলা প্রশাসক .... এর নিকট স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ২১ নং আইন)-এর অধীনে .... স্থাপনের জন্য নিম্ন তফসিল সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাব দাখিল করিয়াছেন এবং সরকার সন্দেহাতীতভাবে উহা গ্রহণ করিয়াছেন যে, প্রস্তাবিত অধিগ্রহণ জনপ্রয়োজনে আবশ্যক এবং ঐ কাজের ফলাফল জনসাধারণের উপকারে আসিবে, সেহেতু নিম্নবর্ণিত তফসিলের সম্পত্তি প্রত্যাশী সংস্থার পক্ষে সরকার অধিগ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছে:

এবং যেহেতু অধ্যাদেশের ১৭ ধারার বিধান অনুযায়ী প্রত্যাশী সংস্থা সরকারের সাথে ....তারিখে চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছেন এবং প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন যে বেসরকারি প্রত্যাশী সংস্থা ঐ ভূমির জন্য যাবতীয় ক্ষতিপূরণ এবং অন্যান্য খরচাদি সরকারকে প্রদান নির্দেশিত সময়ে প্রদান করিবেন।

এবং যেহেতু জেলা প্রশাসক .... অধ্যাদেশের ২২ ধারাবলে ক্ষতিপূরণের রোয়েদাদ প্রস্তুত করিয়াছেন এবং ১৩ ধারাবলে দখল গ্রহণ করিয়াছেন যাহা সম্পূর্ণ দায়হীনভাবে সরকারে পরিপূর্ণভাবে ন্যাস্ত হইয়াছে।

এবং যেহেতু প্রত্যাশী সংস্থা জেলা প্রশাসক,...............এর নিকট .... তারিখে .... টাকা (কথায়) .... দাবিকৃত অর্থ জমা প্রদান করিয়াছেন এবং যেহেতু আরও অতিরিক্ত টাকা দাবি করলে প্রত্যাশী সংস্থা জমা দেওয়ার জন্য অংগীকাররাবদ্ধ আছেন।

অতএব, এ চুক্তিনামা সাক্ষ্য প্রদান করে যে, কথিত অংগীকারনামার শর্তবলে সংযুক্ত নকশায় চিহ্নিত এবং তফসিল বর্ণিত সকল সম্পত্তি অথবা ভূমি, বেসরকারি প্রত্যাশী সংস্থাকে সরকার কর্তৃক (রাজস্ব কর্তৃপক্ষ) কর্তৃক ধার্যকৃত ভাড়া তৎসহ প্রযোজ্য সরকারে আদেশে ধার্য কোন কর ও ভ্যাট প্রয়োগযোগ্য হইলে তাহা নিয়মিত পরিশোধ করিবার শর্ত প্রদান করিলেন এবং এতদ্বারা অংগীকার এবং ঘোষণা করা হইল যে, যদি কোন সময় (সরকারের লিখিত অনুমোদন ব্যতীত) অতঃপর উক্ত ভূমি বা উহার কোন অংশ বেসরকারি প্রত্যাশী সংস্থা অধিগ্রহনের প্রস্তবনায় বিধৃত উদ্দেশ্য ব্যতিত অন্য কোন উদ্দেশ্যে অথবা এর আনুষঙ্গিক কাজ ব্যতিত অন্য কোন উদ্দেশ্যে উক্ত সম্পত্তি ব্যবহার করে অথবা যদি উক্ত সম্পত্তি এই হস্তান্তরনামা নিবন্ধন সম্পাদনের তারিখ হইতে পর পর ন্যূনতম ১২ মাস অব্যবহৃত অবস্থায় থাকে, অথবা বেসরকারি প্রত্যাশী সংস্থার প্রয়োজন শেষ হইয়া যায়, তবে বেসরকারি প্রত্যাশী সংস্থা এই চুক্তিনামাভূক্ত সম্পত্তি সমর্পণ করিবেন এবং সরকার এই সম্পত্তি স্ব-উদ্যোগে দখল গ্রহণ করিতে পারিবে এবং দখল গ্রহন করা বিষয়ে সরকার লিখিত ঘোষণা প্রদান করিলে উহা সম্পূর্ণরূপে সরকারে বর্তাইবে;

এবং সরকার বেসরকারি প্রত্যাশীত সংস্থা সরকার কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া ঘরবাড়িসহ অন্যান্য স্থাপনা ধার্য তারিখের মধ্যে অপসারণ না করিলে সরকার বাসরকারের আদেশে জেলা প্রশাসক উক্ত সম্পত্তি হয় নিলামে বিক্রয় করিবেন এবং দখলগ্রহণ ও বিক্রয় বাবদ খরচাদি বাদ দিয়া অবশিষ্ট বিক্রয়লব্ধ টাকা বেসরকারি প্রত্যাশী সংস্থাকে ফেরত প্রদান করিবেন অথবা সরকার উহা সরকারি প্রয়োজনে ব্যবহারের উদ্দেশে দখল ও স্বত্ব সংরক্ষণ করিতে পারিবে। সরকার সরকার এইরূপে দখল ও স্বত্ব সংরক্ষণ করিলে সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ বাবদ যে টাকা বেসরকারি প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হতে গ্রহণ করিয়াছে উক্ত পরিমান অর্থ হইতে দখল প্রদানকালে দন্ডায়মান বৃক্ষাদি বা স্থাপনা থাকিলে উহাদের অস্তিত্বহীনতার কারণে জেলা প্রশাসক নির্ণীত সরকারের ক্ষতি ও অধিগ্রহণের ব্যয় বাদ গৃহীত বা সম্পত্তির মূল্যের ক্ষতিপূরণ বাবদ গৃহীত অতিরিক্ত অর্থ ব্যতিত, বাদ দিয়া অবশিষ্ট অর্থ ফেরত প্রদান করিবেন।
এই চুক্তিনামা কোনভাবেই অধিগ্রহণকৃত ও দখল অর্পনকৃত ভূমিতে বেসরকারি প্রত্যাশী সংস্থার মালিকানা অর্জনের অধিকার প্রদান করিবে না এবং এ চুক্তিতে বা পরবর্তীতে সরকার ধার্যকৃত ভাড়া ব্যতীত কোন ভূমি উন্নয়ন কর আদায়যোগ্য হইবে না।

দলিলের বিষয়বস্তু বা উহার কোন সুবিধাজনক দফা অথবা উহাতে অন্তর্ভুক্ত যে বিষয় কোন বিরোধ অথবা মতর্পাথক্য দেখা দিলে উহা নিষ্পত্তির জন্য সরকারের নিকট প্রেরণ করা হইবে এবং এই বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং পক্ষদের উপর পালনীয় হবে।

তফসিল

তফসিল:

জেলা- উপজেলা- মৌজা- জেএল নম্বর-

খতিয়ান নং	দাগ	শ্রেণি	পরিমান একর		মন্তব্য জরিপ খতিয়ান/নামখারিজ খতিয়ান জরিপ শ্রেণি/বাস্তব শ্রেণি
			রেকর্ডীয় পরিমান	অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবনীয় পরিমান	
১	২	৩	৪	৫	৬

চৌহদ্দি: উত্তরে-পূর্বে-পশ্চিমে-দক্ষিণে সাক্ষীদের সম্মুখে ব্যক্তি/সংস্থা এবং সরকার নিজ নিজ পক্ষে সাধারণ সীলমোহরসহ দস্তখত করবেন।

.... বেসরকারি প্রত্যাশী সংস্থার সাধারণ সীলমোহর সাধারণের সম্মুখে লাগানো হইল
অফিস প্রধান/প্রধান/নির্বাহী পরিচালক
সীলমোহর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে
জেলার জেলা প্রশাসক কর্তৃক সহিকৃত
সীলমোহরযুক্ত তথ্য প্রদত্ত হইল।

সাক্ষীর নাম, এনআইডি নম্বর, ঠিকানা ও স্বাক্ষর:

১।
২।

স্বাক্ষর
জেলা প্রশাসক

ফরম-২০

[বিধি ৩০ এর (২) দ্রষ্টব্য]

বরাবর,

জেলা প্রশাসক

--------------------------।

বিষয়: স্থাবর সম্পত্তি হুকুম দখলের জন্য প্রস্তাব দাখিল।

মহোদয়,

যথথাযথ সম্মানসহ বাংলাদেশ সরকারের ----------------------মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীন -------------------------------- অধিদপ্তর/সংস্থার কর্তৃক জনপ্রয়োজন ও জনস্বার্থে উন্নয়ন প্রকল্প আওতায় --- প্রকল্প বাস্তবায়নে ---------------------------------------জেলার ---------------------------- উপজেলায়/সিটি কর্পোরেশনের -------------------- নং জেএল ও -- মৌজা/মৌজা সমুহের নূন্যতম কম বেশি মোট --------------- একর স্থাবর সম্পত্তি (ভূমি) হুকুম দখল করা প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় সকল কাগজাদির ৫ (পাঁচ) সেট এই সাথে সংযুক্ত করা হইল এবং চাহিত মোতাবেক অন্যান্য কাগজাদি সরবরাহ করা হইবে। উল্লেখ যে, --------------- একর ভূমি হুকুম দখল বিষয়ে সরকারের সম্মতি আছে এবং আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে।

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ আইন, ২০১৭ এবং উহার অধীনে প্রণীত বিধিমালার বিধান অনুসারে প্রার্থীত পরিমান কমবেশি --------------- একর ভূমি হুকুম দখল ক্রমে দখল হস্তান্তরের জন্য অনুরোধ করা হইল।

সংযুক্ত: ফিরিস্তি আকারে সংযুক্তি পৃথক কাগজে দেওয়া হইল।

আপনার বিশ্বস্ত,

মোবাইল-

ই-মেইল-

ফরম-২১
(বিধি ৩৩ এর উপবিধি (৬) দ্রষ্টব্য)
জেলা প্রশাসকের কার্যলয়

স্থাবর সম্পত্তি হুকুম দখল রেজিস্টার

ক্রমিক নং	ভূমি হুকুম কেস নং	প্রস্তাব প্রাপ্তির তারিখ	প্রত্যাশী সংস্থার নাম (সরকারি দপ্তর/সংস্থা বা বেসরকারি সংস্থা/ব্যক্তি)	বেসরকারি ব্যক্তি বা সংস্থার জন্য স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে পূর্বানুমোদন গ্রহণের সুত্রসহ তারিখ	হুকুম দখলের জন্য প্রস্তাবের উদ্দেশ্য
১	২	৩	৪	৫	৬

প্রস্তাবিত ন্যূনতম জমির পরিমান (একরে)	সরকারের অনুমোদনের তারিখ ও পত্র নম্বর	হুকুম দখলের জন্য প্রাথমিক নোটিশ জারির তারিখ	হুকুম দখলের আদেশ জারির তারিখ	প্রত্যাশী সংস্থাকে হুকুম দখল কৃত ভূমি হস্তান্তরের তারিখ	হুকুম দখলের মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ
৭	৮	৯	১০	১১	১২

মেয়াদ বৃদ্ধির তারিখ	বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ	রোয়েদাদ প্রত্যাশী সংস্থার নিকট প্রেরণের তারিখ	প্রত্যাশী সংস্থা হইতে অর্থ প্রাপ্তির তারিখ এবং মোট অর্থের পরিমান	ক্ষতিপূরণের অর্থ গ্রহণের জন্য নোটিশ জারির তারিখ	গেজেট প্রকাশের তারিখ
১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮

ফরম-২২
[বিধি ৩৪ উপবিধি (১) দেখুন]
জেলা প্রশাসকের কার্যলয়

নং- তারিখ-------------

স্থাবর সম্পত্তি হুকুমদখল আদেশ

হুকুম দখল মামলা নম্বর- ---------/ ---------------

যেহেতু তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি সরকারের প্রয়োজনে এবং জনস্বার্থে ও জনপ্রয়েজনে হুকুমদখল করা প্রয়োজন; অতএব এখন ২০১৭ সনের ২১নং আইনের ধারা ২০ এর উপধারা (১) এর ক্ষমতাবলে আমি উক্ত সম্পত্তি হুকুমদখল করিলাম এবং এই মর্মে নির্দেশ দিতেছি যে,,

জনাব......
ঠিকানা............
উক্ত সম্পত্তির মালিক/দখলকার
(ক) আমার পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসারের নিকট .... তারিখে সম্পত্তির দখল হস্তান্তর করিবে।
(খ) নিম্নে ‘খ’ তফসিলে বণিৃত সমুদয় অস্তাবর সম্পত্তি অথবা আমার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন অফিসার কর্তৃক উল্লিখিত অন্য কোন অস্থাবর সম্পত্তি সরাইয়া ফেলিবেন।
(গ) সম্পত্তিটি কোনরকমভাবে নিষ্পত্তি করিবেন না যেন এই আদেশনামা বলবৎ থাকা পর্যন্ত সম্পত্তিটি আমার ইচ্ছাকৃত ব্যবহারে কোনরকম দ্বন্দ্ব সৃষ্টি অথবা হস্তক্ষেপ করা না হয়।

তফসিল:

জেলা- উপজেলা- মৌজা- জেএল নম্বর-

খতিয়ান নং	দাগ	শ্রেণি	পরিমান একর		মন্তব্য জরিপ খতিয়ান/নামখারিজ খতিয়ান জরিপ শ্রেণি/বাস্তব শ্রেণি
			রেকর্ডীয় পরিমান	অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবনীয় পরিমান	
১	২	৩	৪	৫	৬

ভবন/বৃক্ষাদি থাকিলে উহার বিবরণী নিচে উল্লেখ করিবেন-

ভবন সংখ্যা ও প্রকৃতি (কাঁচা/পাকা/----- তলা বিশিষ্ট)	মোট আয়তন (বর্গমিটারে)	ফসল/বৃক্ষাদি/অন্যান্য (যদি থাকে)	পরিমান একর/সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫

তারিখ ....

জেলা প্রশাসক
................জেলা

ফরম-২৩

[বিধি ৩৪ উপবিধি (৪) দেখুন]

জেলা প্রশাসকের কার্যলয়

নং---------------   তারিখ-

সম্পত্তি হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি প্রত্যাশী সংস্থাকে দখল অর্পন

হুকুম দখল মামলা নম্বর- ---------/ ---------------

যেহেতু তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি জনস্বার্থে ও জন প্রয়োজনে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ২০১৭ সনের ২১নং আইনের ধারা ২০ এর অন্তর্গত (১) উপধারার ক্ষমতাবলে আমি উক্ত সম্পত্তি হুকুমদখল করা হইয়াছে এবং দখল গ্রহন করা হইয়াছে।

এক্ষণে উক্ত স্থাবর সম্পত্তি দখল অর্পণের তারিখ হইতে ২ (দুই) বছরের অর্থাৎ আগামি ---------------- তারিখ ইহা যে উদ্দেশ্যে হুকুম দখল গ্রহণ করা হইয়াছে সে উদ্দেশে ব্যবহারে জন্য দখল অর্পন করা হইল। উল্লেখ যে এই সম্পত্তি আইন ও বিধির অনুসারে হুকুম দখলের মেয়াদ বৃদ্ধিযোগ্য হইবে।

তফসিল:

জেলা-   উপজেলা-   মৌজা-   জেএল নম্বর-

খতিয়ান নং	দাগ	শ্রেণি	পরিমান একর		মন্তব্য জরিপ খতিয়ান/নামখারিজ খতিয়ান জরিপ শ্রেণি/বাস্তব শ্রেণি
			রেকর্ডীয় পরিমান	অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবনীয় পরিমান	
১	২	৩	৪	৫	৬

ভবন/বৃক্ষাদি থাকিলে উহার বিবরণী নিচে উল্লেখ করিবেন-

ভবন সংখ্যা ও প্রকৃতি (কাঁচা/পাকা/----- তলা বিশিষ্ট)	মোট আয়তন (বর্গমিটারে)	ফসল/বৃক্ষাদি/অন্যান্য (যদি থাকে)	পরিমান একর/সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫

দখল গ্রহণকারী
অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা এর পক্ষে-
নাম,স্বাক্ষরসহ সীল

দখল অর্পনকারী-
জেলা প্রশাসকের পক্ষে
নাম,স্বাক্ষরসহ সীল

তারিখ ....

ফরম-২৪

[বিধি ৩৬ এর উপবিধি (৫) দ্রষ্টব্য]

ভূমি হুকুম দখলের রোয়েদাদ বহি

জেলা প্রশাসকের অফিস

ক্রমিক নম্বর/সাল	ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি/স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা	ভূমির বিবরণী		
		দাগ নম্বর	শ্রেণি	পরিমান (একর)
১		২	৩	৪

ভূমির নির্ণীত ভাড়া	অবকাঠামো ঘরবাড়ি/দালানকোঠার ভাড়া (টাকা)	দন্ডায়মান বৃক্ষাদির মূল্য (টাকা)	ফসলের বাবদ ক্ষতিপুরণ (টাকা)
৫	৬	৭	৮

বানিজ্যিকভাবে ব্যবহার বন্ধ/শিল্পকারখানা অপসারণ বাবদ ক্ষতিপূরণ (টাকা)	অন্যান্য যদি থাকে সে বাবদ ক্ষতিপূরণ (টাকা)	মোট ক্ষতিপূরণ (টাকা)	অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্য (টাকা)	সর্বমোট ক্ষতিপূরণ বাবদ দাবি (টাকা)	এডভাইস নম্বর ও তারিখ
৯	১০	১১	১২	১৩	১৪

-

ফরম-২৫

(বিধি ৩৬ এর উপবিধি (৬)

জেলা প্রশাসকের কার্যলয়

নং- তারিখ-

ভূমি হুকুম দখলজনিত ক্ষতিপূরণের প্রাক্কলন

ভূমি হুকুম দখল কেস নং-

ক্রমিক নম্বর/সাল	ভূমির বিবরণী		
	দাগ নম্বর	শ্রেণি	পরিমান (একর)
১	২	৩	৪

ভূমির নির্ণীত ভাড়া	অবকাঠামো ঘরবাড়ি/দালানকোঠার ভাড়া (টাকা)	দন্ডায়মান বৃক্ষাদির মূল্য (টাকা)	ফসলের বাবদ ক্ষতিপুরণ (টাকা)
৫	৬	৭	৯

বানিজ্যিকভাবে ব্যবহার বন্ধ/শিল্পকারখানা অপসারণ বাবদ ক্ষতিপূরণ (টাকা)	অন্যান্য যদি থাকে সে বাবদ ক্ষতিপূরণ (টাকা)	মোট ক্ষতিপূরণ (টাকা)	অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্য (টাকা)	সর্বমোট ক্ষতিপূরণ বাবদ দাবি (টাকা)	মন্তব্য
১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫

-

ফরম নং-২৬

(বিধি ৩৯ এর উপবিধি (১) দ্রষ্টব্য)

জেলা প্রশাসকের কার্যলয়

নং - তারিখ-

(সম্পত্তি হুকুমদখল মুক্ত ঘোষণা)

হুকুমদখল মামলা নং ....

যেহেতু স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন,২০১৭ এর ধারার ধারা ২০ এর উপধারা (১) এর ক্ষমতাবলে .... তারিখ .... আদেশে নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি হুকুমদখল করা হইয়াছিল, যেহেতু উক্ত সম্পত্তির ---------------- তারিখে হস্তান্তর করা হইয়াছিল এবং যেহেতু --------------------- তারিখে দুই বৎসর উত্তীর্ণ হইবে এবং যেহেতু হুকুম দখল মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য আবেদন করা হয় নাই / হুকুম দখল মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য আবেদন সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয় নাই;

সেহেতু উক্ত সম্পত্তি দখল মুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে এবং আগামি ------------- তারিখ হইতে উহার হুকুম দখলের অবসান হইবে।

তফসিল:

জেলা- উপজেলা- মৌজা- জেএল নম্বর-

খতিয়ান নং	দাগ	পরিমান একর ও স্থাপনা/বৃক্ষাদি থাকিলে উহার বিবরণ
১	২	৩

তারিখ ....

জেলা প্রশাসক

................জেলা

অবগতি ও কার্যার্থে-

০১।

০২।

ফরম নং-২৭
(বিধি ৩৮ এর উপবিধি (৬) দ্রষ্টব্য)

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

নং- তারিখ-

(হুকুম দখলমুক্ত ঘোষণাকৃত সম্পত্তির দখল হস্তান্তর ও গ্রহন)
হুকুম দখল মামলা নং ....

যেহেতু স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন,২০১৭ এর ধারার ধারা ২০ এর উপধারা (১) এর ক্ষমতাবলে .... তারিখ .... আদেশে নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি হুকুমদখল করা হইয়াছিল, যেহেতু উক্ত সম্পত্তির ---------------- তারিখে উক্ত সম্পত্তি দখল মুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে এবং ----------------- উহার হুকুম দখলের অবসান হইলে সরকার পক্ষে প্রতিনিধি প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হইতে দখল গ্রহন করিয়াছে। এক্ষণে, আপনাকে ----------------------------- তারিখে নিজে বা প্রতিনিধির মাধ্যমে উপস্থিত থাকিয়া দখল গ্রহনের জন্য অনুরোধ করা হইল।আপনার বা আপনার প্রতিনিধির অনুপস্থিতি রহিলে এই আদেশ দ্বারা উহা হুকুম দখলমুক্ত হইয়া আপনার অনুকুলে হস্তান্তরিত মর্মে গণ্য হইবে।

তফসিল:

জেলা- উপজেলা- মৌজা- জেএল নম্বর-

খতিয়ান নং	দাগ	পরিমান একর ও স্থাপনা/বৃক্ষাদি থাকিলে উহার বিবরণ
১	২	৩

প্রাপক: ---------------------------------------

তারিখ ....

জেলা প্রশাসক
................জেলা

অবগতি ও কার্যার্থে-
০১।
০২।

ফরম-২৮

[বিধি ৪৬ এর উপবিধি (৩)]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

অধিগ্রহণ/হুকুম দখল কেস নং/মিস কেস নং-

এক সংস্থা হইতে অন্যসংস্থার অনুকুলে জমি হস্তান্তর পুণঃ গ্রহণকৃত ভূমি গেজেটে প্রকাশনার জন্য

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী ঘোষণা করছি যে, যেহেতু, তফসিল বর্ণিত ভূমি ---------------------------------- /------ সন অধিগ্রহণ কেস নং- --------------------------------------মূলে অধিগ্রহণক্রমে ------------------------------ এর অনুকুলে হস্তান্তরিত ভূমি জনপ্রয়োজনে ও জনস্বার্থে সরকার বরাবরে পুণঃগ্রহন করা হইয়াছে এবং এতদ্বারা উহার উক্ত ভূমি স্বত্ব ও স্বার্থ অবলুপ্ত হইয়াছে, যেহেতু উক্ত ভূমি সরকারের অনুমোদন প্রাপ্ত হইয়া একই কারণে একই তফসিল ভূমি হাল -- প্রত্যাশীত সংস্থার নামে হস্তান্তর করা হইয়াছে। সেহেতু স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন.২০১৭ এবং উহার অধীনে প্রণীত বিধিমালার ও সরকারের যে কোন বলবৎ আদেশের অধীনে তফসিলভূক্ত ভূমি /ভূমিসহ স্থাপনাতে বিদ্যমান অবস্থায় ইহার স্বত্ব ও স্বার্থ নিশ্চিত হইল এবং উহার ব্যবহার পরিচালিত হইবে।

তফসিল:

জেলা- উপজেলা- মৌজা- জেএল নম্বর-

খতিয়ান নং	দাগ	পরিমান একর	মন্তব্য (স্থাপনা বা বৃক্ষাদির বিবরণ)
১	২	৩	

জেলা প্রশাসক

অবগতির জন্য –

১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২। বিভাগীয় কমিশনার, --

অবগতি ও কার্যার্থে –

৩। সহকারি কমিশনার (ভূমি),---------------------,-------------------------------।

ফরম-২৯

[বিধি ৪৭ উপবিধি (২)]

পুণঃ গ্রহণের কেস রেজিস্টার

পুণঃগ্রহণ কেস নং/সন	হাল প্রত্যাশীত সংস্থা	পূর্বের প্রত্যাশী সংস্থা, যাহার নিকট হইতে ভূমি পুণঃগ্রহণ করা হইবে।	অধিগ্রহণ কেস নম্বর	গেজেট নং – প্রকাশের তারিখ
১	২	৩	৪	৫

অধিগ্রহণকৃত মোট ভূমির পরিমান	পুণঃগ্রহণকৃত ভূমির পরিমান	পুণঃগ্রহনের চূড়ান্ত আদেশের তারিখ ও সংক্ষিপ্ত আদেশ	পুণঃগ্রহনের পরে হাল প্রত্যাশীত সংস্থার অনুকুলে ভূমি হস্তান্তরের তারিখ	গেজেট নং – প্রকাশের তারিখ
৬	৭	৮	৯	১০

নির্ণীত মূল্য টাকা	অর্থ প্রাপ্তির তারিখ ও মোট প্রাপ্ত টাকা	পূর্বতন প্রত্যাশী সংস্থার অনকুলে অর্থ ছাড় করার চেক নম্বর ও টাকার পরিমান	মন্তব্য
১১	১২	১৩	১৪

ফরম-৩০

[বিধি ৪৭ উপবিধি (৩)]

জেলা প্রশাসকের কার্যলয়

নং- তারিখ-

পুণঃ গ্রহণের নোটিশ।

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ এর ২১ নং আইন) এর ১৯ ধারার বিধানবলে /সরকারের/কমিশনারের অনুমোদন গ্রহণক্রমে নিম্ন বর্ণিত তফসিল বর্ণিত ভূমি যাহা ---------------/সাল মাধ্যমে অধিগ্রহণ করা হইয়াছিল, উল্লিখিত আইনের ধারা ১৯ এর উপধারা (২) শর্তাধীনে ------------------------ অধিগ্রহণকৃত ভূমি সমর্পনযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হওযায় আইনের ১৯(২) ধারা মোতাবেক মোতাবেক কেন তয়সিল বর্ণিত ভূমি সরকারে সমর্পনের আদেশ প্রদান করা হইবে আগামি ---------------------- তারিখের মধ্যে জবাব দাখিলের জন্য অনুরোধ করা হইল।

ক) ভূমির তফসিল:

জেলা- উপজেলা- মৌজা- জেএল নম্বর

খতিয়ান নং	দাগ	শ্রেনি	পরিমান একর
১	২		৪

প্রাপক: ---------------------------------

জেলা প্রশাসক

ফরম-৩১
[বিধি ৪৭ উপবিধি (৬) দ্রষ্টব্য]

জেলা প্রশাসকের কার্যলয়

নং- তারিখ-

পুণঃ গ্রহণের ভূমি সমর্পনের আদেশ

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ এর ২১ নং আইন) এর ১৯ ধারার বিধানবলে /সরকারের/কমিশনারের অনুমোদন গ্রহণক্রমে নিম্ন বর্ণিত তফসিল বর্ণিত ভূমি যাহা ---------------/সাল মাধ্যমে অধিগ্রহণ করা হইয়াছিল, উল্লিখিত আইনের ধারা ১৯ এর উপধারা (২) শর্তাধীনে ------------------------ অধিগ্রহণকৃত ভূমি সমর্পনযোগ্য মর্মে নিশ্চিত হওয়ায় আইনের ধারা ১৯ উপধারা (২) মোতাবেক আপনাকে বা আপনার প্রতিনিধির মাধ্যমে আগামি -------------------- তারিখের মধ্যে তফশিল বর্ণিত ভূমি সমর্পনের জন্য অনুরোধ করা হইল। উক্ত তারিখের পরে সমুদয় সম্পত্তি সরকারেসমর্পনকৃত মর্মে গণ্য হইবে।

ক) ভূমির তফসিল:
জেলা- উপজেলা- মৌজা- জেএল নম্বর

খতিয়ান নং	দাগ	শ্রেনি	পরিমান একর
১	২		৪

প্রাপক: ---------------------------------

জেলা প্রশাসক

অবগতির জন্য –

সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়---------------

বিভাগীয় কমিশনার, -------------------- বিভাগ, -----------------।

ফরম-৩২

[বিধি ৪৭ উপবিধি (৯)]

জেলা প্রশাসকের কার্যলয়

নং- তারিখ-

অধিগ্রহণকৃত ভূমি পুণঃ গ্রহণের আদেশ ।

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ এর ২১ নং আইন) এর ১৯ ধারার বিধানবলে /সরকারের/কমিশনারের অনুমোদন গ্রহণক্রমে নিম্ন বর্ণিত তফসিল বর্ণিত ভূমি যাহা ----------------/সাল মাধ্যমে অধিগ্রহণ করা হইয়াছিল, উল্লিখিত আইনের ধারা ১৯ এর উপধারা (২) শর্তাধীনে ------------------------ অধিগ্রহণকৃত ভূমি সমর্পন করিয়াছে/সমর্পন করা হইয়াছে গণ্যে সরকারে দায়হীনভাবে ন্যাস্তকৃত হইল এবং সমুদয় ভূমি খাস খতিয়ানভূক্ত করা হইল।

ক) ভূমির তফসিল:

জেলা- উপজেলা- মৌজা- জেএল নম্বর

খতিয়ান নং	দাগ	শ্রেনি	পরিমান একর
১	২		৪

জেলা প্রশাসক

ফরম-৩৩
(বিধি ৪৮ দ্রষ্টব্য)
হুকুম দখলকৃত সম্পত্তির গেজেট

জেলা প্রশাসকের কার্যলয়

নং- তারিখ-

গেজেট প্রকাশনা

বিষয়: ------------------------------,------------------ এর অনুকুলে ভূমি হুকুম দখল আদেশ।

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী ---------------------------, --------------------- এর প্রস্তাবিত নিম্ন তফসিল বর্ণিত ভূমি স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন ২০১৭ (২০১৭ সনের ২১ নং আইনের র ----------- ধারার ক্ষমতাবলে জনপ্রয়োজনে ও জনস্বার্থে হুকুম দখল করিয়াছি। আইন ও বিধির আলোকে হুকুম কার্যক্রম সম্পন্ন করিয়া ------------------------- এর নিকট দখল অর্পন করা হইয়াছে এবং ক্ষতিগ্রস্থদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে। উল্লিখিত আইন ও উহার অধীনে প্রনীত বিধমালা অধীনে তফসিল বর্ণিত ভূমিতে দখল অর্পনের তারিথ ------------------ হইতে দুই বৎসর --------------------- তারিখ ব্যবহার স্বার্থ অব্যাহত থাকিবে।
ক) ভূমির তফসিল:
জেলা- উপজেলা- মৌজা- জেএল নম্বর

খতিয়ান নং	দাগ	পরিমান একর
১	২	৪

খ) ভবন:
প্রকৃতি, সংখ্যা ও আয়তন নিম্নরূপ-

জেলা প্রশাসক

ফরম-৩৪

[বিধি ১৯ উপবিধি (৯)দফা (গ) দ্রষ্টব্য]

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ কেস নং- ---------------/ -------------

জেলা প্রশাসকের কার্যলয়

নং- তারিখ-

ভূমি অধিগ্রহণ/হুকুম দখলের চেকের টাকা ছাড়করণের এডভাইস।

নং- তারিখ:

প্রাপক : জেলা হিসাব সংরক্ষণ কর্মকর্তা --------------------------- জেলা।

নিম্নোক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণকে তাহর ও তাহাদের নামের পার্শ্বে উল্লিখিত ----------------------------(অংকে) টাকা গ্রহীতার ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে পরিশোধের নিমিত্ত সমপরিমান অর্থের চেক ইস্যু করিবার জন্য অনুরোধ করা হলো।

রোয়েদাদ বহির ক্রমিক নং	প্রাপকের নাম	চেক নং	তারিখ	টাকার পরিমান

(নাম, পরিচিতি নম্বরসহ সিল এবং স্বাক্ষর)
ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা

ফরম-৩৫
[বিধি ৪৯ এর উপবিধি (১) দ্রষ্টব্য]

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

আপত্তি রেজিস্টার

ক্রমিক নং/সাল	-------------- সনের অধিগ্রহণ কেস নম্বর	প্রত্যাশী সংস্থার নাম	আপত্তি দাখিলকারীর নাম ও ঠিকানা (মোবাইল বা ইমেইলসহ)	আপত্তি গ্রহণের তারিখ
১	২	৩	৪	৫

আপত্তির বিষয়	শুনানির তারিখ	জেলা প্রশাসকের সিদ্ধান্ত
৬	৭	৮

ফরম-৩৬
[বিধি ৪৯ এর উপবিধি (১) দ্রষ্টব্য]
জেলা প্রশাসকের কার্যলয়

ক্ষতিপূরণ দাবি সংক্রান্ত মিস কেস রেজিস্টার

ক্রমিক নং/সাল	-------------- সনের অধিগ্রহণ কেস নম্বর	প্রত্যাশী সংস্থার নাম	মিস কেস নম্বর	পক্ষদ্বয়ের নাম ও ঠিকানা (মোবাইল বা ইমেইলসহ)
১	২	৩	৪	৫

বিবেচ্য বিষয়	শুনানির তারিখ	জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্দেশিত কর্মকর্তার সুপারিশ
৬	৭	৮

ফরম-৩৭
[বিধি ৪৯ এর উপবিধি (১) দ্রষ্টব্য]

জেলা প্রশাসকের কার্যলয়

প্রত্যাশী সংস্থা হইতে প্রাক্কলিত অর্থ প্রাপ্তির রেজিস্টার

ক্রমিক নম্বর/সাল	প্রত্যাশী সংস্থার নাম	অধিগ্রহণ কেস নম্বর	প্রক্কলিত টাকার পরিমমান	প্রাপ্ত টাকার পরিমান তারিখসহ	ব্যাংকের নাম , চেক নম্বর ও তারিখ	ট্রেজাারি চালানের নম্বরসহ তারিখ	জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাকে চালান প্রদানের তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮

ফরম-৩৮
[বিধি ৪৯ এর উপবিধি (১) দ্রষ্টব্য]

জেলা প্রশাসকের কার্যলয়

এলএ চেক বহি প্রাপ্তি ও ইস্যু রেজিস্টার

ক্রমিক নম্বর/সাল	তারিখ	পুর্ববর্তী মজুদ	ফরমস ও স্টেশনারি শাখা হইতে সরবরাহকৃত চেক বহি সংখ্যা	ইস্যুকৃত চেক বহির সংখ্যা	গ্রহীতার পূর্ণনাম, পদবিসহ স্বাক্ষর	ট্রেজাারি চালানের নম্বরসহ তারিখ	ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তার স্বা্ষর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮

ফরম-৩৯
[বিধি ৪৯ এর উপবিধি (১) দ্রষ্টব্য]

জেলা প্রশাসকের কার্যলয়

লেজার ফরম

(ক) প্রত্যশি সংস্থার নাম

(খ) প্রকল্পের নাম

(গ) প্রাক্কলন প্রেরণের তারিখ

(ঘ) প্রাক্কলিত টাকার পরিমান

(ঙ)প্রাক্কলিত টাকা প্রাপ্তির তারিখ

(চ) প্রাক্কলিত টাকা প্রকল্প খাতে জমা প্রদানের তারিখ

ক্রমিক নম্বর/সাল	তারিখ	প্রকল্পখাতে জমাকৃত টাকার পরিমান	ক্ষতিপূরণ প্রদান			ব্যালেন্স
			রোয়েদাদ গ্রহীতার নামও ক্রমিক নম্বর	চেক নম্বর ও তারিখ	টাকার পরিমান	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

ফরম-৪০
[বিধি ৪৯ এর উপবিধি (১) দ্রষ্টব্য]

জেলা প্রশাসকের কার্যলয়

আরবিট্রেশন কেস রেজিস্টার

ক্রমিক নম্বর/ সাল	অধিগ্রহণ কেস নম্বর	প্রত্যাশী সংস্থা	আরবিট্রেশন কেস নম্বর/সাল	কেস দায়েরকারীর নাম ও ঠিকানা	আর্জি প্রাপ্তির তারিখ	এসএফ জিপি বরাবর প্রেরনের তারিখ
১২	২	৩	৪	৫	৬	৭

আরবিট্রেশন কেসের সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির তারিখ ও সিদ্ধান্ত	আরবিট্রেশন আপিল কেস নং	প্রতিপক্ষ দায়ের করিলে জবাব জিপির নিকট প্রেরণ	সরকার পক্ষ আপিল দায়ের না করিলে কারন	আরবিট্রেশন আপিল মামলার সিদ্ধান্ত ও তারিখ	আরবিট্রেশন/ আরবিট্রেশন আপিল কেসের সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রাক্কলন প্রত্যাশী সংস্থার বরাবরে প্রেরণের তারিখ
৮	৯	১০	১১	১২	১৩

প্রাক্কলিত টাকার পরিমান	প্রাক্কলিত টাকা প্রাপিতর তারিখ ও পরিমান	ক্ষতিপূরণ প্রদানের তারিখ ও পরিমান	মন্তব্য
১৪	১৫	১৬	১৭

ফরম-৪১

[বিধি ৪৯ এর উপবিধি (১) দ্রষ্টব্য]

জেলা প্রশাসকের কার্যলয়

ভূমি অধিগ্রহণ/হুকুম দখল আনুষঙ্গিক বাবদ অর্থের হিসাব

ক্রমিক নং	অধিগ্রহণ/হুকুম দখল কেস নং/সাল	প্রত্যাশী সংস্থার নাম	প্রাক্কলিত ক্ষতিপূরণ (টাকা)	আনুষঙ্গিক বাবদ (টাকা)	পিএল খাতে টাকা জমা প্রদানের চালান নং ও তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

ফরম ৪২

[বিধি ৪৯ এর উপবিধি (১) দ্রষ্টব্য]

চেকের এডভাইস রেজিস্টার

ক্রমিক নং	অধিগ্রহণ/হুকুম দখল কেস নং/সাল	এওয়ার্ড ক্রমিক নং	প্রাপকের নাম ও ঠিকানা	চেক নং ও তারিখ (টাকা)	টাকার পরিমান	এডভাইজ নিশ্চিতকরণ	চেক জারি কর্মকর্তার স্বাক্ষর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮

ফরম-৪৩

[বিধি ৪৯ এর উপবিধি (১) দ্রষ্টব্য]

জেলা প্রশাসকের কার্যলয়

বিজ্ঞপ্তি পুণগ্রহণ রেজিস্টার

ক্রমিক নং	অধিগ্রহণ/হুকুম দখল কেস নং/সাল	প্রত্যাশী সংস্থা (বর্তমানে ভোগদখলকারী)	সম্পত্তি পুণঃগ্রহণ মিস কেস নং	কারণ দর্শানো নোটিশ জারির তারিখ	সম্পত্তির বিবরণী (প্রয়োজনে পৃথক কাগজে সংযুক্ত)
১	২	৩	৪	৫	৬

শুনানীর তারিখ	অধিগ্রহণ/হুকুম দখল কেস নং/সাল	তারিখসহ জেলা প্রশাসকের সংক্ষিপ্ত সিদ্ধান্ত	কমিশনার ক্ষেত্রমতে সরকারের সিদ্ধান্ত	গেজেট প্রকাশের তারিখ	মন্তব্য
৭	৮	৯	১০	১১	১২

ফরম-৪৪
[বিধি ৪৯ এর উপবিধি (১) দ্রষ্টব্য]
জেলা প্রশাসকের কার্যলয়

পরিদর্শন রেজিস্টার

ক্রমিক নং	পরিদর্শনের তারিখ	পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	পরিদর্শন প্রতিবেদনের সংক্ষিপ্ত বিবরণী (পূর্ণ বিবরণী পৃথক কাগজে নথিতে সংরক্ষিত)	মন্তব্য/নির্দেশনা	গৃহীত ব্যবস্থা
১	২	৩	৪	৫	৬

ফরম-৪৫
[বিধি ৪৯ এর উপবিধি (১) দ্রষ্টব্য]
জেলা প্রশাসকের কার্যলয়

ক্ষতিপূরণ অপর্যাপ্ততা আপত্তি রেজিস্টার

ক্রমিক নং	আপত্তিকারীর নাম ও ঠিকানা (মোবাইল নম্বর ও ইমেইল (যদি থাকে)	অধিগ্রহণ কেস নং ও সাল	এওয়ার্ড বহিতে আপত্তিকারীর নাম ও নং	আপতিবতকারী কর্তৃক রুজুকৃত সালিশী মামলা নং ও দাখিলের তারিখ	নোটিশ জারির তারিখ সালিশি মামলার রায়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	